HEALTHYOU
SPECIALITY CLINIC & DIAGNOSTICS
+91 93302 96772
+91 74395 96808
48, Santoshpur Avenue, Kolkata 700075
Near Trikon Park

আজকাল

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৮৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

গ্রেট নিকোবরে স্কুবা ডাইভিংয়ে রাহুল, মজলেন প্রবাল প্রাচীরে

১১ বছরের অংশ মিশ্র ৯০ কণ্ঠের জাদুকর

আজও হাতে আঁকেন সিনেমার পোস্টার

যে দল কম ভুল করবে, তারাই ট্রফি জিতবে: হালান্ড
খেলার পাতায়

www.aajkaal.in | শিলিগুড়ি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৬ জুন ২০২৬ | ৬.০০ টাকা ১২ পাতা

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ জুন

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দুপুরে দিল্লি পৌঁছোন তিনি। দিল্লিতে পৌঁছে দলের সদর দপ্তরে নীতিন নবীনের সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠক হয় তাঁর। উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশল এবং অন্য নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর নীতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠক হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যেরও।

জানা গিয়েছে, বর্তমানে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের করণীয় সম্পর্কে সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, জেলা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম বিন্যাস, ভারসাম্য ও সমীকরণ বজায় রেখে তাঁদের দপ্তর বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির। পাশাপাশি, নীতি আয়োগের গর্ভনিং কাউন্সিলের আসন্ন বৈঠকের আগে রাজ্যের শিল্প, বিনিয়োগের সম্ভাবনা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সমস্ত রকম সুযোগ–সুবিধা, আর্থিক সহায়তা নিয়েও আলোচনা হয়। চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলায় যাওয়ার কথা রয়েছে। সেই বিষয়েও যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, মোদি সরকারের ১২ বছর উদ্‌যাপনে রাজ্য সরকারের তরফে প্রচার–কৌশল নিয়ে নীতিন নবীনের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর আলোচনা হয়েছে। সূত্রের দাবি, যেভাবে তৃণমূলের পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরেছে এবং সংসদীয় দলে ভাঙন ধরতে চলেছে— সেক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়েও আলোচনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। যেহেতু তিনি আগে তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করেছেন, সেই কারণে এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা চান কেন্দ্রীয় নেতারা। ফলে এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পর নীতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করেছেন শমীক ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে বিজেপির করণীয় সম্পর্কে তিনি নীতিন নবীনের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশ দপ্তরের অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, লকেট চ্যাটার্জি। নলবনে, শুক্রবার। ছবি: আজকাল

বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাজ্যে ৬ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হল। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ রাজ্যে লাগানো হবে। শুক্রবার, নলবনে পরিবেশ দপ্তরের অনুষ্ঠানে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নলবনে জলাশয়ের ধারে বৃক্ষরোপণ করে কলকাতায় ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাস্তুতন্ত্র রক্ষার বার্তা দিয়ে সেখানকার জলাশয়ে মাছের চারাও ছাড়েন তিনি।

● এরপর ৫ পাতায়

দিল্লিতে শমীক জানালেন যোগাযোগ করছেন তৃণমূল সাংসদরাই

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৫ জুন

ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলে ভাঙনের পরেই সংসদীয় দলে ভাঙন নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের অন্তত ২০ জন সাংসদ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে দাবি। যদিও শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, তৃণমূলের কোনও নেতা, সাংসদ, বিধায়কের কাছে বিজেপি থেকে ফোন যায়নি। বরং তৃণমূল নেতাদের তরফেই বারবার একাধিক বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

তৃণমূল নেতাদের দলত্যাগ প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে এদিন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমাদের দলের কেউ কোনও বিধায়ক বা সাংসদকে ফোন করেননি। ফোন আসছে তৃণমূল শিবির থেকেই। ভোটের আগেও এসেছে এবং পরেও আসছে। তৃণমূল কোনও দিনই কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। তৃণমূল এখন অতীত। আগামী দিনে ইসলামিক ইতিহাসে তৃণমূলকে নিয়ে একটি অধ্যায় থাকবে এবং সেখানেই তৃণমূল সম্পর্কে জানা যাবে।’ রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের সমালোচনা করে শমীক বলেন, ‘একটি দল ছিল, যাদের নীতিই ছিল দুর্নীতি। সেই দলের নেতারা দুই হাতে দু’টি ঘড়ি পরেছেন। যদিও সময় তাঁদের ক্ষমা করেনি। রাজ্যের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন, রাজনীতিতে ঔদ্ধত্য, দখলদারির কোনও স্থান নেই।’ উল্লেখ্য, ৮ জুন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে আসছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি। সে প্রসঙ্গে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট, না কি ইসলামিক জোট, কী করে বুঝব। শুনতাম, কোনও দল বিপদে পড়লে সেই দল জোটে আসে। যখন তাদের ভাল সময়, সেই সময় তারা বৈঠক চলাকালীন নিজেদের বক্তব্য রেখেই বেরিয়ে যায়। এমনকী, যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যন্ত যোগ দেয় না। ইন্ডিয়া জোটে কোনও দিন দেখা গিয়েছে, এই জোটের সমস্ত সদস্য এক সঙ্গে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন? এই জোট একটি কাঁঠালের আমসত্ত্ব। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের থেকে আজকের দিনে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে?’

চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন। এবারের সফরে তারকেশ্বরেও যেতে পারেন তিনি। সে প্রশ্নের জবাবে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী গেলে সেটা ঐতিহাসিক বিষয় হয়ে উঠবে। কারণ, হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসেছিল তারকেশ্বরের রাজবাড়িতে। তারকেশ্বরের রেল কলোনির ময়দানে সভা হয়। সেই সভা থেকেই হিন্দু বাঙালি সমাজের পৃথক ভূমির দাবি করা হয়েছিল এবং সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন সেই প্রস্তাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। সেটাই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন।’ তিনি বলেন, যে সরকার জোর করে রাজ্যের জন্মদিনটাই পাল্টে দিতে চেয়েছিল তাদের মানুষই পাল্টে দিয়েছে।

পুরসভা ছাড়লেন ফিরহাদ

আজকালের প্রতিবেদন

শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। গত কয়েক দিন ধরেই ফিরহাদ হাকিমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফার জল্পনা চলছিল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করেন তিনি। তারপর কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে যান। মালা রায় না থাকায় তাঁর অফিসে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি।

ইস্তফা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ফিরহাদ। সাংবাদিক বৈঠকের প্রথমেই মেয়র হিসেবে তাঁকে ভাবার জন্য দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, ‘২০১৮ সালে তৎকালীন মেয়র পদত্যাগ করার পর দলনেত্রীর নির্দেশে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে কলকাতা পুরসভার মেয়রের দায়িত্ব নিই। তারপর ২০২১ সালে নির্বাচনের পর আবার সেই দায়িত্ব পাই। মেয়র পদের দায়িত্ব পাওয়ার পর অনেক কাজ করতে পেরেছি। আবার অনেক কাজ করতে পারিনি। দাপটের সঙ্গে কাজ করেছি। যাঁরা পুরসভায় আসতেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান করার কাজ করতাম।’

চন্দ্রনাথ খুনে ধৃত আরও ২ আত্মসমর্পণ ১

আজকালের প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ৩ জুন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে গোলু সিং ওরফে টাইগারকে। ৪ জুন লখনউয়ের একটি হোটেল থেকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিকাশ মিশ্র নামে এক যুবককে। ওই দিনই বালিয়ায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জ্ঞানেন্দ্র সিং নামে এক ব্যক্তি। প্রসঙ্গত, এই জ্ঞানেন্দ্র সিং হল খুনের ঘটনায় ধৃত রাজকুমার সিংয়ের বন্ধু। ধৃত গোলু সিং ও বিকাশকে কলকাতায় আনা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রের খবর। এই খুনের ঘটনায় আরও কতজন জড়িত, তা দেখছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তকারীরা।

সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক নির্যাতিতার মা-বাবা

আজকালের প্রতিবেদন

আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক–পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় এবার সরাসরি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্যাতিতার বাবা–মা। নির্যাতিতার মা এখন বিজেপির বিধায়ক। শুক্রবার শিয়ালদা আদালতের এসিজেএম বিচারক সুলতান মামুদের এজলাসে শুনানি চলাকালীন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালতের ডকে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল প্রসিকিউটরের দিকে আঙুল তুলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তিনি জানান, এর আগে মামলা চলাকালীন তাঁদের চারতলায় নিয়ে গিয়ে একটি লিখিত কাগজ দেখিয়ে বলা হয়েছিল, ওই কাগজে যা

আর জি কর-কাণ্ড

লেখা আছে তার বাইরে তাঁরা যেন কিছু না বলেন। ডকে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে এবং তাঁরা এর প্রতিকার চান। কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতার মা–ও। তিনি জানান, তাঁর মেয়ের দেহ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁদের টালা থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ফোন করে বলা হয়েছিল, মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মেয়ের দেহে কোনও বস্ত্র ছিল না। তাকে খুন করা হয়েছে। এই অবস্থায় তাঁরা কেন কিছু বলতে পারবেন না, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী রাজদীপ হালদার সওয়ালে অভিযোগ করেন, তাঁদের পক্ষ থেকে যে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, সিবিআই সেগুলি গ্রহণ করতে চাইছে না। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক ঠিক তদন্ত করেননি।

সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাব ভাঙচুর

আজকালের প্রতিবেদন

শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল নিউ আলিপুরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ‘সুরুচি সঙ্ঘ’ এলাকা। অরূপ ও স্বরূপের গড় বলে পরিচিত ক্লাবে এদিন চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। কার্যত তছনছ হয়ে যায় গোটা ক্লাব চত্বর। এদিন সকালে আচমকাই সুরুচি সঙ্ঘের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। একসময় উত্তেজিত জনতা ক্লাবের গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ক্লাবের দোতলার ঘরে ঢুকে বিক্ষোভকারীরা দেখেন, সেখানে রয়েছে একটি বিছানা, দু’টি চেয়ার ও একটি সিলিং ফ্যান। স্থানীয়দের দাবি, ঘরে এসি লাগানো ছিল, যা সম্প্রতি সবার নজর এড়িয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া শৌচালয়ের ভেতরেও পাখা ঘুরতে দেখা গেছে বলে জানা গেছে। একটি ক্লাবের অন্দরে কেন এমন বিছানা ও আয়োজন, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা।

শুধু তাই নয়, সুরুচি সঙ্ঘের অন্য একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে রাশি রাশি সরকারি পানীয় জল ‘প্রাণধারা’র বোতল ও প্রচুর শাড়ি।

কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধানের দায়িত্বে সাংসদ কার্তিক পাল

সুনীল চন্দ
রায়গঞ্জ, ৫ জুন

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ পুরসভার দায়িত্ব নিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তিকালীন পুরপ্রধান পদে শপথবাক্য পাঠ করান রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় ব্যানার্জি। সাংসদ কার্তিকবাবু পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর কাউন্সিলর। কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নব নির্বাচিত দুই মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরি ও বিরাজ বিশ্বাস–সহ কালিয়াগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী ও জেলা বিজেপি নেতারা।

বিধানসভা ভোটে দলের পরাজয়ের পর কালিয়াগঞ্জ পুরসভার তৃণমূল পুরপ্রধান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ১৪ মে তৃণমূল পুরবোর্ডের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে উপ–পুরপ্রধান জয়া বর্মন দেবশর্মাও ইস্তফা দিলে পুরসভায় প্রশাসনিক কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাজ্য পুর দপ্তরের বিশেষ সচিব নির্দেশ দেন, আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কার্তিকচন্দ্র পালকে পুরপ্রধান হিসেবে নিয়োগের। সেই নির্দেশ মোতাবেক শুক্রবার তাঁকে পুরপ্রধান পদে শপথবাক্য পাঠ করান রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় ব্যানার্জি।

পুরপ্রধান সাংসদ কার্তিক পাল (দাঁড়িয়ে সাদা শার্ট) পাশে মহকুমা শাসক রায়গঞ্জ–সহ দুই মন্ত্রী ও বিধায়ক। ছবি: প্রতিবেদক

● এরপর ৫ পাতায়

পাহাড়ে পর্যটকের ঢল, হোটেলে ঠাঁই নেই, হিলকার্ট রোডে ব্যাপক যানজট

সঞ্জয় বিশ্বাস ও অলক সরকার
দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি, ৫ জুন

সমতলে তীব্র গরম। ঠিক তখন দার্জিলিং যেন একটুকরো স্বর্গ। দিনে মাঝে মাঝে তাপমাত্রা চড়লেও নেমে আসে বৃষ্টি। কুয়াশা এসে শীতল করে দেয় চারপাশ। এমন মনোমুগ্ধকর আবহাওয়ায় ২–৪ দিন নিশ্চিন্তে কাটাতে চাইলেও শৈলশহরে এখন পা ফেলার জায়গা নেই। গমগম করছে পর্যটকে। দার্জিলিং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রিগমি লামা জানান, ‘জুনের সর্বোচ্চ ১৫ তারিখ পর্যন্ত পর্যটকের ভিড় থাকে। কিন্তু এবারের যা প্রবণতা, মনে হচ্ছে ২৮ জুন পর্যন্ত এমনই ভিড় থাকবে।’

দার্জিলিং পাহাড়ের বাজেট হোটেলগুলিতে তো এবারে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। একই ছবি হোমস্টেগুলিতেও। দার্জিলিং শহর ছাড়াও কালিম্পং, কার্শিয়াং তো বটেই, এমনকী মিরিক বা অফবিট জায়গাগুলিতে এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। ম্যালে বা লাডেন লা রোডের প্রধান হোটেলগুলোর বাইরে মাঝে মাঝেই রুম নেই বলে বোর্ডও ঝুলিয়ে দিচ্ছেন অনেকে।

এত পর্যটকের আনাগোনায় পাহাড়ে গাড়ি ঢোকার সংখ্যাও সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আর এজন্যই ট্র্যাফিক ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার মূল ধমনি হিলকার্ট রোড এবং রোহিণী রোডে মাইলের পর মাইল গাড়ির লাইন তৈরি হচ্ছে। সুকনা পার হওয়ার পর থেকেই গাড়ির গতি থমকে যাচ্ছে। কার্শিয়াং বাজার এবং ঘুম স্টেশনের ক্রসিংয়ে একেকটি গাড়িকে পার হতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যানজটের কারণে টাইগার হিল, বাতাসিয়া লুপ বা রক গার্ডেন যাওয়ার পথে পর্যটকদের একটা বড় সময় গাড়িতেই কেটে যাচ্ছে। ট্র্যাফিক পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে। এদিন এই যানজটে পড়ে গাড়ির মধ্যেই এক পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে রাস্তার পাশেই একটি বাড়িতে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। এদিন আবহাওয়া বেশ ঠান্ডাই ছিল।

রীতেশ শর্মা নামে এক পর্যটক জানান, এত ভিড় যে, আমরা ঠিকঠাক হাঁটাচলা করতে পারছি না। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই মরশুমে দক্ষিণ ভারতের পর্যটকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

পর্যটকে গমগম করছে দার্জিলিং। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

কালিয়াচকে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ছবি: আজকাল

পড়ুয়াদের নিয়ে চারাগাছ রোপণ

আজকালের প্রতিবেদন
মালদা, ৫ জুন

‘একটি গাছ মায়ের নামে’— রাজ্যে পালাবদলের পর এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হল। গোটা জেলা জুড়ে শুক্রবার বৃক্ষরোপণ, অঙ্কন–সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন কালিয়াচক–১ ব্লকের সিলামপুর রুরাল হাসপাতালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা শিক্ষানুরাগী নেতা কমলকৃষ্ণ দাস, কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত, ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ফয়জল শেখ, বিএমওএইচ মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি কমলকৃষ্ণ দাস জানান, ‘একটি গাছ মায়ের নামে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতির উদ্দেশে ‘একটি গাছ একটি প্রাণ’ বার্তা তুলে ধরে গাছের চারা রোপণ করা হয়। গাছ কেবল পরিবেশ রক্ষা করে বলেই নয়, বরং এই বৃক্ষরোপণ গাছের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালবাসার প্রকাশ।’ পাশাপাশি এদিন কালিয়াচক–১ ব্লকের উদ্যোগে সম্ভাব ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিডিও শিবব্রত ব্যানার্জি, কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শামিমা পারভিন, সমাজকর্মী অভিজিৎ রজক–সহ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বৃষ্টি প্রদান, ভূমিক্ষয় রোধ থেকে শুরু করে গাছের বহুবিধ উপকারিতা এবং বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। অন্য দিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং ইংরেজবাজার শহর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এদিন সকালে অতুল মার্কেট চত্বর থেকে পরিবেশ সচেতনতামূলক এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা মালদা শহর পরিক্রমা করে। পদযাত্রায় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া থেকে জেলার পরিবেশ ও জনবিজ্ঞান কর্মী, নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ অংশ নেন। পদযাত্রায় অন্যদের সঙ্গে পা মেলান আয়োজক বিজ্ঞান মঞ্চ মালদা জেলা শাখার সভাপতি সুনীল দাস, জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস, ইংরেজবাজার শহর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি সুব্রত ঝা, সম্পাদক সুতীর্থ নন্দী প্রমুখ। শোভাযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ, ব্যান্ড, প্ল্যাকার্ড, শৃঙ্খলা–সহ বিভিন্ন দিকের বিচারে জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় মালদা গার্লস হাই স্কুল। দ্বিতীয় জালালিয়া গার্লস হাই স্কুল এবং তৃতীয় রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যাশ্রম।

পরিবেশ দিবস

সুরক্ষিত থাকবে হর্নবিলের ভবিষ্যৎ

ফলের চারা লাগানো হবে আগামী ৯ মাস

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ৫ জুন

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মঞ্চ থেকে এবার শুধু সবুজায়নের বার্তা নয়, পাখি ও বনজীবনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারও সূচনা করল আলিপুরদুয়ার। বৃক্ষ চারার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক ফলগাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে বন দপ্তর স্পষ্ট করে দিল, পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে পাখিদের খাদ্য ও আবাসস্থল সংরক্ষণও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শুক্রবার একদিনেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১৫ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। আগামী ৯ মাসে আরও প্রায় দু’লক্ষ চারা বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। যার উল্লেখযোগ্য অংশই হবে বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও পাখিবান্ধব গাছ। আলিপুরদুয়ার মানেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিশাল অরণ্যভূমি। প্রায় ৪০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাখির আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত এই জেলা কার্যত ‘পাখিদের স্বর্গরাজ্য’। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হর্নবিল সংরক্ষণে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বর্তমানে পাঁচ প্রজাতির হর্নবিলের উপস্থিতি নথিভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওরিয়েন্টাল পায়েড হর্নবিল, গ্রেট হর্নবিল, রিদ হর্নবিল, রুফাস–নেকড হর্নবিল এবং গ্রে–হর্নবিল। যদিও গত ৭–৮ বছরে গ্রে–হর্নবিলের দেখা কিছুটা কম মিলেছে, তবুও বন ও পক্ষী বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে বাকি চারটি প্রজাতির অবস্থান এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী।

বক্সায় গ্রেট হর্নবিল। ছবি: প্রতিবেদক

হর্নবিলের খাদ্যাভ্যাসের কথা মাথায় রেখেই আগামী মাসগুলিতে বক্সার কোর ও বাফার এলাকায় লাগানো হবে বট, লালি, ধূপগকুল, জংলি জলপাই, জাম ও রামসুপারির মতো গাছ। পাশাপাশি, অন্য ফলভুক পাখিদের জন্য কাঞ্জল, বরুণ, পেটপেটে–সহ একাধিক স্থানীয় প্রজাতির গাছ রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও জারুল, আম, জামরুল, হরীতকী–সহ শতাধিক প্রজাতির চারা সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিতরণ করা হবে। বক্সায় গত কয়েক বছর ধরেই হর্নবিলের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি চলছে। ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই বৃহৎ পাখিটিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত সমীক্ষাও পরিচালিত হয়। বন বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, হর্নবিলের সংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলছে। তবে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আরও একটি দীর্ঘমেয়াদি সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

ন্যাফের কো–অর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর মতে, ‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলগাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বহু প্রজাতির পাখি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ফলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শহরাঞ্চলে ফল গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ায় পাখির সংখ্যাও কমছে। তাই ফলগাছ রোপণ এখন শুধু সবুজায়ন নয়, জীববৈচিত্র্য রক্ষারও অন্যতম উপায়।’ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেলার মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক পরিতোষ দাস, জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু, পুলিশ সুপার অমিত কুমার শা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরি, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পি. জে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীন কাসওয়ান–সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা।

ডিএফডি হরিকৃষ্ণান পি জে বলেন, ‘পরিবেশ দিবস শুধু একটি প্রতীকী দিন। আগামী ৯ মাস বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলবে। একটা গাছ মায়ের নামে। এই কর্মসূচি টানা চলবে। বিশেষ করে ফল গাছের চারাকে এবার আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অরণ্যের বাফার এলাকায় এমন গাছ লাগানো হবে, যা হর্নবিল–সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখিকে আকর্ষণ করবে এবং তাদের খাদ্যসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে।’

যোগদান কর্মসূচি দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে, বার্তা কং সাংসদের

অভিজিৎ চৌধুরি
মালদা, ৫ জুন

মালদার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক চাঞ্চল্যকর মোড় এসেছে। রাজ্যে শাসক দল তৃণমূলের ক্ষমতার অপসারণের পর থেকেই দলটিতে ভাঙনের ইঙ্গিত মিলছে। আর এই আবহেই মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশাখান চৌধুরি তাঁর দলীয় প্যাডে কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ কড়া নিয়ম ও শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নির্দেশিকা সম্বলিত চিঠিটি ভাইরাল হতেই মালদার রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে গেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে কংগ্রেসের চরম ভরাডুবি হলেও, ঝাঁকে ঝাঁকে তৃণমূল নেতা–কর্মী দলবদল করতে পারেন, এমনটা আঁচ করেই আগেভাগে এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছেন ইশাখান চৌধুরি।

জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে একদল সুবিধাবাদী মানুষ কংগ্রেসে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অনেকেই জেলা এবং প্রদেশ স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগও শুরু করেছেন। কিন্তু অন্য দল থেকে এসে এখানে দুর্নীতি বা স্বজনপোষণ করা যাবে না— এই বার্তা স্পষ্ট করতেই এমন কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে। সাংসদের জারি করা ওই শর্তাবলিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কংগ্রেসে যোগ দিতে হলে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্বের পরামর্শ মেনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে হবে এবং ব্লক স্তরের কমিটির সিদ্ধান্তের বাইরে কোনও ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা যাবে না। পাশাপাশি, দুর্নীতির সঙ্গে কোনও রকম আপস করা হবে না এবং অপরাধমূলক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এমন কোনও নেতা–নেত্রীকে দলে নেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে দলের আদর্শ, নীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইশাখান চৌধুরি সরাসরি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, ‘ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে তৃণমূল স্তরের নেতা–কর্মী কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।’ কিন্তু সুবিধাভোগীদের জন্য এই দল নয়, তা তাঁরা পরিষ্কার করে দিতে চান।

বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি বন্ধ? অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

আজকালের প্রতিবেদন
মালদা, ৫ জুন

স্কুলের কিছু মাধ্যমিক পাশ পড়ুয়া মেধার ভিত্তিতে বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারছেন না বলে অভিযোগ তুলেছে। এই ঘটনায় স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করার ক্ষেত্রে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন একাংশ শিক্ষক এবং একদল পড়ুয়া। শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় পুরাতন মালদা পুরসভার বাচামারি জিকে হাইস্কুল চত্বরে। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ হোসেন। স্কুলের এবারের মাধ্যমিক পাশ একাংশ পড়ুয়ার অভিযোগ, মেধার ভিত্তিতে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে চাইলেও এখনও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সকলেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। তাই মনে করা হচ্ছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদাসীনতার কারণেই বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে রয়েছে।

স্কুলের এক শিক্ষক অমৃত কুমার ঘোষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইছে, তাদের কোনও ভাবেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করানো হচ্ছে না। যার ফলে এই স্কুলের কিছু মেধা ছাত্র আশপাশের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্কুলের ৫০ জনেরও বেশি ছাত্র অন্য স্কুলগুলিতে ভর্তি হয়ে গেছে। তবুও প্রধান শিক্ষকের কোনও হেলদোল নেই।

এ প্রসঙ্গে বাচামারি জিকে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহানওয়াজ হোসেন জানান, ‘এই স্কুলের বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার মতো পড়ুয়ারা এখনও পর্যন্ত ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন করেনি। কিন্তু কখনওই বলা হয়নি যে স্কুলে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ থাকবে। আমার বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অবশ্যই কোনও মেধা পড়ুয়া স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়তে চাইলে ভর্তি হতে পারে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সদিচ্ছা কারওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।’

এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা।

মানুষের ভিড়েই থাকতে চান মনোজ, ফালাকাটায় ‘ড্রপ বক্স’ উদ্যোগ দীপকের

আজকালের প্রতিবেদন
আলিপুরদুয়ার, ৫ জুন

মন্ত্রিত্বের শপথ নেওয়ার পর রাজ্যে দুই নতুন মন্ত্রীর জেলায় ফেরার দিনটি যেন হয়ে উঠল জনসংযোগ ও জনমতের প্রতি দায়বদ্ধতার এক আলাদা বার্তা বহনকারী ঘটনা। শুক্রবার সকালে পদাতিক এক্সপ্রেসে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছোন কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা সদ্য শপথ নেওয়া মন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। সরকারি প্রোটোকল মেনে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য পাইলট কার ও অন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্টেশন চত্বরে পা রাখতেই মন্ত্রী এমন এক অনুরোধ করেন, যা উপস্থিত পুলিশকর্তা ও সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। মনোজ ওরাওঁ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁকে নিয়ে যাতায়াতের সময় কোনও অবস্থাতেই যেন সাইরেন বা হুটার বাজানো না হয়। তাঁর কথায়, ‘এই মাটির মানুষ হিসেবেই আমাকে সবাই চেনে। মন্ত্রী হওয়ার পর সেই পরিচয় হারাতে চাই না। মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।’

শিক্ষকতা থেকে রাজনীতির ময়দানে আসা মনোজ ওরাওঁয়ের রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়েছিল আরএসপির হাত ধরে। পরে বিজেপিতে যোগ দিয়ে কুমারগ্রাম কেন্দ্র থেকে পরপর দু’বার বিধায়ক নির্বাচিত হন। এবারও উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়ী হয়ে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন তিনি।

অন্য দিকে, একই দিনে মন্ত্রী হিসেবে প্রথম বার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ফালাকাটায় ফেরেন দীপক বর্মন। শহরে পৌঁছে মাটিতে শুয়ে প্রণাম জানিয়ে এলাকার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। এরপরই উন্নয়নের কাজে সরাসরি জনমতকে যুক্ত করার একটি অভিনব উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন।

শব্দরঙ্গ–৩০৪

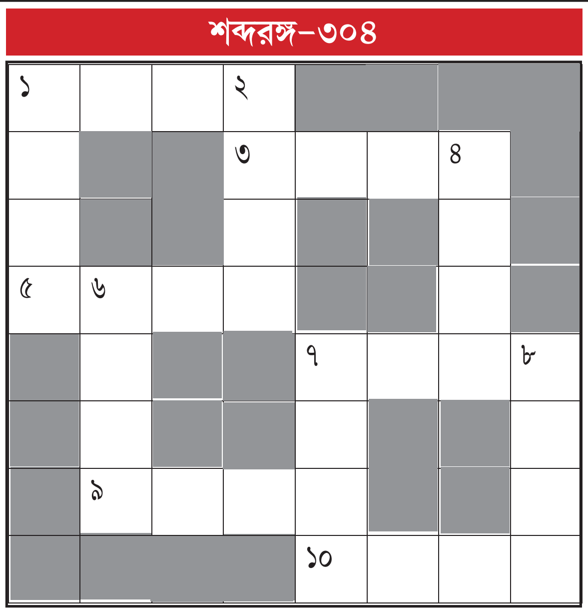

পাশাপাশি

১. লুকোনো অস্ত্র ৩. দয়া, অনুগ্রহ ৫. সূর্য, রবি
৭. কৃতকর্মের জন্য দুঃখ বা অনুশোচনা, আফসোস
৯. ভূসম্পত্তি ১০. লতার মতো প্রসারিত।

উপর–নীচ

১. দুর্গের প্রহরাকক্ষ
২. ধনেশ
৪. চুরি, চৌর্য
৬. প্রস্তুতি দ্যোতক
৭. এলোমেলো, শিথিল স্বভাববিশিষ্ট
৮. শিবের পাঁচ অনুচর।

সমাধান–৩০৩

			বি	শ্বা	স		টু
	অ	ব	ধি		হ		স্কি
	ফ		ম	হা	সা	গ	র
ছ	ল	ছু	তো				মা
ত্রি				চ	ক্র	পা	ল
শ	হ	র	কে	ন্দ্র		ত	
জা		ফি		দা	ব	ড়া	
ত		ক	ঙ্গু	রা			

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**

সকাল ৯–০০ **আজকের সন্তান**, দুপুর ১১–৩০ **তিনমূর্তি**, দুপুর ২–৩০ **রাখাল রাজা**, বিকেল ৫–৩০ **অঞ্জলি**, রাত ৮–০০ **দিওয়ানা**, রাত ১১–০০ **জোয়ার ভাঁটা**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ৯–৩০ **প্রতিকার**, দুপুর ১২–৩০ **স্নেহের প্রতিদান**, বিকেল ৪–০০ **অপরাধী**, সন্ধে ৭–০০ **প্রেমী**, রাত ১০–৩০ **রিফিউজি**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ **সখী তুমি কার?**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২–৩০ **হীরক জয়ন্তী**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৯–১৫ **আমি যে কে তোমার**, দুপুর ১২–১৫ **কেলোর কীর্তি**, বিকেল ৩–৩০ **বলো না তুমি আমার**, সন্ধে

৭–০০ **সাত পাকে বাঁধা**, রাত ১০–০০ **অশরীরী**

আকাশ আট
অন্তরের ভালোবাসা
দুপুর ৩–০৫

জি সিনেমা
কোম্পানি
দুপুর ১২–৩০

বিশেষ অনুষ্ঠান

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। উষ্ণায়নের জেরে নাজেহাল অবস্থা। প্রভাব পড়ছে পরিবেশের ওপর। এর নেপথ্যে রয়েছে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন। এবারের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ‘জলবায়ু পরিবর্তন সমাধানের খোঁজে’।
ডিডি বাংলা: বিকেল ৫–৩০

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**
সকাল ৮–২০ **ছোটা ভীম অ্যান্ড দ্য কার্স অফ দামিয়ান**, সকাল ১১–১৫ **চমৎকার**, দুপুর ২–২০ **হাম্পটি শর্মা কী দুলহানিয়া**, বিকেল ৫–০০ **দেবদাস**,

রাত ৮–৪৫ **বিক্রম বেদা**, রাত ১২–০০ **স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ২**

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬–৩০ **নফরত কী আঁধি**, সকাল

৯–৩০ **রাস্কেলস**, বিকেল ৩–৩০ **রাজি**, সন্ধে ৬–৩০ **কুরিয়ার বয় কল্যাণ**

ধারাবাহিক

● **পুরানো সেই দিনের কথা**

সোনি আট: রাত ৯–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শনিবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ৬ জুন ২০২৬, মুং ২০ জেলহজ্জ ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৪।৫৫।১২
সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৫।০
তিথি– (মল জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ) ষষ্ঠী দং ৫৪।২৮ রাত্রি ঘ ২।৪২
নক্ষত্র– শ্রবণা দং ২।৫৩ প্রাতঃ ঘ ৬।৪

অন্য পঞ্জিকা: শনিবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ৬ জুন ২০২৬, হিজরি ২০ জেলহজ্জ ১৪৪৭

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

স্কুল চলাকালীন অসুস্থ ছাত্রীরা

ডুয়ার্সের গধেয়ারকুঠি হাই স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ল ৬ জন ছাত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় স্কুল চত্বরে। অভিভাবক এবং স্থানীয় স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, স্কুল চলাকালীন সময়ে আচমকাই এক এক করে অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, অন্য দিনের মতোই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসেছিল। এদিন ক্লাস চলাকালীন সময়ে হঠাৎ করে কয়েকজন ছাত্রী অসুস্থ বোধ করতে থাকে। কারও শ্বাসকষ্ট, কারও মাথা ঘোরার সমস্যার কথা জানায়। ৬ জন ছাত্রীকে টোটোয় বসিয়ে এনে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রীরা কী কারণে অসুস্থ হয়েছে তা জানার চেষ্টা করছেন চিকিৎসকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষও অসুস্থতার সুনির্দিষ্ট কারণ জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আবহাওয়া

শনিবার
আংশিক মেঘলা আকাশ।
সর্বোচ্চ ৩২
সর্বনিম্ন ২৬
ডিগ্রি সেলসিয়াস

শুক্রবার
বৃষ্টি ২২.৬ মিমি
সর্বোচ্চ ৩২.১ (-৩)
সর্বনিম্ন ২৩.২ (-৪)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৮% ৬৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
পুরুলিয়া ৩৯.৩°

কলকাতা স্টেশন থেকে করুণাময়ী, মেট্রোর ভাবনা

আজকালের প্রতিবেদন

এবার মেট্রোর সুবিধে পাওয়া যাবে কলকাতা স্টেশন থেকেও। বিধাননগর করুণাময়ী থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত নতুন মেট্রো রুট চালুর পরিকল্পনা করছে রেল মন্ত্রক। হাওড়া, শিয়ালদা, এয়ারপোর্টের পর কলকাতা স্টেশন মেট্রোর সঙ্গে জুড়লে নিত্যযাত্রীদের আরও সুবিধে হবে। জানা গিয়েছে, রেল মন্ত্রক প্রাথমিক ভাবে সমীক্ষার অনুমতি দিয়েছে। কলকাতা স্টেশন থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত ক্ষুদিরাম বসু রোড, বাগজোলা খাল, সল্টলেক ৬ নম্বর আইল্যান্ড হয়ে মেট্রো যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, ভিআইপি হলদিরামে মেট্রোর কাজ শুরু হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের তরফে অনুমোদন মিলেছে এই কাজ শুরুর জন্য। চিংড়িঘাটা মেট্রোর সমস্যা মেটার পর হলদিরামে কাজ শুরুর অনুমতি বড় সাফল্য বলে মনে করছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। হলদিরামের কাছে মেট্রোর শেষ দুই পিলার তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যানবাহন। ওই এলাকায় গাড়ি যাওয়া–আসা নিয়ন্ত্রণ না করলে এই দুই পিলার তৈরির কাজ এগোনো যাচ্ছিল না। আর এই বিষয়ে আগের সরকার সহযোগিতা করছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। এবার সেই কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে মেট্রো।

মমতা বদল করলেন কমিটি, পদাধিকারী
৬০ জনের বেশি বিধায়ক আমাদের সঙ্গে: ঋতব্রত

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটি ও পদাধিকারী বদল করলেন নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কালীঘাটের বাড়িতে শুক্রবার জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক বসে। সেখানেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন রাজ্য সভাপতি হলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সুব্রত বক্সিকে দলের জাতীয় কর্মসমিতির সহ–সভাপতি করা হল। দলের সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সন মমতা ব্যানার্জি। দীর্ঘ বৈঠকের শেষে ঘোষণা করা হয় দলের বিভিন্ন পদে কারা দায়িত্বে থাকছেন। সেখানে বেশ কিছু নতুন মুখের পাশাপাশি দলের পুরনো নেতা–নেত্রীদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। দলের ব্যাখ্যা, যেহেতু এখনকার পরিস্থিতিতে অভিষেক ব্যানার্জিকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে, তাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য দু'জনকে জাতীয় যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে। এঁরা হলেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন। এদিকে, শুক্রবারই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি বলেছেন, 'এখন আমাদের সঙ্গে ৬০ জন বিধায়ক আছেন। সংখ্যাটা আরও বাড়বে। ববিদার (ফিরহাদ হাকিম) সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। উনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পদত্যাগ করার। আমি ওঁকে ফোন করব।'

মমতা এদিন দলের কমিটিতেও রদবদল করেছেন। সাজদা আহমেদ, মমতা ঠাকুর, নয়না ব্যানার্জি এবং স্বাতী খোন্দকার হয়েছেন সহ–সভাপতি। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে আনা হয়েছে পাঁচজনকে। এঁরা হলেন বাবর আলি, পুলক রায়, অসীমা পাত্র, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজীব ব্যানার্জি। এগজিকিউটিভ কমিটিতে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ডাঃ রানা চ্যাটার্জি, বিদেশ বসু, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জয়া দত্ত, তাপস চ্যাটার্জি, বসুন্ধরা গোস্বামী এবং গৌতম দেব। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি, সুদীপ ব্যানার্জি, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমান ব্যানার্জি, কল্যাণ ব্যানার্জি, বীণা মণ্ডল, বিরবাহা হাঁসদা, অসীমা পাত্র, মদন মিত্র, রাজীব ব্যানার্জি, দোলা সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মালা রায়, অশোক দেব, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চ্যাটার্জি।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদে আনা হয়েছে সাংসদ সায়নী ঘোষকে এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মধুরিমা ঠাকুরকে। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেন সাংসদ মালা রায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদে আনা হয়েছে প্রিয়াঙ্কা অধিকারীকে। চুঁচুড়ার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা হুগলি জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। আইএনটিটিইউসির সভাপতি হলেন মলয় ঘটক। হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি হলেন মদন মিত্র। কৃষক সেলের দায়িত্বে এলেন বেচারাম মান্না। খেতমজুর সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ণেন্দু বসুকে। তফসিলি জাতি, জনজাতি সেলের দায়িত্ব সামলাবেন বিরবাহা হাঁসদা। দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র হচ্ছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং কল্যাণ ব্যানার্জি। মুখপাত্রের দায়িত্ব সামলাবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কল্যাণ ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র। ট্রেজারার করা হয়েছে শুভাশিস চক্রবর্তীকে। এদিন দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এদিন দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির বৈঠকে মাত্র কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়ক এসেছেন। এটা ঠিক নয়। যেহেতু, এটা জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক, তাই সেখানে সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদদের ডাকা হয়নি। তবে, এই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব, মুকুল সাংমা এবং রাজেশ ত্রিপাঠী। সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে দোলা সেন বলেন, 'দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর বাংলার মানুষের ভরসা আছে। দল আমাকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করেছি।'

এদিন বৈঠক শেষে সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, 'রাজ্য নির্বাচনোত্তর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আমরা মাঠে নেমেছি এবং আইনি লড়াইও করছি। সামনের দিনে আমরা আন্দোলনে নামব। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি যেভাবে বর্বরতা চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। অবৈধ ভাবে গ্রেপ্তার করা, কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো ইত্যাদি ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আগামী দিনে আমরা লড়াইয়ে নামব।' এদিন তিনি জানিয়ে দেন, আগামী সোমবার হাইকোর্টে বিরোধী দলনেতা বাছাই করার বিষয়ে মামলা করা হবে। বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু অবৈধ ভাবে বিরোধী দলনেতা বাছাই করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। সোমবার পিটিশন ফাইল করা হবে। তারপর গোটা বিষয়টি আদালত দেখবে। এদিকে, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জির বিধায়ক নিয়ে এদিনের বক্তব্যের পর দলের মুখপাত্র ও বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আমরা বিরোধী কিন্তু সুবিধাবাদী বা ধান্দাবাজ নই। এখনও ভোটের কালি আঙুল থেকে মুছে যায়নি। ওরা যেটা করছে, সেটা অনভিপ্রেত। মমতা ব্যানার্জি টিকিট না দিলে জিততে পারত? ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওরা পাড়ায় পাড়ায় যাক, মিটিং করুক। তা হলে বুঝবে, কত ধানে কত চাল। আমি দলবদলু নই।' অন্য দিকে, নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছেন, 'মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির লম্বা ইতিহাস আছে। উনি যদি রেজিনগর থেকে দাঁড়ান, আমরা সমর্থন করব। জিতিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের। বিধানসভায় ওঁকে দরকার। রাজনীতিতে সবই সম্ভব।'

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা

আজকালের প্রতিবেদন

মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ছিল গোলওয়ালকরের প্রয়াণ দিবস। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক, গুরুজি মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরজির প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম। একই সঙ্গে এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ছিল যোগী আদিত্যনাথের জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাবা গোরক্ষনাথের কাছে আপনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।'

অভিযুক্তকে কোমরে দড়ি
রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন

অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশের নিয়ে যাওয়ার সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। এ নিয়ে মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য সরকারের রিপোর্ট তলব করেছে তারা। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আসামি বা অভিযুক্তের ওপর রাগ, ক্ষোভ থাকতে পারে। কিন্তু তাকে অপমান কাম্য নয়। এটা করা উচিতও নয়। সংবিধান সেকথা বলে না। গ্রেপ্তারের পর কোমরে দড়ি নিয়ে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনায় আপত্তি জানিয়ে আইনজীবী ওমর ফারুক গাজির আনা জনস্বার্থ মামলায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে–র গ্রীষ্মের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চের আরও বক্তব্য, ইচ্ছে করে এটা যেন না করা হয়। রাজ্যের তিন–চারটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই কাজ করা হয়েছে, সে–সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে। হাইকোর্টের নিয়মিত বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

অভিষেকের আবেদনে দ্রুত শুনানি নয়

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঠিক করে দেওয়া চিঠিতে সই জাল সংক্রান্ত মামলায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে নোটিস পাঠিয়েছে সিআইডি। এই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেকের দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অভিষেক। শুক্রবার সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি।

ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞ দল

আজকালের প্রতিবেদন

ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্তরের উদ্যোগ খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর সফরে এসেছে ব্রিটেনের সংস্থা 'রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউশন' (আরএনএলআই)-এর একটি প্রতিনিধি দল। এই কর্মসূচির মূলে 'চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট' (সিনি)-এর লিড ইনজুরি প্রিভেনশন ও ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার সুজয় রায়ের নেতৃত্বাধীন দল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ জলে ডুবে মারা যায়, যা একটি অন্যতম বড় অথচ অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ভারতের ঝুঁকিপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা ও ডব্লিউএইচও-র সুপারিশ মেনে কাজ করছে সিনি। শিশুদের নিরাপদ তত্ত্বাবধান কেন্দ্র 'কবচ', সিপিআর প্রশিক্ষণ, সাঁতার ও জল নিরাপত্তা শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এই উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি আরএনএলআই-এর প্রতিনিধি জেমস পল ইয়ং ও ফিবি মে চিপচেজ দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। গঙ্গারামপুরে নারী মুক্তি মহিলা সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

এই সফরের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল পাঁচ দিনের একটি ভিডিও মেকিং উদ্যোগ (পিভিএমএসসি)। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ মানুষ নিজেরাই ভিডিওর সাহায্যে তুলে ধরছেন, কীভাবে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ ও সিপিআর শিক্ষা তাঁদের জীবন ও জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বদলে দিয়েছে।

সিনির ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার সুজয় রায় জানান, ডুবে মৃত্যু কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা। সম্মিলিত চেষ্টায় বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। অন্যদিকে, ব্রিটেনের প্রতিনিধি ফিবি মে চিপচেজ বলেন, 'যখন মানুষ নিজের মুখে অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তখন তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি হয়।' সচেতনতা ও গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই প্রতিরোধ আন্দোলন আগামী দিনে আরও মজবুত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী।

জটিল গর্ভাবস্থা থেকে আশার আলো প্রসূতির

দু'বার গর্ভপাতের পর আশার আলো দেখলেন ৩৪ বছরের মহিলা। গড়িয়ার বাসিন্দা এবং পেশায় ডায়েটিশিয়ান বিদিশা মজুমদারের মাতৃত্বের যাত্রায় বরাবর বাধা আসে। ২০২৪ সালের শুরুতে তাঁর প্রথম গর্ভপাত হয়। একই বছরের শেষে তিনি আবার গর্ভবতী হন, কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রায় ১৮–১৯ সপ্তাহে হঠাৎ প্রসববেদনা শুরু হয় এবং জরুরি অবস্থায় তিনি দ্বিতীয়বার সন্তান হারান। সেই সময়ে মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাসে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌপ্তিক গাঙ্গুলির অধীনে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। বিশেষ চিকিৎসার মাধ্যমে জটিল এই গর্ভাবস্থা শেষ পর্যন্ত সফল হয় এবং একটি সুস্থ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তিনি 'সার্ভাইক্যাল ইনকম্পিটেন্স' সমস্যায় ভুগছিলেন। এই ধরণের অবস্থায় জরায়ুর মুখ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর গর্ভধারণ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। এই রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা জন্মগতভাবে জরায়ুমুখের পেশির দুর্বলতার কারণে হয়েছিল।

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
Regd: Office: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur - 680 651, Kerala

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given to the public that gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank Ltd. against various loan accounts and remaining overdue/unre deemed despite repeated notices will be auctioned for recovery of the Bank's dues, in accordance with applicable banking regulations and policies.

DETAILS OF AUCTION

Mode of Auction: Off-line (Physical Auction through Branches)

Date of Auction: 04-07-2026 | Time: 11:00 AM to 01:00 PM

Auction Venues: The auction will be conducted at the following ESAF Small Finance Bank branches in WEST BENGAL

Interested bidders are requested to visit the respective branches for participation. For detailed branch addresses and contact numbers, please visit the Bank's official website

BRANCH NAME - LOAN ACCOUNT NUMBER

ALIPURDUAR: 63260000071115, COOCH BEHAR: 63250002152197, 2179076, 63260000056404, 0060326, 75250004385626, 4457422, 4509405, 4525135, HOWRAH: 63250002159035, 63260000008606, 75250004332947, KOLKATA (GARIA RATHTALLA): 63250002154774, 63260000033017, 0070616, 75250001267051, KOLKATA (G C AVENUE): 63260000069739, MALDA: 63250002153345, 63260000015292, 0021590, 0021970, 0024225, 0056704, 0065096, 75250001227527, 4484590, RANIGANJ: 63250000872706, 2166741, 2172549, 63260000003645, 0057052, 75250004333135, 4465426, 4476625, KHARAGPUR: 63260000027839, 0028497, 0055696, 0066515, 75250004200216, 4226847, 4268747, 4349505, 4439136, 4441782, 4523908, HALDIA: 63250002171961, 2179506, 63260000016200, 0057332, 0072343, 75250001344966, 1531705, 4401658.

Important Instructions: Borrowers may redeem their pledged gold ornaments by clearing the total dues along with applicable charges at least two days prior to the auction date. Interested bidders must carry valid KYC documents. GST Registration Number is mandatory for firms/companies, wherever applicable. Bidders are required to deposit an Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.2,500 before participating in the auction. The auction will be conducted on an "as is where is" and "as is what is" basis. The Bank reserves the right to cancel/postpone the auction or reject any bid without assigning any reason. Participation in the auction shall be deemed acceptance of all terms and conditions of the Bank. The Minimum Reserve Price will be fixed by bank on the basis of IBJA Rate as applicable on the basis of purity of Gold.

Place: Thrissur
Date: 06 June 2026

(Sd/-) Authorized Signatory
ESAF Small Finance Bank Ltd.

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

প্রেমিসেস অ্যান্ড এস্টেট সেকশন, সার্কল অফিস
২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬
ফোন: ০৩৩ ২২৮৩ ১৫০১ / ১৫২৪
ই–মেল: pecokol@canarabank.com

প্রেমিসেস আবশ্যক

নিম্নলিখিত **স্থানগুলিতে শাখা এবং এটিএম স্থাপনার জন্য স্পেসের** নিমিত্ত ১৫ থেকে ২০ কেভিএ প্রয়োজনীয় পাওয়ার লোড সমেত ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ন্যূনতম পিলার, পৃথক প্রবেশপথ, প্রশস্ত সম্মুখভাগ, পার্কিংয়ের সুবিধাযুক্ত ও আরবিআই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্ট্রং রুম নির্মাণে আগ্রহী এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিল্ডিংয়ের **গ্রাউন্ড ফ্লোরে মেন রোডের ওপর** বাণিজ্যিক স্পেসের ভূস্বামীদের থেকে মুখবন্ধ প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে:

ক্রম নং	স্থান ও এলাকা	জেলা	কার্পেট এরিয়া (সর্বাধিক)
১	বেলডাঙা	মুর্শিদাবাদ	সর্বাধিক ১৭০০ বর্গফুট
২	দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড	পশ্চিম বর্ধমান	সর্বাধিক ২০০০ বর্গফুট
৩	রাজারহাট সাপুরজি	উত্তর ২৪ পরগনা	সর্বাধিক ২০০০ বর্গফুট
৪	হরিণাভি	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	সর্বাধিক ২০০০ বর্গফুট
৫	আনন্দপুর	কলকাতা	সর্বাধিক ২০০০ বর্গফুট
৬	দমদম–১	উত্তর ২৪ পরগনা	সর্বাধিক ২২০০ বর্গফুট
৭	দমদম–২	উত্তর ২৪ পরগনা	সর্বাধিক ২২০০ বর্গফুট
৮	কুঁদঘাট	কলকাতা	সর্বাধিক ২৫০০ বর্গফুট
৯	ভীমতলা প্রতাপপুর	পূর্ব মেদিনীপুর	সর্বাধিক ১৫০০ বর্গফুট

বিশদ তথ্য ব্যাঙ্কের **http://www.canarabank.in/tenders** ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ওপরে লেখা অফিস থেকে আবেদনের বয়ান সংগ্রহ করা যাবে অথবা তা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। জমা করার শেষ তারিখ **২৫.০৬.২০২৬ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে। ব্রোকাররা যোগাযোগ করবেন না।** এই বিষয় সম্পর্কিত কোনও বার্তা, সংশোধনী, পরিমার্জন, যদি থাকে, তা কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬

স্বাঃ– অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
সার্কল অফিস, কলকাতা

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, কলকাতা নর্থ
৩ নং ফ্লোর, ডিডি–১১, সল্ট লেক সেক্টর–১, কলকাতা–৭০০০৬৪।
ই–মেল: cs8266@pnb.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লট নং	ই–নিলামের তারিখ	ই–নিলামের সময়সীমা
১ থেকে ৪	২৩.০৬.২০২৬	সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং প্রপার্টি আইডি	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) ই–নিলামের তারিখ ও সময় ঙ) যদি কোনও দায় থাকে
১	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স এম কে এন্টারপ্রাইজ (প্রোপ্রাইটর: শ্রী লাল্টু মিত্র ওরফে অভিজিৎ মিত্র) প্রযত্নে: বিশু মিত্র, ২৪২, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০০৭ শ্রী লাল্টু মিত্র ওরফে অভিজিৎ মিত্র, (মেসার্স এম কে এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর, এ/১৮(২৬), নিউ রায়পুর রোড, রুচিরা অ্যাপার্টমেন্ট (গ্রাউন্ড ফ্লোর), থানা– পাটুলি, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০৮৪ শ্রী লাল্টু মিত্র ওরফে অভিজিৎ মিত্র, ৫৮৩/সি/১, বিবেকানন্দ রোড, মধ্যমগ্রাম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৯ অ্যাকাউন্ট নং: 0590250021599 প্রপার্টি আইডি: PUNBABA40325502	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক, ২৮ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ এর ওপর নির্মিত দোতলা বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ১টি (একটি) আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– হুমাইপুর, জে এল নং ৫২, আর এস নং ৫৬, তৌজি নং ১৪৬, আর এস খতিয়ান নং ৪৭০, এল আর খতিয়ান নং ২৫০৬, আর এস দাগ নং ২১৫, এল আর দাগ নং ৩০০, স্কিম প্লট নং ই/৩, হোল্ডিং নং ৫৮৩/সি, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ড, বই নং I, ভলিউম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪৩৪৮ থেকে ৪৩৬০–তে নথিভুক্ত, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্স–II, এআরএ–II, কলকাতা অফিসে নথিভুক্ত ২০১৩ সালের স্বত্বদলিল নং ০৩৫৭৯ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা শ্রী লাল্টু মিত্র–এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাগ নং ২১৫; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; পূর্ব– দাগ নং ২১৫; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৭.০৯.২০২৫ খ) ₹৪৫,৪৮,৫৫০.২৭ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ৩১.০৩.২০১৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২৪.১২.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১৯.৩০ লক্ষ খ) ₹১.৯৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স বি ডি উদ্যোগ প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত শ্রী বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, পিতা– প্রয়াত শ্যাম নারায়ণ গুপ্ত, ১৩এ/১৫, আরিফ রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা–৭০০০৬৭ শ্রী বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, পিতা– প্রয়াত শ্যাম নারায়ণ গুপ্ত, ১৩এ/১৫, আরিফ রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা–৭০০০৬৭ শ্রী বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, পিতা– প্রয়াত শ্যাম নারায়ণ গুপ্ত, ফ্ল্যাট নং টি৩, 'পোদ্দার অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং আরজিএম/১১/৭৩৪, হাতিয়াড়া, থানা– রাজারহাট, কলকাতা–৭০০০৫৯ বীণা দেবী গুপ্ত (প্রয়াত বিজয় শঙ্কর গুপ্তের আইনি উত্তরাধিকারিণী), স্বামী– বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১এ, জহর লাল দত্ত লেন, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা–৭০০০৬৭ শুভম গুপ্ত (প্রয়াত শঙ্কর গুপ্তের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা– বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১এ, জহর লাল দত্ত লেন, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা–৭০০০৬৭ অ্যাকাউন্ট নং: 0818108700000247 প্রপার্টি আইডি: PUNBEZ259043682	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যা ফ্ল্যাট নম্বর 'টি৩' হিসেবে চিহ্নিত, বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে, উত্তর–পশ্চিম অংশে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮১০ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত দুটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন ও একটি টয়লেট, বিল্ডিংয়ের নাম 'পোদ্দার অ্যাপার্টমেন্ট', তৎসহ সাধারণ এলাকা এবং সাধারণ সুবিধার ব্যবহার ও উপভোগের অনুপাতিক অধিকারসহ, বিল্ডিংটি ৬ কাঠা ২ ছটাক ৩৬ বর্গফুট মাপের বাস্তু রায়তি স্থিতিবন স্বার্থ সংবলিত জমিতে অবস্থিত, মৌজা– হাতিয়াড়া, জে এল নং ১৪, তৌজি নং ১৬৯, রে সা নং ১৮৮, সি এস দাগ নং ১০৭৫, আর এস দাগ নং ১১৪৮, সি এস খতিয়ান নং ১০৯৯, আর এস খতিয়ান নং ১০২৩, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– রাজারহাট, সাব রেজিস্ট্রি অফিস– পূর্বতন কাশীপুর দমদম, বর্তমান এডিএসআরও– বিধাননগর, পৌরসভার হোল্ডিং নম্বর আরজিএম/১১/৭৩৪, পূর্ববর্তী হোল্ডিং নম্বর এএস/১১২/২০০০, হাতিয়াড়া, থানা– রাজারহাট, কলকাতা– ৭০০০৫৯। সম্পত্তিটি বই নং I, ভলিউম নম্বর ৮৬, পৃষ্ঠা নং ১২২৯ থেকে ১২৬৬–তে নথিভুক্ত ২০০৮ সালের দলিল নম্বর I–০৮৬১৪ অনুযায়ী, সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী বিজয় শঙ্কর গুপ্ত, পিতা– প্রয়াত শ্যাম নারায়ণ গুপ্ত। বন্ধকি ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ: উত্তর– খোলা জায়গা এবং তারপর পুর গলি; দক্ষিণ– চতুর্থ তলের ফ্ল্যাট নং 'টি৪'; পূর্ব– সিঁড়ি এবং সিঁড়ির ল্যান্ডিং; পশ্চিম– পাশের স্পেস তথা যৌথ পরিসর। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর– যৌথ পরিসর; দক্ষিণ– সাধন সরকারের জমি; পূর্ব– বাউন্ডারি ওয়াল, তারপরে পুরসভার ড্রেন; পশ্চিম– যৌথ পরিসর। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৯.০৭.২০২৪ খ) ₹৫১,৮৮,৬৩৫.৩৭ তৎসহ ০১.০৭.২০২৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০১.১০.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২১.৫০ লক্ষ খ) ₹২.১৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স হিলি মাল্টিপারপাজ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড (ডিরেক্টর: শ্রী রঞ্জন কুমার সরকার এবং শ্রীমতী পপি সরকার), গ্রাম– নারায়ণপুর বাস স্ট্যান্ড, পোঃঅঃ– বালুরঘাট, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১০১ শ্রী রঞ্জন কুমার সরকার, পিতা– প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ সরকার (মেসার্স হিলি মাল্টিপারপাজ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর ডিরেক্টর), গ্রাম– নারায়ণপুর বাস স্ট্যান্ড, পোঃঅঃ– বালুরঘাট, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১০১ শ্রী রঞ্জন কুমার সরকার, পিতা– প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ সরকার (মেসার্স হিলি মাল্টিপারপাজ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর ডিরেক্টর), গ্রাম– অরুণ দাস লেন, কলেজ পাড়া, বালুরঘাট, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১০১ শ্রীমতী পপি সরকার, স্বামী– শ্রী রঞ্জন কুমার সরকার (মেসার্স হিলি মাল্টিপারপাজ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর ডিরেক্টর), গ্রাম– নারায়ণপুর বাস স্ট্যান্ড, পোঃঅঃ– বালুরঘাট, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১০১ অ্যাকাউন্ট নং: 1096300119290 এবং 1096300125697 প্রপার্টি আইডি: PUNB826620210150	গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত 'জিবি' নম্বরযুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৬৫০ বর্গফুট (কমবেশি), যার সঙ্গে উক্ত ভবনের নীচে থাকা জমির অবিভক্ত আনুপাতিক, অবিভাজ্য এবং পরিবর্তনশীল অংশ যার অবস্থান: আর এস/এল আর দাগ নং ৬৩৬, আর এস/এল আর খতিয়ান নং ১৩৩৩/১, জে এল নং ৭, মৌজা–অর্জুনপুর, অর্জুনপুর নর্থ, থানা– রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, হোল্ডিং নং ১৭, অর্জুনপুর নর্থ রোড, কলকাতা–৭০০০৫৯, বিধাননগর পুরনিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এআরএ–I, কলকাতায় নথিভুক্ত কনভেয়ান্স দলিল নং I–২৬৬৪/২০২৩ অনুযায়ী মিসেস শ্রীলা ব্যানার্জির নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রফুল্ল নস্করের বাড়ি; দক্ষিণ– সাঁওয়রমল শর্মার বাড়ি; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– বিশ্বজিৎ নস্করের বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ০১.০৪.২০১৩ খ) ₹৯,৯৪,৬৬,৭৩৮.০০ তৎসহ ০১.০৪.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৩.১১.২০২২ ঘ) বাস্তবিক	ক) ₹২৮০.০০ লক্ষ খ) ₹২৮.০০ লক্ষ গ) ₹০.৫০ লক্ষ ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) ঙ) ডিআরটি–III, কলকাতা সমীপে আরসি ৩৮/২০১৯ মীমাংসাধীন
৪	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মিঃ অভিনব শীল, পিতা– বিদ্যুৎ কুমার শীল, ২/৪এ, পিয়ারি দাস লেন, পোঃঅঃ– বিডন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬ মিঃ অভিনব শীল, পিতা– বিদ্যুৎ কুমার শীল, ফ্ল্যাট নং বি২, ৩ নং ফ্লোর, 'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট', ২/৩, অরুণাচল, ওয়ার্ড নং ১২, থানা– খড়দহ, কলকাতা– ৭০০১১৮ মিঃ অভিনব শীল, পিতা– বিদ্যুৎ কুমার শীল, ৫ নং, ভূপেন্দ্র বোস অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০০৪ মিঃ অভিনব শীল, পিতা– বিদ্যুৎ কুমার শীল, ৬৬এ, ভূপেন্দ্র বোস অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০০৪ অ্যাকাউন্ট নং: 012620NC00000051 প্রপার্টি আইডি: PUNB1R958946390	'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল ভবনের সম্পূর্ণ ৩ নং ফ্লোর জুড়ে থাকা 'বি২' নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক বাসস্থানের সমস্ত অংশ, যার পরিমাপ ২০% সুপার বিল্ট আপ এলাকা–সহ প্রায় ১৬৪৮ বর্গফুট (কমবেশি), যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, তিনটি টয়লেট, একটি ওয়াশিং রুম (লিফটের সুবিধা নেই), মার্বেল ফ্লোরিং–সহ দুটি ব্যালকনি রয়েছে, যার সঙ্গে আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা জমির ওপর স্বার্থ যুক্ত রয়েছে, যার মাপ প্রায় ৩ কাঠা ১২ ছটাক ৪ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি), খড়দহ পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের অধীন, হোল্ডিং নং ২/৩ অরুণাচল, এডিএসআর– সোদপুর, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– রহড়া, জে এল নং ৩, আর এস দাগ নং ১১১৮ ও ২৯১৬, আর এস দাগ নং ২৮৪৩, ২৯১৬, খতিয়ান নং ০৯ ও ৬৯৯, তৌজি নং ৩, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২। বই নং I, ভলিউম নং ১৫২৪–২০২২, পৃষ্ঠা নং ১৪৯৯১ থেকে ১৫০৪৬–তে নথিভুক্ত ২০২২ সালের দলিল নং I–১৫২৪০০০৯৯ অনুসারে সম্পত্তিটি অভিনব শীলের নামে। ভবনের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– অন্য সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– অন্য সম্পত্তি; পশ্চিম– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। ফ্ল্যাটে চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– সিঁড়ি; দক্ষিণ– উন্মুক্ত আকাশ; পূর্ব– উন্মুক্ত আকাশ; পশ্চিম– উন্মুক্ত আকাশ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২২.০৭.২০২৪ খ) ₹৩৩,৫৪,৩২৪.৫৩ তৎসহ ৩০.০৬.২০২৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৩.১০.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৪৩.৩১ লক্ষ খ) ₹৪.৩৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) ঙ) ডিআরটি–III, কলকাতা সমীপে ওএ/১৭২/২০২৫ মীমাংসাধীন

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://baanknet.com/** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com/ এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
৫. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি এবং তার বিবরণ সম্পর্কে পরিদর্শন এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব বিডারদের ওপরেই বর্তাবে। নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির পরিদর্শনে আগ্রহী বিডারদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটে এসে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের জানা অন্য কোনও দায়ভার: জানা নেই। অনুমোদিত আধিকারিক বা ব্যাঙ্ক ই–নিলামকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও প্রকার চার্জ, লিয়েন, দায়ভার বা অন্য কোনও ধরনের বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। ইচ্ছুক বিডারকে সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি–সহ অস্থাবর সম্পত্তির দায়ভার সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. সুরক্ষিত সম্পত্তি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে বিক্রি করা হবে না।
৭. সফল বিডারকে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ), জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তফসিলভুক্ত কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে 'দি অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'–এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তি নতুনভাবে নিলাম/ বিক্রির স্বাধীনতা পাবেন এবং খেলাপকারী বিডারের বাজেয়াপ্ত অর্থাঙ্ক ও সম্পত্তির ওপর কোনও দাবি থাকবে না।
৮. সফল বিডার দ্বারা ব্যাঙ্ককে বিক্রয়মূল্য প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১–এর ধারা ১৯৪–১এ অধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং টিডিএস শুধুমাত্র সফল বিডারকে অবশিষ্ট ৭৫% বিড পরিমাণ/ সম্পূর্ণ বিড পরিমাণ জমা দেওয়ার সময় করতে হবে।
৯. অনুমোদিত আধিকারিক যদি গ্রহণযোগ্য না মনে করেন, তবে যে কোনও বিড গ্রহণ বা সমস্ত বিড বাতিলের অথবা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত/ বাতিল/ মুলতবি/ বন্ধ করার বা নিলামের শর্তাবলি পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
১০. বিড জমা দেওয়া এবং ই–নিলাম বিক্রয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আগে ই–নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক এখানে যোগাযোগ করবেন: **শ্রী বিবেকানন্দ ঝা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং: ৯৪৭৫৫৫৮৯৬৩; শতাব্দী রায়, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৯৮৩১২৮৫৯৪২; কৃষ্ণেন্দু সরকার, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৯১০৮২৬৩৯৩; চন্দন হালদার, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৩৩৫৮৮৯২২২।**

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৬; স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

২৩.০৬.২০২৬ তারিখের নিলামের ক্ষেত্রে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে লট নং ১ থেকে ৪–এর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

আজকাল

৪৬ বর্ষ ৭৩ সংখ্যা ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৬ জুন ২০২৬

মহাতারকার অপেক্ষায়

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার আগে প্রধান আগ্রহ অবশ্যই এই যে, কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে। কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলপ্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার সমর্থক। কেউ কেউ জার্মানির। তবে, এই তিন দেশের মধ্যেই কেউ চ্যাম্পিয়ন হবে, এমন কোনও কথা নেই। গতবারের রানার্স আপ, তার আগের বারের বিশ্বজয়ী ফ্রান্স আছে। স্পেন এবার যথেষ্ট শক্তিশালী, ফেবারিট হিসেবে কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ইয়ামালদের নাম করছেন। ইংল্যান্ড প্রত্যেক বারই আশা জাগিয়ে শুরু করে, কিন্তু ১৯৬৬ সালের পরে কাপ জেতেনি। অন্য কোনও দেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে উঠে আসে কি না, মাঝপথে গিয়ে বোঝা যেতে পারে। পাশাপাশি, অপেক্ষা, নতুন কোনও মহাতারকা উঠে আসেন কি না। সেই মহাতারকাদের কথা বলছি, যাঁরা চিরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। লিওনেল মেসি এবারও আর্জেন্টিনার ভরসা। সর্বকালের স্মরণীয় নক্ষত্র, যাঁকে বাদ দিয়ে সর্বকালের বিশ্ব একাদশ গড়া যাবে না। দক্ষতার তুঙ্গে ছিলেন কাতারে গত বিশ্বকাপে। অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি তুলেছেন, সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে গোল্ডেন বুট ও টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার হিসেবে গোল্ডেন বল পেয়েছেন। বয়স ৩৮, নতুন মহাতারকা নন তিনি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ৪১, বিশ্বকাপ জেতার শেষ চেষ্টা করবেন। নতুন মহাতারকা নন। মধ্য তিরিশ–পার নেইমার, অস্তগামী। এমবাপে এবারও টিমকে ফাইনালে তুললে, ঝকমক করলে, চিরবিশ্রুত তারকা হবেন। হ্যারি কেন নামী স্কোরার, তবে চিরনক্ষত্র হবেন না। আমরা অপেক্ষায় নতুন মহাতারকার জন্য। স্পেনের ইয়ামাল? নরওয়ের (টিমটা কত দূর যাবে!) হালান্ড, ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র? সম্ভাব্য নাম। ফুটবলপ্রেমিকরা নতুন চিরতারকার অপেক্ষায় থাকছেন।

প্রিয় সম্পাদক

স্বপ্নপূরণ!

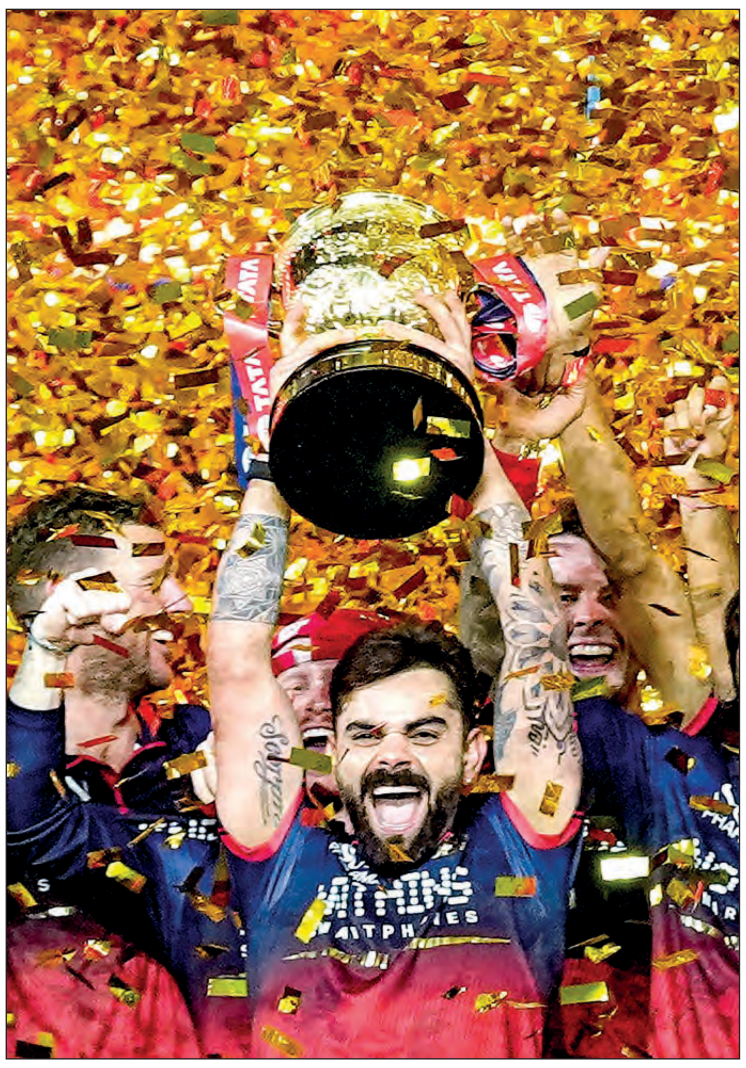

আইপিএল ট্রফি জিততে তিনি যে কী ভীষণই মরিয়া ছিলেন, গতকয়েক বছরে বারবারই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন সে কথা। ভারতীয় দলের জার্সিতে ক্রিকেটের প্রায় সব মহার্ঘ ট্রফিই তাঁর মুঠোয়। কিন্তু, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর লাল জামা গায়ে সোনালি উদ্‌যাপনের ছবিটা অধরাই রয়ে যাচ্ছিল বছরের পর বছর ধরে। কথায় আছে, ঈশ্বর যখন দেন, এক্কেবরে 'ছপ্পড় ফাড়কে' দেন! গত মরশুমে আরসিবি দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রথমবারের জন্য আইপিএল ট্রফিটা নিজেদের ডেরায় তুলেছিল। তারপর এবার আবারও! পরপর দুই মরশুমে দুটো আইপিএল ট্রফি জেতার পর 'কিং' কোহলির প্রাপ্তির ভাঁড়ার যাকে বলে পরিপূর্ণ। কে না জানে, বিরাট কোহলি এমনিতেই বড় বেশি আবেগপ্রবণ মানুষ। তারই স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল এই সেদিন আমেদাবাদের মোতেরার ফাইনালে শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে জয়ের পর। আবেগ সত্যিই যেন সেদিন বাঁধ মানতে চাইছিল না! এমন স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণঢালা উচ্ছ্বাসেরই অন্য নাম বিরাট কোহলি! সম্রাট, আপনাকে সেলাম!

● *দীপঙ্কর ঘোষ*
মানিকতলা, কলকাতা

আরসিবি পরপর দু'বার!

২০০৮ থেকে ২০২৪— টানা ১৭ বছর দল ছিল ট্রফিহীন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর লাখো–লাখো সমর্থকেরা অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় ভুগতেন। তাহলে কি কোনওদিনই আইপিএল ট্রফিটা আমাদের জেতা হবে না? অতীতে রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলেদের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তিরা পারেননি। এমনকী বিরাট কোহলিকে নেতৃত্বে নিয়ে এসেও ম্লান ছবিটা বদলায়নি আরসিবি–র। গত মরশুমে রজত পতিদার ক্যাপ্টেন হয়ে আসার পরই 'কাহানি মে টুইস্ট'! পরপর দু'বার আইপিএল ট্রফির গর্বিত মালিক আরসিবি! গত বছরের ফাইনালে শ্রেয়স আয়ারের পাঞ্জাব কিংসকে পর্যুদস্ত করার পর এবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত ম্যাচে প্রায় একতরফা দাপট দেখিয়ে গুজরাট টাইটান্সকে ৫ উইকেটে উড়িয়ে আরও একবার সেরার সেরা সেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুই। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই এবার বিরাটদের ক্রিকেটে যে ঝাঁজ দেখেছিলাম, তা মাঝপর্বে খানিক টলে গেলেও আইপিএল আসরের 'বিজনেস এন্ড'–এ আরসিবি আবারও ঝকঝকে। টানা দু'বার আইপিএল মহোৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দখল মুখের কথা নয়। পতিদার অ্যান্ড কোং সেই কাজটাই করে দেখাল। অভিনন্দন!

● *তিমির সাহা*
সরশুনা, বেহালা

কোহলি সত্যিই 'কিং'!

কারা যেন বলেছিলেন বিরাট কোহলি 'শেষ'? ক্রিকেট বা অন্য যে কোনও খেলাতেই একটা প্রবাদ শাশ্বত— 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, বাট ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট'! আর বয়স? সত্যিকারের জাত খেলোয়াড়রা তুড়ি মেরে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেন। ঠিক যে কাজটা 'কিং' কোহলি মাসের পর মাস অনায়াস দক্ষতায় করে চলেছেন। গোটা ক্রিকেটদুনিয়ার সামনে নিজেকে যেন নতুন করে চিনিয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'রান মেশিন'। টেস্ট এবং টি–২০ ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক আসর থেকে অবসর নেওয়ার পরও কোহলির রান–খিদে যে একটুও কমেনি, হাড়ে–হাড়ে টের পাচ্ছি আমরা। এবারের আইপিএলে টানা ২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে দুর্দান্ত নজির গড়লেন বিরাটরা। যদিও তিনি এখন আর দলের নেতৃত্বে নেই, কিন্তু অধিনায়ক রজত পতিদারকে সর্বতো ভাবেই সহায়তা করেন। কারণ, কোহলির মতো 'টিমম্যান' ক্রিকেট–গ্রহে বিরল। শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে মোতেরার ফাইনালে মাত্র ৪২ বলে ৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংসেই স্পষ্ট, এখনও তিনি কিছুই হারাননি! এমনকী, ফাইনালে জয়ের রানও এল কোহলির ব্যাট থেকেই ছক্কা–সহযোগে। আসলে তিনি হলেন 'কিংবদন্তি'। আর কে না জানে, এঁদের জন্যই ক্রিকেটের ঈশ্বর এমন রাজকীয়, জাঁকজমকপূর্ণ প্রেক্ষিত সাজিয়ে রাখেন।

● *অমরনাথ দত্ত*
পাটুলি, কলকাতা

কোহলি অদ্বিতীয়, তুলনাহীন

টানা দেড় দশকেরও বেশি সময় অপেক্ষার পর যখন আইপিএল ট্রফি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ভাঁড়ারে কিছুতেই ঢুকছিল না, তখন সত্যিই ক্রিকেটমহলে চর্চা শুরু হয়েছিল, তাহলে কি দুনিয়ার সেরা ফ্রাঞ্চাইজি লিগ বিরাট কোহলির কাছে 'অভিশপ্ত'–ই থেকে যাবে! আইসিসি বিশ্বকাপ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি–২০ বিশ্বকাপ— ভারতীয় দলের জার্সিতে এমন কোনও খেতাব নেই, যা বিরাট জেতেননি। কিন্তু, বারবার ওই আইপিএল ট্রফিটাই অধরা রয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, ক্রিকেটের দেবী বোধহয় অতটাও নিষ্ঠুর নন। তাই একবার নয়, পরপর দু'বার কোহলির মুঠোয় উপহার হিসেবে তুলে দিলেন আইপিএল ট্রফি। ব্যাট হাতে 'কিং' কোহলির চোখ–ঝলসানো, রাজকীয় মেজাজ এবারও প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। 'গ্র্যান্ড ফিনালে'র 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার ছাড়াও গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই অভাবনীয় ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন কোহলি। এবারের আইপিএল আসরে ১৬ ম্যাচে বিরাট কোহলির সংগৃহীত রান ৬৭৫। ইনিংস–পিছু গড় ৫৬.২৫ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৫.৮৫! কুড়ি–বিশের আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে বিদায় নেওয়ার প্রায় দুই বছর পরও কোহলি যেন প্রমাণ করলেন, কিছুই হারাননি। কোহলি সত্যিই অদ্বিতীয়, তুলনাহীন। দেশের জামা গায়ে একমাত্র ৫০ ওভারের ওয়ান ডে ফরম্যাটেই আমরা তাঁকে দেখার সুযোগ পাই। সামনেই তো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ, তারপর ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে সাদা বলের আরও কিছু ম্যাচ। আইপিএল–এর বিধ্বংসী ফর্ম দেখার পর আপাতত চাতক প্রতীক্ষায়, 'কিং' কোহলির ব্যাট থেকে আরও অভাবনীয় কিছু দেখতে পাওয়ার।

● *মিতুল সেনগুপ্ত*
কোন্নগর, হুগলি

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

রক্তকরবী: আধুনিক পরিবেশ ভাবনার এক গভীর আখ্যান

আশিস পাঠক

কবির যে–মনোভূমি রামের জন্মভূমি, রবীন্দ্রনাথ তাকে কেমন করে দেখেছেন? রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ এবং রাম–ভাবনা পরিণত হয়ে ওঠার বহু আগে সেই কুড়ি বছর বয়সেই, ১৮৮১–তে বাল্মীকি–প্রতিভার সূচনা বলে দেয় সে–কথা। অরণ্যের সেই দৃশ্যে বনদেবীদের বিলাপ কী? সাধের অরণ্য হল শ্মশান। দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ। এমনই এক দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হবেন, তৈরি করবেন এক আখ্যান, যে আখ্যানের নায়ক রামচন্দ্রকে অরণ্যের রক্ষক হিসেবে দেখবেন রবীন্দ্রনাথ।

ওই বাল্মীকি–প্রতিভার প্রথমে বনদেবীদের গানেই শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল, আর রামায়ণে রামচন্দ্র 'নবদূর্বাদলশ্যাম'। বহু পরে রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী–র ভূমিকা লিখবেন, রামের ওই বিশেষণটি বিশেষ ভাবে থাকবে সেখানে। লিখবেন, 'নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা, না একালের?'

প্রকৃতি আর পরিবেশের সঙ্গে রাম ও রামায়ণের এই সম্পর্কটা দিদিমার কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে পড়তে চোখে জল–আসা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই হয়তো সুপ্ত হয়ে ছিল। নিছক এক প্রাচীন মহাকাব্য নয়, আধুনিক পরিবেশ–ভাবনার এক গভীর আখ্যানও হয়ে ওঠে রামায়ণ, এভাবেই। অযোধ্যার সিংহাসন থেকে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত রামের যে অভিযাত্রা, তা তো কেবল এক নির্বাসিত রাজপুত্রের সংগ্রাম নয়, বরং অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে বহিরাগত আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার এক অঙ্গীকার।

আকর্ষণজীবী সভ্যতার বিপরীতে সেটাই তখন ছিল ভারতীয় সভ্যতার কাঠামোগত প্রয়োজন। অরণ্য এবং তার অধিবাসীদের সঙ্গে নগরের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, রামের বনবাস সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। তিনি যখন সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে দণ্ডকারণ্য, চিত্রকূট বা পঞ্চবটীতে প্রবেশ করছেন, তখন তিনি আর অযোধ্যার শাসক নন, তিনি হয়ে উঠছেন আরণ্যক ভারতবর্ষের এক প্রতীক। সে অরণ্য, বিভূতিভূষণ লিখবেন, 'মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত–পক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী–তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।'

নিষাদরাজ গুহক চণ্ডাল তথাকথিত নগর–সভ্যতার চোখে ব্রাত্য এবং প্রান্তিক। কিন্তু রাম তাঁকে পরম সখার মর্যাদা দেন। শবরী এক আদিবাসী বৃদ্ধা, যাঁর এঁটো কুল রাম পরম তৃপ্তিতে খান। রাম কোনও ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতিনিধি নন। অরণ্যের সম্পদ আকর্ষণ করে পুঁজি করতে চান না তিনি, চান অরণ্যের অংশ হতে।

দণ্ডকারণ্য ছিল ঋষি, প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্রের প্রাণীকুল এবং আদিবাসী জনজাতির এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জায়গা। জ্ঞানচর্চার তপোবন সেখানেই। রাক্ষস শক্তি আকর্ষণজীবী, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তারা। রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন, দেখেন ঋষিদের কঙ্কালের স্তূপ। প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি এই অরণ্যকে রাক্ষসমুক্ত করবেন। রাক্ষসদের নাম সেখানে 'খর' বা 'দূষণ', খরা বা দূষণ শব্দে যার স্মরণ।

রামের বিপরীতে রাবণ। রাবণের লঙ্কা স্বর্ণলঙ্কা— চরম ভোগবাদ, বস্তুবাদ এবং কৃত্রিমতার প্রতীক। রাবণ অরণ্যের তোয়াক্কা করেন না। তাঁর কাছে প্রকৃতি কেবলই ভোগের বস্তু। সীতাকে হরণ করার ঘটনাটিকেও আমরা পরিবেশ–ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। সীতা হলেন 'ভূমিজা' বা মাটির কন্যা। তিনি প্রকৃতিরই

> প্রকৃতি আর পরিবেশের সঙ্গে রাম ও রামায়ণের এই সম্পর্কটা দিদিমার কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে পড়তে চোখে জল–আসা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই হয়তো সুপ্ত হয়ে ছিল। নিছক এক প্রাচীন মহাকাব্য নয়, আধুনিক পরিবেশ–ভাবনার এক গভীর আখ্যানও হয়ে ওঠে রামায়ণ, এভাবেই। অযোধ্যার সিংহাসন থেকে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত রামের যে অভিযাত্রা, তা তো কেবল এক নির্বাসিত রাজপুত্রের সংগ্রাম নয়, বরং অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে বহিরাগত আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার এক অঙ্গীকার।

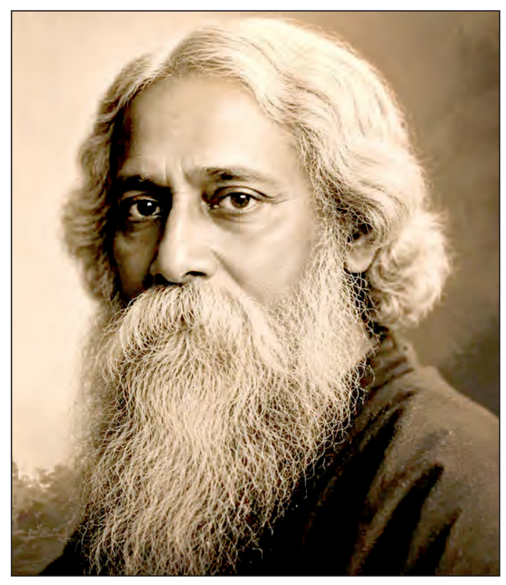

এক রূপ। সেই প্রকৃতি সীতা স্বর্ণলঙ্কায় বন্দি— যেখানে অসীম ঐশ্বর্য, অনন্ত কারাগার। রাম–রাবণের যুদ্ধে রামের সেনাবাহিনীতে তো ছিল অরণ্যেরই সন্তানরা— গাছ, পাথর এবং নখ–দাঁত দিয়ে যারা যুদ্ধ করেছিল। প্রকৃতির নিজের যুদ্ধের মতোই।

সে–যুদ্ধ আকর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে কর্ষণজীবী সভ্যতার লড়াই। রক্তকরবী সেই লড়াইয়ের আধুনিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাই তার ভূমিকায় রামায়ণের রূপকার্থ বলছেন, 'কর্ষণ–জীবী এবং আকর্ষণ–জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে।... কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষি–পল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। এ ছাড়া শোষণ–জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়।... কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা–ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া–শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।'

একশো বছর পেরিয়ে গিয়েছে রক্তকরবীরও পরে। ভারতের কৃষি–অর্থনীতির প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নও আজ আর এতটা সরল নয়। উন্নয়ন আর প্রকৃতির, সুড়ঙ্গ আর প্রতিরক্ষার ভারসাম্য রক্ষাটা আজ অনেক বেশি জটিল। রামায়ণের নায়কের নামে তার কোনও একরোখা সমাধান যেন না–হয়, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আজকের ভারতের চাওয়া সেটাই।

আসুন, আমরা অভ্যেস বদলাই

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

আসুন, আমরা অভ্যেস বদলাই।

ঠিক শুনছেন। দিনের পর দিন বয়ে–চলা 'হওয়া উচিত নয়' অভ্যেস কখন যে 'স্বাভাবিক' অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে, তা নিজেরাই টের পাইনি। বিস্কুট, চিপ্‌স খেয়ে যত্রতত্র খালি প্যাকেট ফেলে দেওয়া, কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যান, বোতল, আইসক্রিমের প্যাকেট অনায়াসে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা, ডাব খেয়ে ডাবের নর্দমায় ছুড়ে দেওয়া, রাস্তার ধারে ছোট দোকান থেকে চা, স্ন্যাক্স খেয়ে রাস্তাতেই চায়ের ভাঁড়, রোলের কাগজ ফেলা কোনও ব্যাপার নয়। অথচ দোকানগুলোর পাশে একটু নজর দিলেই দেখা যাবে, সেখানে ছোট ছোট ডাস্টবিন বসানো আছে। স্টেশন চত্বরগুলোয় ফলের খোসা, পাতার স্তূপ হয়ে থাকে। নোংরা ফেলে আমরাই এই অপরিচ্ছন্ন অবস্থা তৈরি করছি সেটা মনে না রেখে, সেই আবর্জনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাক কুঁচকে রুমাল চাপা দিয়ে বলি, 'ইস্‌, কী অবস্থা! কী দুর্গন্ধ! পরিষ্কারও করে না।'

খুব সহজে আমরা বলে দিই কথাগুলো। অথচ সেই আমরাই একবারের জন্যও ভাবি না, এই অপরিচ্ছন্ন অবস্থা তৈরি হয়েছে আমাদেরই কারণে। রাস্তাঘাটে নোংরা ফেলার সময় ভাবি না, ওই সব আবর্জনা পরে নর্দমায় আটকে গিয়ে বর্ষাকালে আমাদেরই কতটা ভোগান্তির কারণ হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে যত্রতত্র পানের পিক, গুটখা খেয়ে থুতু ফেলা। সে স্টেশন চত্বর হোক বা মেট্রোর গেট, বাজার হোক বা সিনেমা হল। এই কাজগুলো করার পরেও আমরা নির্বিকার থাকি। অথচ এই আমরা, নিজেদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। নিজেদের বাড়িঘর যথাযথ ভাবে রাখি। সেখানে কোনও রকম এদিক–ওদিক হয় না। অথচ আমাদের চারপাশ কীভাবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখব, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

আমরা যদি গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকাই, সেখানে লোকজন মাটির বাড়ি নিয়মিত নিকিয়ে ঝকঝকে তকতকে করার সঙ্গে বাড়ির আশপাশও পরিচ্ছন্ন রাখে। এদিকে শহরাঞ্চলে লোকজন নির্দ্বিধায় চারদিক অপরিচ্ছন্ন করার সঙ্গে আরও একধাপ এগিয়ে দেওয়ালে, রাস্তায় পানের পিক, থুতু ফেলে নোংরা করে চলেছে। উল্টোদিকে গ্রামাঞ্চলের লোকজন দেওয়াল সুন্দর করতে দিচ্ছে সুদৃশ্য আলপনা। কোথাও সেটা শুধুমাত্র নকশা নয়, বিশেষ ধরনের শিল্পের ঐতিহ্য বহন করছে।

ভারতের বেশ কিছু শহর আছে, যেগুলো স্বচ্ছ ভারতের নিদর্শন হয়ে উঠেছে। যেখানকার রাস্তা অপরিসর নয়, অপরিচ্ছন্ন নয়, পিকের নোংরা নিদর্শন নেই, আবর্জনা স্তূপাকারে জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে না। পথচলতি লোকজনকে নোংরা এড়ানোর জন্য নাকে রুমাল চাপা দিয়ে, লাফ দিয়ে সেই জায়গা পার হতে হচ্ছে না। পরিচ্ছন্ন শহরে বসবাসকারী লোকজনের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মিলছে প্রাণের আরাম, চোখের আরাম।

পরিচ্ছন্নতা। জাপানের টোকিও শহরের ছবি।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার শহরকে আবর্জনামুক্ত করে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে। রাজ্যে শুরু হচ্ছে স্বচ্ছতা অভিযান। প্রথম তিন মাস শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শহরবাসীদের উদ্দেশে সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে সরকার। এই সময়ের মধ্যে যদি মানুষজন সচেতন না হয়, তা হলে জরিমানা ধার্য করবে সরকার। একথা ঘোষণা করেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি আরও বলেছেন, 'মিউনিসিপ্যালিটি আইন আছে। সেই আইন মেনে রাজ্যে স্বচ্ছতা অভিযান চালাবে সরকার। শহরকে সুন্দর রাখতে যেখানে–সেখানে আবর্জনা ফেলা যাবে না। নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতে হবে।' খুব ভাল একটা উদাহরণ দিয়েছেন মন্ত্রী। বলেছেন, 'আমরা যখন সিঙ্গাপুরে যাই, কিছু করি না। আমরা যখন কোয়েস্ট মলে যাই, কিছু করি না। কিন্তু বাইরে এসেই চিপ্‌সের প্যাকেটটা রাস্তায় ফেলে দিই। এটা কোনও ভাবেই করা যাবে না।' একদম ঠিক।

সরকারি তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, স্বচ্ছ অ্যাপ আসবে। এসেও গেছে স্বচ্ছ অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি রাস্তাঘাট বা আশপাশের নোংরা আবর্জনার ছবি তুলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এছাড়া শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে ডাস্টবিন বসানোর কথা সরকার আগেই ঘোষণা করেছে। স্বচ্ছ অ্যাপ প্রথমে দশটা পুরনিগমে চালু করা হবে। তারপর বাকি পুরনিগমগুলোয়। এই সমস্ত কাজ টিমওয়ার্কের মাধ্যমে হবে।

শহর পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ বাড়ি থেকে শুরু করতে হবে। বাড়ির ভেতর যেমন পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়, তেমনই বাড়ির আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রেও সমান নজর রাখতে হবে। ডাস্টবিন বা ময়লা ফেলার গাড়ি ছাড়া কোথাও নোংরা না ফেলার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মসহায়িকা— সকলকেই সচেতন করতে হবে। স্কুল–কলেজেও প্রচার চালাতে হবে।

তিন মাস কম সময় নয়। সরকারের এমন উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করার জন্য দরকার আমাদের সচেতনতা আর অভ্যেসের বদল। শহরকে সুন্দর করতে চাইলে তিন মাস কেন, তার আগেই অভ্যেসের বদল ঘটিয়ে ঝকঝকে করে তুলতে পারি এই আমরাই। ভারতের অন্যান্য শহর যদি পারে, আমরাই বা পারব না কেন? তাই আসুন, আমরা অভ্যেস বদলাই আর পুরো রাজ্যকেই আবর্জনামুক্ত ঝকঝকে করে তুলি।

তথ্য

ভারতে বছরে প্রথম আমের ফলন হয় দক্ষিণে মার্চ মাস নাগাদ। ক্রমে পূর্ব, মধ্যভারত হয়ে আমের বছরের শেষ ফলন হয় উত্তরাঞ্চলে।

দে মু

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত**। Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net
REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81

বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ

● ১ পাতার পর

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাজ্যে ৪৫০ থেকে ৫০০ জায়গায় ৬ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। বেশির ভাগই ফলের গাছ। সব ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে, পুরসভা ও পুরনিগমে, কলকাতার বরোগুলিতে, ডিজিপির নেতৃত্বে থানাগুলিতে, শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে, সরকার ও পুরসভা পরিচালিত বিভিন্ন পার্কে একসঙ্গে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।’ অনুষ্ঠানে ছিলেন দুই মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘোষ, বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রোশনি সেন, বন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মণীশ জৈন, কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওএস মিনা, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব জেপি মিনা, বিজেপি নেত্রী লকেট চ্যাটার্জি-সহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকরা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি গাছের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ‘আজ এ রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৈরি ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। গাছ লাগানোর সঙ্গে তা রক্ষাও করতে হবে। এই দায়িত্ব আমরা নেব।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্কুলে স্কুলে তৈরি হবে ‘ইকো-ক্লাব’। চারাগাছ রোপণ, সংরক্ষণ করবে স্কুল ও ছাত্রছাত্রীরা। আর্থিক সহযোগিতা করবে পরিবেশ দপ্তর। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরও সিএসআর কর্মসূচিতে গাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দিতে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, পাঠ্যবইয়ে পরিবেশ, বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত বিষয় বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, ‘আগামী প্রজন্মকে যাতে পরিবেশ ও বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত বিষয়ে স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকে তৈরি করতে পারি, সেই চেষ্টা করা হবে। সিলেবাস নিয়ে মূল্যায়ন করা হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, বৃহত্তর কলকাতাতেও এখন কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি হয়ে গিয়েছে। শহরের ব্যাপ্তি হবে ঠিকই। বিভিন্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প, সরকারি পরিকাঠামো যেখানে গড়ে উঠছে, জাতীয় ও রাজ্য সড়ক তৈরির পরিকল্পনায় বলা আছে, এক-তৃতীয়াংশে সবুজায়ন করতে হবে। যাঁরা পরিকল্পনায় অনুমোদন দেন, তাঁদের নিয়ম মানতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা রক্ষার ওপরেও জোর দিয়েছেন। তিনি এদিন বলেন, ‘১০টা শহরে স্বচ্ছতা অ্যাপ চালু হয়েছে। কিন্তু মুখ্যসচিবকে বলব, এই ১০ শহরে আটকে থাকলেই চলবে না, শহরের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকলে অ্যাপের মাধ্যমে জানালে ২ ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কার করা হবে। সেই আবর্জনা প্রসেসিং ইউনিটে চলে যাবে। এই ব্যবস্থা আগামী দিনে সব পুরসভা ও ইউএলবি-তে যাতে হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জীববৈচিত্র রক্ষার বার্তা দিয়ে বলেন, ‘কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, কোচবিহারের মদনমোহন জিউ, তারাপীঠ, ঠাকুরনগর ধাম, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরের বাইরের পরিবেশকে সাজানোর দায়িত্ব সরকার নেবে। দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, মন্দারমণি থেকে ওড়িশার সীমান্ত উদয়পুর পর্যন্ত, কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন সমুদ্রতটকে সুন্দর করতে হবে। খাবারের অভাবে, জঙ্গল কমে যাওয়ায় জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে একশৃঙ্গ গন্ডার-সহ বিভিন্ন প্রাণী লোকালয়ে চলে আসছে। প্রাণহানি হচ্ছে। এই বিষয়গুলোর ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।’ তিনি জানান, ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহে ফের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে। আগামী ২৯ জুলাই ‘বাঘ দিবস’ উদ্‌যাপন করা হবে।

বায়ুদূষণ কমাতে রাস্তার ধারে বিভিন্ন দোকানে ই-উনুন বিতরণের ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবেশ দপ্তরকে নিজস্ব তহবিল থেকে ই-উনুন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। বায়ুদূষণ মাপতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ইলেক্ট্রনিক্স বোর্ড লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল শিশুদের পাঠক্রমে গাছ রোপণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা বলেন।

পরিবেশ দিবসে স্কুবা ডাইভিংয়ে রাহুল

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গ্রেট নিকোবর দ্বীপে স্কুবা ডাইভিং করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তিনি। গ্রেট নিকোবরে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে প্রবাল প্রাচীর এবং সামুদ্রিক পরিবেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাহুল। কংগ্রেস সাংসদের দাবি, ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হলে ভারতের বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে সংবেদনশীল এলাকা ক্ষতির মুখে পড়বে।

সাংসদদের দিল্লি সফর রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ জুন

দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের সফর ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে দলীয় নেতৃত্বের কাছে। জানা গিয়েছে, দলের কোনও সাংসদ দিল্লিতে এলেই তাঁদের কাছ থেকে দিল্লির আসার কারণ এবং তার সপক্ষে প্রমাণ চেয়ে পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া ছেলের চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে আসায় তাঁর কাছ থেকে প্রমাণ চেয়েছেন ডেরেক ও’ব্রায়েন। একই ভাবে যে-কোনও নেতা-সাংসদ দিল্লিতে এলেই তাঁর কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে বলে রাজনৈতিক সূত্রের দাবি। মমতা ব্যানার্জি শিবিরের আশঙ্কা, কোনও না কোনও অজুহাতে দিল্লিতে এসে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছেন তৃণমূল সাংসদেরা।

এদিকে, দলের অন্দরের খবর, লোকসভার দলনেতা অভিষেক ব্যানার্জিকে পদ থেকে হঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। তাঁকে সরিয়ে কাকলি ঘোষদস্তিদারকে লোকসভার দলনেতা হিসেবে আনতে চাইছেন তৃণমূল সাংসদদের একাংশ। জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে আগামী সপ্তাহে, ৮ জুন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিতে চলেছেন তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ। পাশাপাশি, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও এই প্রস্তাব পাঠানো হবে খুব শিগগিরই। জানা গিয়েছে, স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে বিশেষ নিরাপত্তার আবেদন করতে চলেছেন সাংসদদের একটি অংশ। আগামীতে তাঁদের একটি বৈঠক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সমগ্র বিষয়টিই এখন রয়েছে আলোচনা, সম্ভাবনার পর্যায়ে। অনেক সাংসদ ভোটের ফলাফলের পর থেকে আর নেত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না, অথবা সেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, সংবাদমাধ্যমের ফোনও ধরছেন না। মোট কথায়, নিজেদেরকে আড়ালে রেখেছেন। এ ব্যাপারে তৃণমূলের সাংসদ বাপি হালদার বলেছেন, ‘আমি এই ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবিনি এবং আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগও করেননি। আমি এখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ট্যুরে রয়েছি।’ অন্য দিকে, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ‘আমার জয়নগর কেন্দ্রের প্রায় ১৮ লক্ষ ভোটার। আমায় যাঁরা নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের কাছে সেভাবেই থাকতে চাই। আমি এমন কোনও পদক্ষেপ করব না, যাতে আমাকে তাঁদের অচেনা মনে হয়।’ তাঁর কাছেও এখনও পর্যন্ত কোনও ফোন আসেনি বা শিবির পরিবর্তন নিয়ে তিনি নিজে এখনও কিছু ভাবেননি বলে জানান প্রতিমা। তবে দলের একাংশের মতে, প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন সাংসদের শিবির বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও পুরো বিষয়টিই এখন রয়েছে সম্ভাবনার পর্যায়ে। বেশির ভাগ সাংসদই এখন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চাইছেন। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যায়, তা দেখে তার পরেই সিদ্ধান্ত নিতে চান তৃণমূল সাংসদদের একটা বড় অংশ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দিল্লিতে, শুক্রবার। ছবি: সংগৃহীত

জিআই ট্যাগ জেলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টিতে: উদ্যোগী হবে রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ জুন

বাংলার বিভিন্ন জেলার কিছু ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) ট্যাগের জন্য আবেদন জানাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জেলা স্তর এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মতামত নিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এ ব্যাপারে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এবং রাজ্য সরকার পারস্পরিক সমন্বয় করে কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের তরফে আপাতত দুটি জেলার দুটি মিষ্টি চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি মালদার বিখ্যাত মিষ্টি ‘কানসাট’ এবং কোচবিহারের ‘মোহনভোগ’। এই দুটি মিষ্টির জিআই ট্যাগের জন্য মালদা এবং কোচবিহার থেকেই মিষ্টি-কর্মসূচি শুরু করতে চান বিজেপি নেতৃত্ব। তালিকায় রয়েছে নবদ্বীপের লাল দইও। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কর্মসূচি ধাপে ধাপে রূপায়ণ করবে বাংলার নতুন সরকার।

এরই পাশাপাশি যে-মিষ্টিগুলি যে এলাকায় জনপ্রিয়, সেগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় হাব তৈরি করার পরিকল্পনাও রয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, জিআই ট্যাগের মাধ্যমে পণ্যের স্বীকৃতি এবং তার ঐতিহ্যে সিলমোহর দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, রাজ্য বিজেপির তরফে রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হবে। বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে রাজ্য সরকার।

২০০৪ সালে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দার্জিলিং চা জিআই ট্যাগ পায়। বাংলায় জিআই ট্যাগ সেই প্রথম। পরে পূর্বতন মমতার সরকারের আমলে বাংলার বিভিন্ন মিষ্টি জিআই ট্যাগ পেয়েছিল। তার মধ্যে বাংলার রসগোল্লা, বর্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ, জয়নগরের মোয়া, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া যেমন রয়েছে, তেমনই নলেন গুড়ের সন্দেশ, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, বিষ্ণুপুরের মোতিচুর লাড্ডু, বারুইপুরের পেয়ারাও রয়েছে। জিআই ট্যাগ পেয়েছে বালুচরি, ধনেখালি, শান্তিপুরি শাড়ি। শাড়ির মধ্যে গরদ, কড়িয়াল, টাঙ্গাইল, বাংলার মসলিন, নকশিকাঁথাও জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এ ছাড়া বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার ঘোড়া-সহ অন্য টেরাকোটা সামগ্রী, ডোকরার শিল্পসামগ্রী, বাংলার পটচিত্র, পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের মুখোশ, শান্তিনিকেতনের চর্মশিল্পজাত সামগ্রী জিআই ট্যাগ পেয়েছে।

পশ্চিম এশিয়া সঙ্ঘাতে সাবধানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সুদ অপরিবর্তিত

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ৫ জুন

পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্ঘাত। তার জেরে টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি। চড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। পড়ছে টাকা। এই অবস্থায় সুদের হার অপরিবর্তিত, অর্থাৎ ৫.২৫ শতাংশই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতিতে লাগাম টানতে, টাকার পতন রুখতে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে তারা।

টাকার মূল্য চাঙ্গা করতে সুদের আয়ের ওপর কর বাতিল করা এবং সরকারি সিকিউরিটিজে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য মূলধনি লাভ, অনাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আমানতের জন্য ছাড়ের শর্ত এবং নির্বাচিত অফশোর সংস্থার ক্ষেত্রে ঋণের জন্য ভর্তুকির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে। এই অবস্থায় মুদ্রানীতি কমিটি আগামী দিনের অনিশ্চয়তার কথা বিবেচনা করে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অপেক্ষা করাই সমীচীন বলে মনে করেছে। আর তাই রেপো রেট বা সুদের হার ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সায় দিয়েছে মুদ্রানীতি কমিটি।

এবার স্বাভাবিকের তুলনার কম বৃষ্টির পূর্বাভাস এবং সম্ভাব্য এল নিনোর ঝুঁকি দেখা দেওয়ায় খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ভাবাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। তার ওপর বিশ্ববাজারে চাহিদার হ্রাস, উৎপাদনের বাড়তে থাকা খরচও তো রয়েছেই।

চলতি অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এক্ষেত্রে এপ্রিলের পূর্বাভাস ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপির পূর্বাভাস ছিল ৭.৬ শতাংশ। এই অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে ৫.১ শতাংশে ঠেকার পূর্বাভাস দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মূল্যবৃদ্ধি সর্বোচ্চ হারে বেড়ে ক্রমে নিয়ন্ত্রণে আসবে। এর আগে খুচরো মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৪.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে জানায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি।

কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধানের দায়িত্বে সাংসদ কার্তিক পাল

● ১ পাতার পর

মহকুমা শাসক বলেন, ‘এটি অন্তর্বর্তিকালীন মনোনয়ন।’ উল্লেখ্য, ১৭ আসনের এই পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর সংখ্যা ১০। বিজেপির ৬ এবং নির্দল ১। তৃণমূলের বিদায়ী পুরপ্রধান বিশ্বজিৎ বলেন, ‘এর আগে তৃণমূলের পুরপ্রধান থাকাকালীন কার্তিকবাবু পুরসভায় সার্বিক উন্নয়ন করেন। পুরপ্রধানকে আমরা পূর্ণ সমর্থন দেব কালিয়াগঞ্জের উন্নয়নের স্বার্থে।’

ইসলামপুরের প্রবীণ পুরপ্রধান তথা বিধায়ক ও জেলা তৃণমূলের বিদায়ী সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘জনগণের রায়কে মর্যাদা দিতেই সম্ভবত তৃণমূল পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও পুরপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছে।’ ২০১৬ সালে কার্তিকচন্দ্র পালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুরবোর্ড ভেঙে তৃণমূল বোর্ড গঠিত হয়। আস্থা ভোটে জিতে ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান পদে ছিলেন কার্তিক। পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষে ২০২০ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি পুর প্রশাসক নিযুক্ত হন। ২০২২ সালে বিজেপির টিকিটে ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে পুর কাউন্সিলর হন তিনি। হন তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরোধী দলনেতা। এর পরই ২০২৪ সালে রায়গঞ্জের সাংসদ নির্বাচিত হন কার্তিক।

বায়ুসেনার পরবর্তী ভাইস চিফ এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ জুন

এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত বায়ুসেনার পরবর্তী ভাইস চিফ হচ্ছেন। ১ জুলাই তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এখন তিনি ‘হেডকোয়ার্টার্স ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ’-এ ‘চিফ অফ ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ’ হিসেবে কর্মরত। দেশীয় যুদ্ধবিমান প্রকল্পগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বায়ুসেনার আধুনিকীকরণে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত রয়েছেন। এয়ার মার্শাল দীক্ষিত ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (খড়কওয়াসলা), ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ এবং দিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রাক্তনী। তিনি ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর এবং এক্সপেরিমেন্টাল টেস্ট পাইলট। মিরাজ-২০০০, মিগ-২১ ও জাগুয়ার-সহ ২০টিরও বেশি ধরনের বিমান ৩ হাজার ৩০০ ঘণ্টা ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কর্মজীবনে এয়ার মার্শাল দীক্ষিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
টোটো অভিযান হলেই চাপে পড়েন ই-অটো চালকরা, নিষ্কৃতী চেয়ে পথে

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৫ জুন

অবৈধ টোটোর ঠেলায় সরকার অনুমোদিত ই-অটো কার্যত নিষ্পেষিত। পুলিশ টোটো অভিযান চালালে তার আঘাত গিয়ে ই-অটোর ওপরে নিশ্চিত ভাবে পড়ে। টোটো ও ই-অটো যে পুরোটাই আলাদা, সেই তফাতটাই নাকি ট্র্যাফিক পুলিশ বুঝতে পারে না। আর এই না বোঝার কারণেই শিলিগুড়ির হাতেগোনা নিরাপদ ৬০টি ই-অটোর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। দেড়-দুই বছর ধরে টোটো ও ই-অটোর পার্থক্যটাই প্রশাসনকে বোঝাতে পারেননি চালকেরা। তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ তাঁরা। শেষমেশ নতুন সরকার গঠিত হতেই ফের নড়েচড়ে বসেছেন। পুলিশের সঙ্গে কথা তো বলেইছেন, পাশাপাশি বিজেপির দলীয় নেতা থেকে মন্ত্রীর দ্বারস্থ হতেও সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন।

উল্লেখ্য, টোটো হল রিকশার বিবর্তিত রূপ। যাকে ই-রিকশাও বলা হয়। পায়ে চালানোর পরিবর্তে মোটরে চলে। আর ই-অটো হল পুরোদস্তুর পেট্রোল-ডিজেল চালিত গাড়ির মতোই নিরাপদযান। যদিও দেখতে খুব বেশি আলাদা নয়। সাধারণ চোখে সবই এক রকম মনে হবে। কিন্তু উভয়ের কাঠামো ও নম্বর প্লেট পরিষ্কার জানান দেবে দুই গাড়ির পার্থক্যের। শিলিগুড়ি ই-অটো অ্যাসোসিয়েশন ৭৩ এফ ও জি-এর সভাপতি নন্দন দত্ত বলেন, ‘আমাদের কাছে আগে পেট্রোল ও ডিজেলচালিত অটো ছিল। সরকার অনুরোধ করে পরিবেশবান্ধব গাড়িতে বদলে নিতে। সেই নির্দেশ মেনে পুরনো অটো নষ্ট করে ই-অটো নিই আমরা। এর জন্য সরকারি সমস্ত নথি, লাইসেন্স, অফার লেটার সব আছে। কিন্তু মাঠে নেমে দেখতে পাই রোজ হু-হু করে বাড়ছে টোটো। বেশির ভাগই অবৈধ। সেই অবৈধ টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে কিংবা টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে গেলেই কোপ পড়ছে আমাদের ওপর। আমাদেরও টোটোর দলে ফেলে নিপীড়ন চালাচ্ছে পুলিশ। অথচ আমরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি আমরা সম্পূর্ণ বৈধ। কাগজ নিয়ে গেলেও বোঝার চেষ্টা করছে না।’

শিলিগুড়ির রাস্তায় চলছে টোটো। ছবি: শৌভিক দাস

সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সঞ্জয় ভৌমিক বলেন, ‘টোটোর স্পিড ঘণ্টায় ২৫ কিমি, সেখানে ই-অটোর স্পিড ঘণ্টায় ৬০ কিমি। টোটোর সিট ৪+১। কিন্তু ই-অটোতে সিট ৩+১। উভয়ের ব্যাটারি থেকে ব্রেক, সমস্ত কিছুই বলে দেবে একটি ইলেক্ট্রিক রিকশা, অন্যটি ইলেকট্রিক অটো। তার পরেও মাত্র ৬০টি গাড়ির মালিককে ৫ লাখি অটো নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। আমরা এর পরিত্রাণ চাই।’ এক কথায় টোটো ও ই-অটো দেখতে অনেকটা এক হওয়ায় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ছে বলেই অনেকে মনে করছেন। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত মন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন ৬০ জন ই-অটো চালক।

মণিপুরে ফের জঙ্গি হামলা, নিহত ৩

আজকালের প্রতিবেদন

মণিপুরে ফের জঙ্গিরা বড় ধরনের হামলা চালিয়ে তিনজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কাংপোকপি জেলার নিউ কেইথেলমানবি এলাকার লোইবোল গ্রামে। ভোর চারটে নাগাদ হামলার ঘটনাটি ঘটে। গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। বহু বাড়িতে আগুন লাগায় জঙ্গিরা। এদিনের ঘটনায় নিহতেরা হলেন লেটখোংগাম হাওকিপ, টিনমারি হাওকিপ এবং জংমিনলাল হাওকিপ। হত্যাকাণ্ডের খবর জানাজানি হতেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। কুকিদের তরফে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করা হয়েছে। কারা এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে মণিপুরের পুলিশ। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দদাস কনথৌজাম সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, এখনও বিস্তারিত খবর তাঁরা পাননি। ঘটনার নিন্দা করেছেন মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কেপজেন। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার ডাক দিয়েছেন।

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড — Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ এবং ৫০৩, ৫নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র-৪০০০৭২

ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অফিস: ফ্ল্যাট নং ১-এ, বাড়ি নং ৩১ (৭) ফার্স্ট ফ্লোর, পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বারাসাত রোড, ওয়ার্ড নং ৩, ২য় লেন, বিধানপল্লী, প্যানাসিয়া নার্সিং হোমের কাছে, ব্যারাকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২২ **অনুমোদিত আধিকারিক:** বিক্রান্ত কুমার, মোবাইল: ৯০০৭০১৭৫৬৫

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থানসমূহের অধীনে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি

যেহেতু আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন। এবং যেহেতু, অনুমোদিত আধিকারিক এর আগে ই-নিলামের নোটিস জারি করলেও সফল বিডারদের আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কারণে তিনি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ কিনতে আগ্রহী কিছু ব্যক্তির থেকে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-এর অধীনে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রির জন্য এই নোটিস জারি করছেন। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	লোন কোড নং / শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য	অনাদায়ী ঋণ	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
১.	[লোন কোন নং: ০৬২০০০০০৮২৮ / ব্যারাকপুর শাখা]	অমিতোষ বসু (ঋণগ্রহীতা) গ্রিন বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১০ মার্চ, ২০২২ ₹ ৮৫৫৮৩৬/-	₹ ১০,০০,০০০	₹ ১৮,৬৫,১৫০.০০ ২৫ মে, ২০২৬ অনুযায়ী	তফসিল ১ – সামান্য কমবেশি ১.৬৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ঘোলা, জে এল নং ১০৬, আর এস খতিয়ান ৩৪৫, এল আর খতিয়ান নং ১৮৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৫৫, থানা– গাংনাপুর, জেলা– নদীয়া। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব– বিক্রেতার নিজস্ব জমি; পশ্চিম– ক্রেতার নিজস্ব জমি; উত্তর– হরিদাস বারিকদার; দক্ষিণ– ৯ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। তফসিল ২ – সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ঘোলা, জে এল নং ১০৬, আর এস খতিয়ান ৩৪৫, এল আর খতিয়ান নং ৯০৬, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৫৫, থানা– গাংনাপুর, জেলা– নদীয়া। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব– পঞ্চুগোপাল অধিকারী; পশ্চিম– উর্মিলা বিশ্বাস; উত্তর– হরিদাস বারিকদার; দক্ষিণ– ৯ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।

এটি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে একটি ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যার মাধ্যমে এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ওপরে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ ও অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া স্থাবর সম্পত্তিটি আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডের প্রাপ্য বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর জানা কোনও ক্রেতা উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদটি ধার্য সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে কিনতে প্রস্তুত থাকেন, তবে ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) অবশ্যই ২৬.০৬.২০২৬-এর একদিন আগে এএইচএফএল-কে বিষয়টি জানাবেন এবং সেক্ষেত্রে এএইচএফএল তাঁকেই অগ্রাধিকার দেবে। যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) ২৬.০৬.২০২৬-এর একদিন আগে পর্যন্ত এমন কোনও বিষয় জানাতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে এএইচএফএল ওপরে নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যে সম্পত্তিটি বিক্রির পথে অগ্রসর হবে। সম্পত্তিটি এএইচএফএল-এর জানা বা অজানা যাবতীয় বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের দায় সমেত বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনওভাবেই তৃতীয় কোনও পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না। ক্রেতার উচিত তাঁর সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য সম্পত্তি (ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় হতে চলা) সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা। বিক্রির পরবর্তী তারিখে এই বিষয়ে অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার বিরুদ্ধে কোনও দাবি জানানোর অধিকার ক্রেতার থাকবে না। **বিক্রির নির্ধারিত তারিখ: ২৬.০৬.২০২৬।**

স্থান: ব্যারাকপুর; তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬ (অনুমোদিত আধিকারিক) আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

ICICI Bank ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই-নিলাম

[রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধাকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:-

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ-এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ অমিত দাস (ঋণগ্রহীতা) রিনা তালুকদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: TBSGI00006393826 LBSGI00006421320	আর এস প্লট নং ১২৪, এল আর প্লট নং ২৭২, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৭৪, ৩৩৭৫ ও ৩৩৭৭, জে এল নং ৪১, তৌজি নং ৯১, মৌজা- শিশাবাড়ি, পরগনা- পাথরঘাটা, থানা- প্রধান নগর, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩। বিক্রয় দলিল নং I-১০৯৭৮/২০২২ অনুসারে জমির পরিমাপ ৪ কাঠা বা ৬.৬ ডেসিমেল এবং বিক্রয় দলিল নং I-১০৯৭৯/২০২২ অনুসারে জমির পরিমাপ ১ কাঠা বা ১.৬৫ ডেসিমেল।	₹ ১,৩৫,৩৭,৮২২/- ৩ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৬,০০,০০০/- / ₹ ২,৬০,০০০/-	২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
২	মিসেস জ্যোৎস্না গায়েন (ঋণগ্রহীতা) প্রভাস গায়েন (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00005723367	ফ্ল্যাট নং সি-৩০৫, ব্লক ‘সি’, ৩ নং ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১, শিবতলা ঘাট লেন, আর এস নং ১৭৬৪, জে এল নং ৯, মৌজা- ভদ্রকালী, পরগনা- বোরো, উত্তরপাড়া, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮০ বর্গফুট), তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ৩০,৫৪,৬০৪/- ৩ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ৪৪,০০,০০০/- / ₹ ৪,৪০,০০০/-	২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৩	মিসেস সোমা মজুমদার (ঋণগ্রহীতা) সুশান্ত মজুমদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBCAL00004246876	পুরো ৩ নং ফ্লোর জুড়ে ফ্ল্যাট, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫, পশ্চিম পুটিয়ারি (অংশ), জুলপিয়া রোড, মৌজা- পশ্চিম পুটিয়ারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, দাগ নং ১২২১, খতিয়ান নং ২৯৭, জে এল নং ২৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৪২, থানা- পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৯৬০ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের যাবতীয় সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ২৩,১১,৯৭৯/- ১৫ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১৯,৫০,০০০/- / ₹ ১,৯৫,০০০/-	২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৪	মিঃ সুমিত কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা) মিতা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBHOW00005112491 এবং LBHOW00005112475	ফ্ল্যাট নং ০০২, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাওড়া পুরনিগম হোল্ডিং নং ৩৮/৯ (আগে পরিচিত ছিল ৩৮ রূপে), শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রোড, খতিয়ান নং ২০২, দাগ নং ১৫৭/২৭৪, হাওড়া পুরনিগমের ৪৪ নং ওয়ার্ড, মৌজা- শিবপুর, জে এল নং ১, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার- হাওড়া, থানা- চ্যাটার্জিহাট (পূর্বতন থানা শিবপুর), জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৭০ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ।	₹ ২০,১২,৩৭৯/- ১৫ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১১,৩০,০০০/- / ₹ ১,১৩,০০০/-	২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
৫	মিঃ দেবাশিস বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা) তৃপ্তি বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBCAL00005731386 LBCAL00005731400 LBCAL00005735237	মৌজা- পাথুরিয়া, জে এল নং ০৮, তৌজি নং ১৫, খতিয়ান নং ২৬৯, এল আর নং ৩৯০, আর এস এবং এল আর নং ১৬০৩, থানা- বাগদা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯৭, জমির পরিমাপ- ০৪.৫০ শতক, ভ্যালুয়েশন অনুসারে জমির পরিমাপ ১৯৬০ বর্গফুট এবং এর উপরিস্থিত নির্মাণের পরিমাপ ১৫৯৫ বর্গফুট।	₹ ২৭,০৮,৮৪৫/- ১৬ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১৪,৫০,০০০/- / ₹ ১,৪৫,০০০/-	২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৯ জুন, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)-কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং ‘E’ দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৯ জুন, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৯ জুন, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৯ জুন, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ‘ICICI Bank Limited’-এর অনুকূলে Kolkata-তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/ পে-অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাঃ লিঃ এবং (৩) হেক্টা প্রপটেক প্রাইভেট লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড-কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।

কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৬ জুন, ২০২৬ / স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক / আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেন্ডার

NOTICE FOR INVITING E-TENDER
e-Tender is invited from interested bonafide bidders for construction of UH & WC in Kharar Municipal area Within West Midnapore District as per the details below:
Tender IDs: 2026_MAD_5014916_1
Last date of submission: 22.06.2026. Interested bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
EE, West Midnapore Division, M.E.Dte.

DDA(Admn), North 24 Parganas is inviting e-tender for procurement of Agricultural Inputs vide tender Ref. No. : AGRI/DDA(ADMN)/N24PGS/E-NIT-01/26-27, Dt. : 05.06.2026. Last date of bid submission is up to 3.00 pm. on 22.06.2026. Details available in Office Notice Board and at https://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture(Admn) North 24 Parganas

NOTICE INVITING e-NIT
NIT No - BDO BNK1/01/ 2nd call/SSM/2026-2027 DATED - 05.06.2026 & BNK1/02/XV-FC-HG/2026-2027 DATED - 05.06.2026
Percentage rate quotation is invited by the Executive Officer/ Block Dev. Officer, Bankura-I Panchayet Samity / Bankura I Dev. Block for works. Details will be available from the office of the undersigned in working days.
Sd/-
Executive Officer
Bankura-I Panchayat Samity
&
Block Development Officer
Bankura-I Dev. Block, Bankura

TENDER NOTICE
NIeT-10/B.D.O./2026,
(ID 2026_ZPHD_126295_1)
NIeT-11/B.D.O./2026
(ID 2026_ZPHD_126644_1)
Tenders are invited by the Ranibandh Development Block for different works. Details visit at Office or www.wbtenders.gov.in, www.bankura.nic.in
Sd/-
Block Development Officer
Ranibandh Dev. Block
Ranibandh :: Bankura

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে
বিবিধ কাজ সম্পাদনের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং (১) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৪
কাজ: এস ই সি রেলওয়ে/বিলাসপুর-এ বিভিন্ন ওডব্লিউজি এবং প্লেট গার্ডারে বিদ্যমান সাইড পাথওয়ে মেটালাইজ করা।
টেন্ডার মূল্য: ₹৪,৬৯,৭৩,৮৫৮.৫৮/-
ইএমডি: ৯,৩৯,৫০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (২) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৫
কাজ: বিলাসপুর ডিভিশনে এসএসই/ব্রিজ/বিলাসপুর এবং এসএসই/ব্রিজ/শাহদোল-এর এক্তিয়ারাধীন বিভিন্ন স্টিল গার্ডার ব্রিজে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ছিদ্রযুক্ত চেকার্ড প্লেট নতুন এসএস চেকার্ড প্লেট দ্বারা প্রতিস্থাপন এবং সাইড পাথওয়ের সংস্থান।
টেন্ডার মূল্য: ৪,২৪,৮৭,০১৬.১৭/-
ইএমডি: ৮,৪৯,৮০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (৩) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৬
কাজ: নাগপুর ডিভিশনে এসএসই/ব্রিজ/গোন্দিয়া-এর এক্তিয়ারাধীন ৩৪৮ ইউপি এবং এমআইডি, ১১৬ ইউপি এবং ডিএন, ৩৪ ইউপি এবং ডিএন, ৬৮ ১৫৯ এবং ২৭০ নং ব্রিজে কোরশন গার্ড এবং ক্ষয়প্রাপ্ত/ছিদ্রযুক্ত চেকার্ড প্লেট নতুন এসএস চেকার্ড প্লেট দ্বারা প্রতিস্থাপন।
টেন্ডার মূল্য: ₹৩,৩৭,৪৪,৮২৪.৩১/-
ইএমডি: ৬,৭৪,৯০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (৪) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৭
কাজ: এস ই সি রেলওয়ে/বিলাসপুর-এ লিডার টেকনোলজি (৪ডি) দিয়ে ২৫টি ব্রিজ এবং ড্রোনের (৩ডি) মাধ্যমে ১০টি ব্রিজ পরিদর্শন।
টেন্ডার মূল্য: ₹৭০,৪৫,৬৬২.০০/-
ইএমডি: ১,৪০,৯০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (৫) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৮
কাজ: রায়পুর ডিভিশনে এসএসই/ব্রিজ/রায়পুর-এর এক্তিয়ারাধীন থ্রু/প্যাচ পেন্টিং, গ্রিজিং, ইপোক্সি গ্রাউটিং এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মেম্বার প্রতিস্থাপনের মতো ব্রিজগুলির বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ।
টেন্ডার মূল্য: ₹৮৪,১০,৯২২.২৫/-
ইএমডি: ১,৬৮,২০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (৬) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-০৯
কাজ: নাগপুর ডিভিশনে এসএসই/ব্রিজ/গোন্দিয়া-এর এক্তিয়ারাধীন থ্রু/প্যাচ পেন্টিং এবং গ্রিজিং-এর মতো ব্রিজগুলির বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ।
টেন্ডার মূল্য: ১,০৯,৬৫,৬২২.৪১/-
ইএমডি: ২,১৯,৩০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।

ক্রমিক নং (৭) টেন্ডার নং এসইসিআর-এইচকিউ-ইঞ্জি-বিএল-২৬-২৭-১০
কাজ: নাগপুর ডিভিশনে এসএসই/ব্রিজ/এনআইআর-এর এক্তিয়ারাধীন বিভিন্ন ব্রিজে থ্রু/প্যাচ পেন্টিং, গ্রিজিং, ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিং প্রতিস্থাপন এবং ইপোক্সি গ্রাউটিং-এর মতো ব্রিজগুলির বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ।
টেন্ডার মূল্য: ১,০৫,৭৭,৪০৭.৭৫/-
ইএমডি: ২,১১,৬০০/- **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ ১৬:৩০ ঘটিকায়।
উপরোক্ত কাজের আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ডিওয়াই সিই/ব্রিজ/বিএসপি-এর কার্যালয়ে অথবা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করুন।
ডিওয়াই চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ
CPR/10/167 এস ই সি রেলওয়ে, বিলাসপুর
দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে @secrail

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
১) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:- ই-আর-টি-৪২-২৬-২৭ তারিখ ০২.০৬.২৬
কাজের নাম:- ১) নতুন বুকিং অফিস প্রদান, বিদ্যমান বুকিং অফিস ও কনকোর্সের সংস্কার, স্টেশনের জন্য আসবাবপত্র, ক্ষতিগ্রস্ত/কাঁচা পিএফ সারফেসের উন্নতির মাধ্যমে মান্ধার স্টেশনের আপগ্রেডেশন। ২) মান্ধারে এমইএ-এর ঘাটতি পূরণ এবং ৩) উকুরা-সরোনা বাইপাস লাইনে আলোকসজ্জা সহ রোলিং ইন/আউট হাট প্রদান।
টেন্ডার মূল্য: ₹৪,০১,৯৭,৬১৬/- **ইএমডি:** ₹৮,০৪,০০০/- **টেন্ডার জমা দেওয়া:** ২৬.০৬.২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলা:** ২৬.০৬.২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকায়।
উপরোক্ত কাজের আরও বিশদ বিবরণ/টেন্ডার নথি ক্রয়, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে সিনিয়র ডিইএন(কো)/রায়পুর-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ টেন্ডার নথিটি দেখুন/ডাউনলোড করুন।
সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-১,
PR/R/ENGG/AAA/85 এসইসি রেলওয়ে রায়পুর
South East Central Railway @secrail

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৬/১৯, তারিখঃ ০৪.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং-১; **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-১৮-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন(সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে, প্রথম পর্যায় হিসেবে সিনিয়র ডি.ই.ই./জি/খড়গপুর-এর অধীনে ওয়ে-সাইড সেকশনে পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য পুরোনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই লাইন এবং অন্যান্য সম্পদের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬৬,৭২,৬৫২.৫৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৩৩,৫০০ টাকা। ক্র.নং-২; **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-২৯-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে হাওড়া-খড়গপুর-টিএসআর(পি)– ২৭.৭৫২ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫,২৪,০৩,৪৪২.১৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১০,৪৮,১০০ টাকা। ক্র.নং-৩; **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৩২-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে এল.সি. নং ৪৭-এ ডাবল বুম লেভেল ক্রসিং-এর জন্য পাঁশকুড়াতে রাস্তা এবং হাইট গেজ প্রশস্তকরণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪২,২০,৪৫১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮৪,৪০৯.০২ টাকা। ক্র.নং-৪; **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৩-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে পাঁশকুড়া-হলদিয়া এবং তমলুক-দীঘা সেকশনের ৫৬টি লেভেল ক্রসিং-এ ৫৬ সেট আরডিএসও টাইপ হাইট গেজ প্রদান করে এলসি গেটগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৯,২৮,১৮,০৫৮.৪৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১৮,৫৬,৪০০ টাকা। ক্র.নং-৫; **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৩-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের যে কোনও স্টেশন থেকে কর্মস্থল (খড়গপুর থেকে সাঁতরাগাছি) অথবা খড়গপুরের স্টোর ডিপো পর্যন্ত পি.ওয়ে কাজের সামগ্রী পরিবহন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৭,৯০,৫৪৪.৬৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৭৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ২৫.০৬.২০২৬ (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ০২.০৭.২০২৬ (ক্র.নং ২ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ১১.০৬.২০২৬ থেকে ২৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র. নং ১-এর জন্য) ও ১৮.০৬.২০২৬ থেকে ০২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র. নং-২ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।(PR-283)

ডাক পাবেন গৌতম?

কাল শিলিগুড়িতে পুরমন্ত্রীর বৈঠক

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৫ জুন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৭ জুন শিলিগুড়ি আসছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ওইদিন সকাল ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলার জেলাশাসক, পুরসভাগুলির কার্যকরী আধিকারিক ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

মূলত প্রাক্ বর্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকলেও তার মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, জল সরবরাহ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও রাজ্য বাজেট নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় উঠবে। কিন্তু এমন একটা বৈঠকে সম্ভবত শিলিগুড়ির মেয়র–সহ বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যানদের ডাকবেন না। তবে পাহাড়ের যে পুরসভাগুলিতে প্রশাসক বসানো হয়েছে, সেখানকার প্রশাসকদের নিয়ে ওইদিনই সন্ধেয় দার্জিলিং পাহাড়ে আরেকটি বৈঠক করার কথা আছে। সেখানে মূলত কার্শিয়াং, মিরিক ও কালিম্পং পুরসভার প্রশাসকদের থাকার কথা।

উল্লেখ্য, সরকার গঠনের ১১ দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এসেই পুর–দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। এমনকী, তদন্তের আশ্বাসও দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে গোটা শহর জুড়ে বিষয়টি নিয়ে জল্পনা ব্যাপক ভাবে চলছে। তার মধ্যে খবর হল, এদিন কলকাতা পুরসভা থেকে ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগ শিলিগুড়িতে অন্য রকম পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছে। এদিন আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতেও অনাস্থা চলে এসেছে। এমন একটি সময়ে পুরমন্ত্রী এসে যদি শিলিগুড়ি পুরকমিশনারকে নিয়ে বৈঠক করেন এবং সেই বৈঠকে মেয়রকে আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানানো না হয়, তবে গৌতম দেবের ওপর বিস্তর চাপ চলে আসবে।

অন্যদিকে, স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদদের ডাকার মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সমান্তরাল পুরসভা পরিচালনার রাস্তা খুলে রাখা। জানা গেছে, নতুন সরকার গঠনের পরই পুরসভাগুলির দৈনন্দিন খরচ বাদে বাকি সমস্ত লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর মেয়র ঠিক কী পদক্ষেপ করবেন, তা নিয়েও চর্চা চরমে। এদিন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে মন্ত্রীর সূচি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি নির্দিষ্ট করে কিছুই জানাতে পারেননি। মেয়র গৌতম দেব শুধু জানিয়েছেন, মন্ত্রী আসছেন। তবে কী নিয়ে আলোচনা করবেন, সে বিষয়ে তিনি অন্ধকারে।

বোমা বিস্ফোরণে জখম শিশু

বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম এক শিশু। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার পাগলপীর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাগলপীর এলাকার বাসিন্দা সাইফুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির পরিত্যক্ত টিনের দোকানঘর রয়েছে। সেখানে একটি শিশু বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমাটি বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম হয় এক শিশু। শিশুটিকে উদ্ধার করে চাকুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই পরিত্যক্ত দোকান ঘরে বোমা মজুত করে রাখা ছিল।

আধার, ভোটার

ধূপগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল প্রচুর আধার কার্ড। সেই সঙ্গে মিলেছে অসংখ্য ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ধূপগুড়ি শহর–সহ গোটা ডুয়ার্স এলাকায়। জানা গেছে, একসময় কংগ্রেসের পার্টি অফিস ছিল সেখানে। যদিও ১৯৯৮ সালের পর থেকে সেই অফিস তৃণমূল কর্মীদের দখলে নিয়ে নেওয়া হয়। ২০১১ সালে পালাবদলের পর পার্টি অফিস সম্পূর্ণ ভাবে তৃণমূলের দখলে চলে যায়। এজন্য গত ২৮ বছর ধরে এই অফিসে তৃণমূলেরই রাজত্ব চলছিল। ২৮ বছর পর নিজেদের কার্যালয় পুনরুদ্ধার করেন তাঁরা। মিছিল করে সেখানে এসে কংগ্রেস কর্মীরা দপ্তরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতেই প্রচুর সংখ্যক ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও প্যান কার্ড উদ্ধার হয়। অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই সম্ভবত এই সমস্ত পরিচয়পত্র সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল।

ধূপগুড়িতে মানুষের মাঝে মন্ত্রী দীপক বর্মন। ছবি: প্রতিবেদক

ধূপগুড়িতে বললেন মন্ত্রী দীপক

প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ৫ জুন

‘নির্বাচনের আগে মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর শুক্রবার ধূপগুড়িতে এসে এ কথা বলেন দীপক বর্মন।

এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ধূপগুড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছোলে মন্ত্রী দীপক বর্মকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা। পরে তাঁকে একটি বর্ণাঢ্য বাইক র‌্যালির মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় ধূপগুড়ি মায়ের স্থান কালী মন্দিরে। মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষের হাতে চারাগাছ তুলে দেন তিনি। সেখান থেকে ধূপগুড়ির শালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ কর্মসূচির সূচনা করেন।

মন্ত্রী দীপক বর্মন এদিন বলেন, ‘পরিবেশ রক্ষা বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তাই প্রত্যেকের উচিত অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করে তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া।’ মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের আগে আমরা সাধারণ মানুষকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই কাজগুলো বাস্তবায়ন করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য সর্বদা কাজ করে যাব।’ তিনি আরও বলেন, ‘উন্নয়নের সুফল যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছোয়, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে।’

AFFIDAVIT
আমি,Narender Pal Singh,S/O.Trilok Singh,residing at HMD Road,P.O.& P.S.Jaigaon.Dist. Alipurduar. 736182.W.B.গত 02/06/2026 তাং হইতে Notary Public,Alipurduar Court,W.B, Affidavit No.35/26 বলে জানাই যে,আমি Narendra Pal Singh নামে পরিচিত হইলাম।এই Narender Pal Singh,Narendra Pal Singh,একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
I, Bratali Deb D/O. Biplab Kumar Deb, resident of chhat Guriahati, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Coochbehar. That I have a passport vide bearing on. M7302162 under Republic of India Wherein my father name has been recorded as Biplab Deb instead of Biplab Kumar Deb. That Biplab Kumar Deb and Biplab Deb , both are same and one identical person. Vide affidavit, Date. 04/06/26. Before the court of LD. EM. Court Sadar Coochbehar.

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER
MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No-MSVP/E-NIT-04/MLDMCH 2026-2027 Dated-05/06/2026 Contingency Items & MSVP/E-NIT-05/MLDMCH 2026-2027 Dated-05/06/2026 Laminar Air Flow AT MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL UNDER DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVT. OF WEST BENGAL www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/www.malda.gov.in
Or office of the Under signed
MSVP, Malda MCH

CHANGE OF NAME
I, Shilpa Mandal D/O- Satyendra Nath Mandal residing at Village -Shibdangipara,P. O. & P.S.Islampur, Dist. Uttar Dinajpur have changed my name from Shilpia Mandal to Shilpa Mandal vide affidavit before the LD.Judicial Magistrate at Islampur on 04.06.2026. Affidavit No.2329.That Shilpa Mandal and Shilpia Mandal is same and one identical person i.e.myself.

AFFIDAVIT
I, Kohinur Bibi W/O Sahadat Ali Mondal, resident of Uchait, Po: Debipur, Dakshin Dinajpur, WB, do hereby declare that in my son Kowsar Ali Mondal's Passport (N8977398) my name is wrongly written as Kahinur Bibi, while my actual name is Kohinur Bibi.I shall be known as Kohinur Bibi in all purpose, vide affidavit no. 04 ,sworn before the Notary Public at Balurghat on 27/05/26. Kohinur Bibi and Kahinur Bibi both are same and one identical person

NOTICE
(Under Order 5 Rule 20 Of CPC)
In the Court of Ld. Civil Judge Senior Division at Jalpaiguri
Misc Case No. 12 of 2022
Arising from Partition Suit No. 07/1998
Kajal Sarkar & Others
......Plaintiff/petitioner
=VS=
The collector, Jalpaiguri & others
.....Defendants
Particulars of Defendant/OP are as follows: -
1. The Collector, Jalpaiguri, representing the State of West Bengal.
2. S.R.O.[II], Special empower under Section 44[2] [a] of E.A. Act. Jalpaiguri.
3. Subrata Kumar Kundu S/o Sri Sudhangshu Kumar Kundu,
4. Gopal Chhetri @ Gobin Chhetri S/o Late Bhim Bahadur Chhetri,
5. Probaljyoti Deb S/o Late Prabhat Deb, 3,4 & 5 are the residents of village Hayder Para (near Reepa candle works) PO Hayderpara, via Rabindra Sarani, PS Bhaktinagar, District Jalpaiguri---734001
6. Ruhidas Paul, S/o Late Rupkanta Paul, residing at East Vivekananda Pally [near Prof. Kalidas Chakraborty's House] P.O. East Vivekanda Pally, Dist. Darjeeling.
7. Dayal Das S/o Late Pari Das,
8. Mrinal Paul @ Mona Paul, S/o Late Gour Gopal Paul,
9. Joyanta Kumar Bose, S/o Late Dulal Chandra Bose,
10. Magnath Biswas, S/o Late Gourhari Biswas,
11. Banarick Bitto Lepcha, S/o Late Johan Lepcha,
12. K.V Tewari, S/o Late Aganti Tewari, 7 to 12 are residing at Hayder Para (near Reepa candle works) PO Hayderpara, via Rabindra Sarani, PS Bhaktinagar, District Jalpaiguri-734001
13. Santosh Aich, S/o Late Balaram Aich,
14. Malachand Agarwal, S/o J.N. Agarwal,
15. Harjit Kaur, S/o late Guruman Kaur,
16. Binoy Dutta, S/o Late Bijoy Dutta,
17. Kebal Singh [Singhvas], S/o Late Mahenga Singha,
18. Sunil Dutta S/o not known, 13 to 18 are residing at Hayder Pass, [Himachal Sarani), New Kishore Sangha Club, P.O. Hayder Para, via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist:- Jalpaiguri - 734001
19. Khushewar Mondal, S/o not known, are residing at Hayder Para, Anandamoyee Kalibari Road, P.O. Hayder Para, via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist: Jalpaiguri
20. Mihir Paul, S/o Sri Ganesh Paul, residing at Hayder Para, near Sarkel Clinic, P.O. Hayder Para, via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist: Jalpaiguri,
21. Narayan Chhetri [Barman], S/o Late Santiram Chhetri, residing at Hayder, Para, Anandamoyee Kalibari Road, P.O. Hayder Para, via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist: Jalpaiguri,
22. Bhakti Bhusan Golder, S/o Late Radha Binode Goldar, residing at Hayder Para, [Rashmoni Homeo Hall], P.O. Haydr Para, via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist: Jalpaiguri-734001
23. Pabitra Paul,
24. Utpal Paul, both Sl. No. 23 and 24 are sons of sri Gourgopal Paul, residing at Hayder Para, P.O. Hayder Para via Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri-734001.
.... Defendants/OP
Where the above named plaintiff/ Petitioner has filed the above Misc Case for restoration.
Whereas if said above named defendant/ OP or anybody have any interest in the case above mentioned case, are hereby directed to appear in this court in person or by pleader duly instructed within 1 (one) month from the date of publication of the public advertisement, failing which, the case will proceed ex-parte in their absence.
BY ORDER
(SUBHAMOY ROY)
Sherestadar
Ld. Civil Judge Senior Division, Jalpaiguri

Aadhar Housing Finance Ltd **কর্পোরেট অফিস:** অফিস নং ৫০১ এবং ৫০৩, ৫ নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র-৪০০০৭২
সংশোধনী
সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই সংবাদপত্রে ৩ জুন, ২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতা- অমিতোষ বসু, কেস লোন কোড- ০৬২০০০০০৮২৮ -এর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করে উপেক্ষা করুন।
(অনুমোদিত আধিকারিক)
আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল আলতাপ আলী সরকার, পিতা- আজাহার সরকার, সাং ও পোঃ হলিদানা, থানা তপন, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, জাতি-মুসলিম, ভারতীয় নাগরিক।
জে.এল. নং-১৬৫, মৌজা-হলিদানা, দলিল নং-২৬৮৮/২০১১, তারিখে তপন এ ডি এস আর অফিসে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম হইতে দলিল মূলে বিক্রয়) এর নিকট হইতে খতিয়ান-আর এস ৯৬, এল আর-৩৪৭, দাগ নং-এল আর-২৮৬,২৮৭,৩০৫, (মোট ২৯ শতক পরিমাণ) কৃষ্ণনগর এ ডি এস আর অফিস নদিয়া দলিল ১০২/২০০৯ তারিখে আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা দলিল বিক্রেতা নাম- কমল কুমার সিংহানিয়া, পিতা মৃত বানারসিলাল সিংহানিয়া, জাতি-হিন্দু, পেশা-ব্যাবসা, সাং- হাতারপাড়া, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-নদিয়া, হাল সাং-৮বি, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কোলকাতা-৬ পক্ষে আমমোক্তার গ্রহীতার নাম-আজাহার সরকার, পিতা-গিয়াসুদ্দিন সরকার, সাং ও পোঃ হলিদানা, থানা তপন, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, জাতি-মুসলিম, ভারতীয় নাগরিক। এর নিকট হইতে বিক্রয় কোবলা দলিল করিয়াছেন এবং তপন বি.এল.আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যাহার মিউটেশন কেস নং-MN/2025/1704/18162 এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তপন বি.এল.এন্ড.আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।
Rakimuddin Sarkar
Advocate, District Court
Balurghat D/Dinajpur

ALIPURDUAR ZILLA PARISHAD
ALIPURDUAR
03564 255809
Abridge Copy NIT NO:1) WBZP/03-DE/APD/2026-27 Dated:06-06-2026, 1) WBZP/04-DE/APD/2026-27 Dated:06-06-2026 & 1) WBZP/05-DE/APD/2026-27 Dated: 06-06-2026 (e-Procurement) Tender for above noted NIT is invited by the undersigned.
Details may be seen in wbtenders.gov.in & www.wbprd.nic.in also in the office notice board.
Sd/-,
DE/APDZP

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
রিজিওনাল অফিস: কলকাতা, ১৪/১৫, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
ফোন নম্বর: ০৩৩–২২৪৮৫৮৬৭ / ৭৯৮০৮৩৬৮৭৮
দার্জিলিং ও কলকাতায় নতুন হলিডে হোমের জন্য হোটেল রুম প্রয়োজন
দার্জিলিং ও কলকাতায় হলিডে হোমের জন্য ইজারার ভিত্তিতে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের দুটি রুম প্রয়োজন। প্রস্তাবিত হোটেল রুমগুলির বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ থেকে সমস্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে। যে সকল আগ্রহী ভূস্বামী/ নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার উক্ত কাঙ্ক্ষিত এলাকায় তাঁদের প্রস্তুত রুমগুলি ইজারার ভিত্তিতে বিশেষত কমপক্ষে ০৩ বছরের জন্য ভাড়ায় দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা ব্যাঙ্কের **www.punjabandsind.bank.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্মে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন অথবা অফিস চলার সময়সীমায় ওপরের ঠিকানা থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সিলমোহর ও স্বাক্ষরিত করে অবশ্যই ২০.০৬.২০২৬ বা তার আগে ওপরের ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছতে হবে।
ব্যাঙ্কের তরফে কোনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। কোনও প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার বহাল রাখে।
তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬ **স্বাঃ– রিজিওনাল ম্যানেজার**

Durgapur Steel Peoples' Co-operative Bank Ltd.
Benachity House, Durgapur, Dist.- Paschim Bardhaman-713204
E-Tender Notice
Sealed e Tender inviting quotation for purchase of Lenovo Idea Centre AIO for Durgapur Steel Peoples' Cooperative Bank through e-Tendering System Portal https://www.tenderwizard.com/eproc
Tender Document Publish Date: 05.06.2026
Last Date and time of E-Submission of Bid: 15.06.2026 on 3.00 P.M
Date of E-opening of Tender: 15.06.2026 on 3.30 P.M
Sd/-
Chairman

WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
(Wholly owned by the Government of West Bengal)
Swasthya Sathi, GN-29, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700091
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-472/2026, Dated –05/06/2026
WBMSCL is Notice inviting Tender for the work **"Preparation of Detail Project Report (DPR) for Kalimpong Medical College, West Bengal"**. Last date of submission of bid (online) – 12.06.2026 upto 03.00 P.M.The tender documents can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** on or after 11.00 A.M. on 06.06.2026. Clarification requests, if any may be sent to **info@wbmsc.gov.in.**
Sd/-
General Manager, WBMSCL
Additional Secretary to the Govt. of West Bengal

SPOT BID/TABLE BID/SEALED BID (QUOTATION/TENDER) NO– 13 OF 2026-27 of EE/TD/P.W.Dte., Purba Medinipur invites for the works-
Preparation of temporary Barricading and View Cutter around of Balaka Mancha, Laying of Carpet and other ancillary civil works in connection with the proposed Visit of Hon'ble Chief Minister of Govt. of West Bengal for Administrative Review Meeting at KTPP Balaka Mancha, Kolaghat in the District of Purba Medinipur on 09.06.2026 as per Annexures
Bid Submission Start Date is 07.06.2026 at 10:00 AM.
Intending Bidders are requested to visit for details the website-(https://wbpwd.gov.in).
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.,
Tamluk Division

7th Corrigendum
7th Corrigendum of Notice INVITING 'e' AUCTION NO. WBIW/SE/NEIC-I/RFP-07(e)/2025-26
Auction Id: - 2026_WB_5549

SL No.	Description In RFP	Will be read as	Instead of
1.	Document approval end date, Page No. 3	12/06/2026 up to 15:00 hrs	05/06/2026 up to 15:00 hrs
2.	Conduct of electronic auction, Page No. 3	15/06/2026 from 11: 00 hrs to 15/06/2026 16:00 hrs	08/06/2026 from 11: 00 hrs to 08/06/2026 16:00 hrs

Document approval end date has been extended due to Administrative reason. All other terms and conditions will remain unchanged until further order.
For further details ***Please visit https://eauction.gov.in (direct site) and also departmental website www.wbiwd.gov.in***
Sd/- (A. Chowdhury)
Superintending Engineer
North East Irrigation Circle – I
Debibari, Cooch Behar

নাম পদবি পরিবর্তন
● আমি SRI TAPAS MUKHERJEE, S/O-LATE DILIP KUMAR MUKHERJEE। আমার সঠিক নাম TAPAS MUKHERJEE ও বাবার সঠিক নাম DILIP KUMAR MUKHERJEE, যা নথিভুক্ত আছে আমার আধারকার্ড (617701009736), ভোটারকার্ড (ZCX0959650) ও প্যানকার্ডে (BEIPM0812B), জন্মতারিখ (২২/০৯/১৯৬০) কিন্তু ভুলবশত আমার নাম ও আমার বাবার নাম আমার College Identity Card (No.- 202) এ রেকর্ড আছে ARUP KUMAR GHOSH এবং DILIP KUMAR GHOSH, তাই গত ইং 03/06/26 এ বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (নং-03) TAPAS MUKHERJEE ও ARUP KUMAR GHOSH এবং DILIP KUMAR MUKHERJEE ও DILIP KUMAR GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !
অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, এনজেপি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ২ নং ফ্লোর, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১, জেলা– দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ই–মেল: cs8289@pnb.bank.in, ফোন: ০৩৫৩–২৪৩ ২৬৬৪]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	ক) শাখার নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	ঘ) বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা]	ঙ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ চ) অনাদায়ী বকেয়া ছ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য / খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ঘ) ই–নিলামের তারিখ ও সময়	ঙ) সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়**
১	ক) সুভাষপল্লী শাখা (২১৭৪২০) খ) মিঠু কর গ) মিঠু কর, স্বামী– গণেশ কর পলাশ সরণি, সমর নগর, পোঃঅঃ– চম্পাসারি, থানা– প্রধান নগর, জেলা– দার্জিলিং, পিন–৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ গণেশ কর, পিতা– গোপাল চন্দ্র কর পলাশ সরণি, সমর নগর, পোঃঅঃ– চম্পাসারি, থানা– প্রধান নগর, জেলা– দার্জিলিং, পিন–৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ	ঘ) সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা বা ৫ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘রেণুকা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক ৩ (তিন) তলা বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে পিছন দিকের অংশে সামান্য কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের (ফ্ল্যাট নং ২এ) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৩৬ ও ৩৭, আর এস খতিয়ান নং ২/১, এল আর প্লট নং ২৮৬/৩৫১, এল আর খতিয়ান নং ১৭০৭, জে এল নং ৮৩(১০৫), মৌজা– ডাকনিকাটা, পরগনা– পাথরঘাটা, থানা– প্রধান নগর, এডিএসআর অফিস– শিলিগুড়ি–২, মহকুমা– শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, উৎপল নগর, রোড নং ৩, ওয়ার্ড নং ৪৬, জেলা– দার্জিলিং, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– অভিজিৎ সেনের জমি ও বাড়ি; **দক্ষিণ**– শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব**– অমূল্য রায়ের জমি; **পশ্চিম**– রাজ কুমার যাদবের জমি ও বাড়ি।	ঙ) ১৬.০৯.২০২৫ চ) ₹৩৪,৬৫,৩৬৯.০০ [১৩(২) নোটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক], তৎসহ উদ্ভূত সুদ ছ) ০৬.১২.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) ₹৩৯.৩৩ লক্ষ খ) ₹৩.৯৩৩ লক্ষ (১৬.০৭.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত) গ) ₹২৫,০০০.০০	ঘ) ১৭.০৭.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে	ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি ১৭.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টায় https://baanknet.in ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.in এবং www.pnbindia.in ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
তারিখ: ০২.০৬.২০২৬ স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: শিলিগুড়ি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

একটি গাছ মায়ের নামে...

জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে শিশুদের নিয়ে পরিবেশ দিবস পালন করছেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। চারাগাছ রোপণের পাশাপাশি আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। ছবি: পার্থসারথি রায়

পরিবেশ দিবসে মালদা ড্যাফোডিলস ইংলিশ অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে অভিভাবকদের গাছের চারা বিলি করা হচ্ছে। শুক্রবার। ছবি: আজকাল

পরিবেশ দিবসে মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয় এবং বেশ কিছু সংগঠনের উদ্যোগে চলছে মহানন্দার পাড় পরিষ্কার কর্মসূচি। ছবি: আজকাল

কংগ্রেসের দখলে মেখলিগঞ্জ পুরসভা

আজকালের প্রতিবেদন
কোচবিহার, ৫ জুন

বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী রাজনৈতিক আবহে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় ভাঙনের সুর যখন অব্যাহত, ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে ঘটল এক বড়সড়ো পটপরিবর্তন। তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পুরসভাটি ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। এই পুরসভার চেয়ারম্যান–সহ মোট ৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরসভাটির নিয়ন্ত্রণ এখন সম্পূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের হাতে চলে গেল। শুক্রবার কলকাতার বিধান ভবনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত থেকে তাঁরা দলের পতাকা হাতে তুলে নেন।

মাত্র ৯টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ পুরসভাটি আয়তনে ছোট হলেও, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে রাজ্য জুড়ে ক্ষমতার পালাবদলের আবহে যখন কলকাতা পুরসভার মেয়র পদে ইস্তফা দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল–সহ একাধিক পুরসভায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তখন উত্তরবঙ্গের এই পুরসভায় তৃণমূলের এমন ভাঙন নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে বিজেপির দুর্দান্ত ফলের পর থেকেই জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ক্ষোভের জেরেই মেখলিগঞ্জের মতো পুরসভায় এই ধস নেমেছে।

কংগ্রেসে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি। দলবদল প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে তিনি বলেন, 'বিজেপি সরকার আসার পর তাদের বক্তব্য ছিল 'ভয় আউট, ভরসা ইন'। কিন্তু সরকার গঠনের পর থেকে হকার উচ্ছেদ, সাধারণ ব্যবসায়ীদের দোকান ভেঙে দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক জনবিরোধী কাজ তারা করছে। ফলে সরকারকে আর ভরসার মনে হচ্ছে না। ভয়ই করতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। আবার, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দল নিজেই গোষ্ঠী কোন্দলে নাজেহাল। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং তাঁদের পাশে থেকে কাজ করার লক্ষ্যেই আজ কংগ্রেসে যোগ দিলাম।'

এদিকে, মেখলিগঞ্জের এই আকস্মিক রাজনৈতিক রদবদল নিয়ে তৃণমূল শিবিরের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা পরেশচন্দ্র অধিকারী এই দলবদল নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'দলবদলের এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনির সঙ্গে আমার কোনও রকম আলোচনা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নই। আমি তৃণমূলেই আছি এবং থাকবও।'

তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা ও কাউন্সিলরদের দলবদলের পর এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসনিক পরিষেবা নিয়ে। চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি ও তাঁর সঙ্গী কাউন্সিলররা দলবদল করলেও পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ এবং নাগরিক পরিষেবা কতটা স্বাভাবিক থাকবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই দলবদল কি কেবল মেখলিগঞ্জেই থমকে থাকবে নাকি উত্তরবঙ্গের অন্য পুরসভাগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে, আপাতত সেই রাজনৈতিক সমীকরণের দিকেই নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।

বরাদ্দ ৭.৭৭ লক্ষ, দুর্নীতি ৫৪ লক্ষের?

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ৫ জুন

বরাদ্দ পেয়েছেন মাত্র ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। অথচ অভিযোগ তোলা হচ্ছে ৫৪ লক্ষ টাকার দুর্নীতির। এ নিয়ে গভীর চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি। অভিযোগ, তাঁর নাম কলুষিত করার জন্য চক্রান্ত করে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমের একাংশ মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে।

বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার বিকেলে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ও জলপাইগুড়ি শহরকে সবুজায়ন করতে ১৮০২টি গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'ওমেন ফর ট্রিজ' নামে সেই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১৮২ জন মহিলাকে গাছের চারা রোপণ ও লালন–পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সরকারি প্রকল্পে আমার নামে ৫৪ লক্ষ টাকা দুর্নীতির মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। মিথ্যে এই অপপ্রচারের জন্য শুধু পুরসভার চেয়ারম্যানই নয়, বদনাম হচ্ছে ১৪১ বছরের প্রাচীন এই শহরের। সোশ্যাল মিডিয়া ও কিছু সংবাদ মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।'

তাঁর দাবি, যে প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪ লক্ষ টাকা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ এখনও পুরসভার হাতেই আসেনি। তা হলে দুর্নীতি কী ভাবে হল? প্রশ্ন তোলেন তিনি। সৈকত চ্যাটার্জি বলেন, 'যাঁরা এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের লিখিত ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাংলার সিঙ্কোনা ও চা-শ্রমিকরা পাবেন সমস্ত সরকারি সুবিধা

অলক সরকার
দার্জিলিং, ৫ জুন

অবশেষে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের চা ও সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের জন্য সুখবর এল। রাজ্য সরকার এখন থেকে ওই বাগান শ্রমিকদের সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা প্রদান করবে। স্বরাষ্ট্র ও পাহাড় বিষয়ক বিভাগ এ নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা ২৯ মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এই বিষয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কল্যাণমুখী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে রাখার ছবিটি তুলে ধরেন। এরপরই এই বিজ্ঞপ্তি জারি।

সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, 'দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের মানুষের তরফে আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যিনি চা ও সিঙ্কোনা বাগান এলাকায় সমস্ত সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করেছেন।' তিনি আরও জানান, 'রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকরা এখন আয়ুষ্মান ভারত, উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি ও আইসিডিএস–এর মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি সহজেই পাবেন।'

বাংলায় ১.১ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্য শুরু

অলক সরকার ও সঞ্জয় বিশ্বাস
শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং, ৫ জুন

পরিবেশ দিবসে এবার শুরু হল 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি। লক্ষ্য, গোটা বাংলায় ১.১ কোটি বৃক্ষরোপণ করা। শিলিগুড়ি চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরে এক অনুষ্ঠানে এসে জানালেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি। তিনি নিজেও এদিন স্কুল ক্যাম্পাসে রোপণ করেন গাছের চারা। পড়ুয়াদের গাছ লাগানো নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। এদিন বন বিভাগের কর্তাব্যক্তি ছাড়াও শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলর অমিত জৈন, বিবেক সিং–সহ অনেকে ছিলেন। এদিন পাহাড়ে মূল অনুষ্ঠানটি হয় দার্জিলিঙের ঐতিহাসিক 'ওল্ড ক্রিশ্চিয়ান সিমেট্রি'–তে জেলা প্রশাসন ও পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে। সিঙ্গালিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র রক্ষার এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে পরিবেশবাদী গোষ্ঠী, স্থানীয় বাসিন্দা, ট্রেকিং সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন।

শিলিগুড়ি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন। ছবি: শৌভিক দাস

CENTURYPLY
সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
সিআইএন: এল২০১০১ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৪৩৫
রেজিস্টার্ড অফিস: পি-১৫/১, তারাতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৮৮
টেলি: (০৩৩) ৩৯৪০৩৯৫০;
ইমেল: investors@centuryply.com; ওয়েবসাইট: www.centuryply.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ")-এ অদত্ত / অবিক্রীত লভ্যাংশ হস্তান্তর রোধ করার জন্য কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আপডেট এবং স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক"-এর সূচনা

সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("আপনার কোম্পানি")-এর শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("আইইপিএফএ"), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ")-এর ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের চিঠি অনুযায়ী আপনার কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান "সক্ষম নিবেশক" শুরু করেছে। এই প্রচারাভিযানের সময় যে সকল শেয়ারহোল্ডাররা তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি বা তাদের কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিবরণ আপডেট করেননি বা অবিক্রীত লভ্যাংশ এবং শেয়ার সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ এম/এস মাহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে তাদের ঠিকানা: ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তলা, কলকাতা - ৭০০০০১ বা ই-মেইল আইডি: contact@mdplcorporate.com টেলি: ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮ / ২২৪৩ ৫০২৯, ওয়েবসাইট: https://www.mdpl.in/-এ লিখতে পারেন এবং কোম্পানির ই-মেইল আইডি: investors@centuryply.com-এ আরও ই-মেইল পাঠাতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা আরও জেনে রাখতে পারেন যে, শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি, ব্যাঙ্ক বিশদ, নমিনি এবং যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদি আপডেট করার জন্য এবং তাদের শেয়ার ও লভ্যাংশের পরিমাণ আইইপিএফএ-তে হস্তান্তর হওয়া রোধ করতে তাদের অদত্ত/অবিক্রীত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য সক্রিয়ভাবে এবং বিশেষভাবে এই প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে।

সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫ জুন, ২০২৬

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

পুরুলিয়া সার্কেল
(রাধাকৃষ্ণ মোড়, রাজা বাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া– ৭২৩১০১)

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একটি উপযুক্ত প্রস্তুত এবং ভালোভাবে নির্মিত / নির্মাণাধীন হল টাইপ বিল্ডিং প্রয়োজন যার:
১. ব্রাঞ্চ অফিস (ই-লবি-র জন্য জায়গাসহ)-এর জন্য কার্পেট এরিয়া ২০০০ বর্গফুট (আনুমানিক), লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত স্থানে:
ক. বিদ্যমান ব্রাঞ্চের কাছাকাছি ব্রাঞ্চ অফিসের (ই-লবি সহ) জন্য, গ্রাম ও পোঃঅঃ– বাগমুন্ডি, থানা– বাগমুন্ডি, জেলা– পুরুলিয়া, পিন: ৭২৩১৫২-এর মধ্যে অবস্থিত।
উপরিউক্ত স্থানে, প্রেমিসেস গ্রাউন্ড ফ্লোরে হতে হবে এবং যদি ফার্স্ট ফ্লোরে হয়, তবে অবশ্যই লিফট সুবিধা থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার এই ধরনের প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিক/নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডাররা, যারা দীর্ঘমেয়াদী লিজ ভিত্তিতে, বিশেষত ১৫ বছর এবং তার বেশি সময়ের জন্য তাদের সহজেই উপলব্ধ প্রেমিসেস লিজ দিতে প্রস্তুত, তারা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.pnbindia.in-এ উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম্যাটে তাদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন বা অফিস চলাকালীন উপরোক্ত ঠিকানা থেকে একই ফর্ম্যাট সংগ্রহ করা যেতে পারে।
বিড দুটি কভার সিস্টেমের অধীনে জমা দিতে হবে। প্রযুক্তিগত বিবরণ সম্বলিত কভারটি খাম নং ১ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং খামের উপরে 'টেকনিক্যাল বিড' লিখতে হবে এবং আর্থিক বিবরণ সম্বলিত কভারটি খাম নং ২ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং খামের উপরে 'ফিনান্সিয়াল বিড' লিখতে হবে। সঠিকভাবে সিল করা এই দুটি কভার একটি ৩য় কভারের মধ্যে রাখতে হবে যার উপরে "Offer of Premises for Punjab National Bank B/o BAGMUNDI" লেখা থাকতে হবে এবং এতে প্রস্তাবকারীর নাম এবং ঠিকানা/ফোন নম্বরও থাকতে হবে। সঠিকভাবে সিল করা ৩য় কভারটি এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে: "দ্য চিফ ম্যানেজার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সার্কল অফিস পুরুলিয়া, জিএসএডি ডিপার্টমেন্ট, এস এস গাঙ্গুলি রোড, রাধাকৃষ্ণ মোড়, রাজা বাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১"। ফর্ম্যাটের বিশদ বিবরণ উপরোক্ত ব্রাঞ্চ থেকে পাওয়া যেতে পারে। সঠিকভাবে সিল ও স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাব বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে (১৯.০৬.২০২৬ তারিখে বা তার আগে) উপরিউক্ত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। প্রস্তাবিত বিড বি/ও-বাগমুন্ডি-তে জমা দেওয়া যেতে পারে।
ব্যাঙ্কের দ্বারা কোনও ব্রোকারেজ প্রদান করা হবে না। ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনাবোধে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
-স্বা-
সার্কল হেড

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
সেকেন্ড ও থার্ড ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর অনুমোদিত আধিকারিক মেসার্স লাইফ লাইন ডায়াগনস্টিক্স, বিদ্যমান ঠিকানা: ৯, এন সি মিত্র রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা–৭০০০২৮, নতুন ঠিকানা: শপ নং ১৯ (গ্রাউন্ড ফ্লোর) এবং শপ নং ১৪, ১৫ এবং ১৬ (ফার্স্ট ফ্লোর), রাধাকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, ২, এন সি মিত্র রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা–৭০০০২৮–এর থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা) এর পাওনা বাবদ ₹২,৬৩,৮০,৬২২.০০ (দুই কোটি তেষট্টি লক্ষ আশি হাজার ছশো বাইশ টাকা মাত্র), তৎসহ পুনরায় সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির ...

... (অংশীদার ও জামিনদার), পিতা প্রয়াত সুকুমার ঘোষ এবং স্বামী সোমশুভ্র দত্ত গুপ্ত
জে–২০৫, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, থানা পাটুলি, পোঃ পঞ্চসায়র নগর, কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৯৪
খ) ধর্মতলা স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
... পুর ড্রেন তারপর দাগ নং ৮৮১ এর অধীন সম্পত্তি; পশ্চিম: দাগ নং ৮৮৭ এর অধীন সম্পত্তি (সম্পত্তির অবস্থান দমদম ক্যান্ট রেল স্টেশন থেকে ২০০ মিটার)।

যোগাযোগের বিশদ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে।
পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০৬.২০২৬ থেকে ২৩.০৬.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬; সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com
অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন (ই–মেল: support.baanknet@psballiance.com)। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–তে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক support.baanknet@psballiance.com মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন। সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস
তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

इण्डियन ओवरसीज बैंक आपकी प्रगति का सच्चा साथी Indian Overseas Bank Good people to grow with

রিজিওনাল অফিস কলকাতা–II, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইট হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
যেহেতু, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

বাগুইআটি শাখা: এইচ/এইচ–১৯/১, মাঙ্গলিক ভবন, ভিআইপি রোড (৪৪ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে), পোঃঅঃ– অশ্বিনীনগর, কলকাতা–৭০০১৫৯, ফোন: ৮৯২৫৯৫২১২২; ই–মেল: iob2122@iob.in
ঋণগ্রহীতাগণ ও বন্ধকদাতাগণের নাম ও ঠিকানা:
১) বিকাশ সিং, পিতা রাজেন্দ্র সিং (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
ঠিকানা লাইন ১: বিজি ৩০, হানাপাড়া, সেকেন্ড ফ্লোর, উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, রিশনাপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১০২
ঠিকানা লাইন ২: ফার্স্ট ফ্লোর, প্যাক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, বিএফ–১৩২/১, রবীন্দ্রপল্লী, কেষ্টপুর, কলকাতা–৭০০১০১
...
১২, মৌজা– নারায়ণ কুড়ি, পোঃঅঃ– এগারা, থানা– রানিগঞ্জ, এডিএসআর– রানিগঞ্জ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩২৩।
স্বত্বাধিকারীর নাম: শ্রী স্বপন পাল এবং শ্রীমতী শর্মিলা পাল।
সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:
উত্তর– শ্রীকান্ত বাউড়ির সম্পত্তি; দক্ষিণ– রাস্তা; পূর্ব– অক্ষয় ধাড়ার সম্পত্তি; পশ্চিম– চণ্ডী সূত্রধরের সম্পত্তি।
CERSAI আইডি: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: ৪০০০৬৪৭৩১৯৫৭; অ্যাসেট আইডি: ২০০০৬৫৬২২৭২২
জানা দায় (যদি থাকে): ব্যাঙ্কের জানা নেই
* বিধিবদ্ধ বকেয়ার আগে ব্যাঙ্কের পাওনা অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষণ মূল্য: ₹২০,৪৮,০৪০.০০ এবং জামানত (ইএমডি): ₹২,০৪,৮০৪.০০

সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার ওপর ব্যাঙ্কের বকেয়ার অগ্রাধিকার থাকবে।
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ₹১০,০০০/-
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২২.০৬.২০২৬ পর্যন্ত সমস্ত কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: বিক্রি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সময়বৃদ্ধি সহ ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত নিম্নলিখিত প্ল্যাটফর্মে https://baanknet.com/
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন-
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://baanknet.com/ (পরিষেবা প্রদানকারীর ই-নিলামের ওয়েব পোর্টাল)
তারিখ: ০১.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

হারানো/প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি

● মহাশয়, আমার মক্কেল ৪০সি পোষ্ট অফিস রোড নিবাসী সঞ্জয় পুরকায়স্থ, পিতা স্বর্গীয় মানিক চন্দ্র পুরকায়স্থ, অজয় কনস্ট্রাকশনের প্রোমোটার জ্যোৎস্না মাইতিদির সহিত নোটারি করা ডেভলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং পাওয়ার অফ এটর্নী মৌজা- দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা– দমদম, আর এস / এল আর নং ১২০, এল.আর খতিয়ান নং ১ এবং ৯২ নং ডা. এস পি মুখার্জি রোড অবস্থিত ৪ কাঠা ৩ ছটাক ৩৩ স্কোয়ার ফিট সংক্রান্ত ডকুমেন্ট হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যদি কেহ উক্ত ডেভলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট ও পাওয়ার পাইয়া থাকেন তবে আমার উক্ত মক্কেল ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। **অমরেন্দ্র কলা, এ্যাডভোকেট ২১/৪/১০/২, এ. কে. মুখার্জী রোড, কলকাতা– ৭০০০৯০ মোবাইল: ৯৮৩০০৩৫৯৬৭**

● I Rajveer Mahato, s/o Mr. Manoj Mahato, R/o-106, khurigachi Dakhin para Main Road, Bhadreswar, Hooghly-712124. Lost/Misplaced my CISCE Examination Result of class-x,(UID-8704280, Index no- 1267512 / 051, ICSE, year Of examination - 2026.) from my custody. Which I lodged a G. D at Bhadreswar police station vide GDE NO- 201 on-4/6/26.anybody find the same please contact me.

বিজ্ঞপ্তি

(সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি)
প্রবর্তক সংঘের সম্পত্তির আংশিক বিক্রয় সংক্রান্ত জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ অনুসারে নিবন্ধিত 'প্রবর্তক সংঘ', যার নিবন্ধন নং S0906914 (১৯৪৬-৪৭) এবং লিগ্যাসি নিবন্ধন নং ১৪০৪৯/৫৫৯, এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় বোড়াইচণ্ডীতলা, ওয়ার্ড নং-৪, চন্দননগর পৌর নিগমের অন্তর্গত, ডাকঘর ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১৩৬-এ অবস্থিত, উক্ত সংঘের বৃহত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াছে।

উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি দীর্ঘ ৩০ (ত্রিশ) বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ প্রবর্তক সংঘের শান্তিপূর্ণ, প্রকাশ্য, নিরবচ্ছিন্ন, বৈধ ও প্রকৃত দখল, ভোগ ও অধিকারে রহিয়াছে।

প্রস্তাবিত বিক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং জনস্বার্থ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি সংঘের অফিস নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এছাড়াও দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ করা হইতেছে, যাতে সাধারণ জনগণ উক্ত প্রস্তাবিত লেনদেন সম্পর্কে অবগত হইতে পারেন।

এই প্রেক্ষিতে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ অনুসারে নিবন্ধিত **MONDAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED** যাহার (CIN No. U45203WB2004PLC099007 ও PAN No. AAECM1125F), যার নিবন্ধিত কার্যালয় উত্তরায়ণ, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, ডাকঘর-চুঁচুড়া (আর. এস.), থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১০২, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, এবং যাহার পক্ষে পরিচালক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল, পিতা-প্রয়াত সিতাংশু শেখর মণ্ডল প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বর্তমান বাজারমূল্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত মূল্য প্রদানপূর্বক ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ প্রবর্তক সংঘের দাতব্য, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, সমাজকল্যাণমূলক ও জনহিতকর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সংঘের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হইবে।

প্রবর্তক সংঘের কার্যনির্বাহী সমিতি / পরিচালন সমিতি Resolution No. PS/GB-4, dated 25.01.2025 অনুসারে উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করিয়াছে।

(তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিবরণ)

জেলা ও ডি. এস. আর অফিস হুগলী, থানা, মৌজা ও ডি. এস. আর. অফিস চন্দননগর, জে. এল নম্বর ০১-এর ০৫ নম্বর সীটের অধীন, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অর্ন্তভুক্ত ৪ নম্বর ওয়ার্ডের **259/C** নম্বর **হোল্ডিংভুক্ত** বোড়াইচন্ডীতলা নামক স্থানে গোস্বামীঘাট নামক মহল্লায় ৩৯৩ এবং ৩৯৪ নম্বর হাল এল. আর. দাগের অন্দরে হাল এল. আর. ৫৭৬ নম্বর খতিয়ানভুক্ত **"ভিটি"** জমি সম্পত্তির পরিমান **০.৬০৮ একর** বা বাংলা মাপে কমবেশি **৩৬ কাঠা ১২ ছটাক ১৬ বর্গফুট।** তাহার মধ্য হইতে বিক্রিত সম্পত্তির পরিমান ০.৪২০ একর বা বাংলা মাপে কমবেশি ২৫ কাঠা ০৬ ছটাক ২০ বর্গফুট, ইহার মধ্য হইতে ০.২৩৩ একর বা বাংলা মাপে কমবেশি ১৪ কাঠা ০১ ছটাক ১৩ বর্গফুট, হাল. এল. আর. ৩৯৪ দাগের এবং ০.১৮৭ একর বা বাংলা মাপে কমবেশি ১১ কাঠা ০৪ ছটাক ৪৩ বর্গফুট, হাল. এল. আর. ৩৯৩ দাগের সম্পত্তি ও অত্রসহ সকল স্বত্বাধিকার সহ বিক্রিত সম্পত্তি হইতেছে।

তপশীল সম্পত্তির চৌহদ্দির পরিচয় : উত্তর- হাল. এল. আর ৩৯৪ দাগের বক্রী সম্পত্তি। **দক্ষিন**- হাল. এল. আর দাগ নম্বর ৪০১। **পূর্ব**-হাল. এল. আর ৩৯৩ দাগের বক্রী সম্পত্তি। **পশ্চিম**-গোস্বামী ঘাট রোড।

অতএব, উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত বা সরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক, কোম্পানি, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি কোনো প্রকার স্বত্ব, অধিকার, মালিকানা, দখল, দাবি, চার্জ, বন্ধক, লিয়েন, ইজারা, উত্তরাধিকার, ইজমেন্ট বা অন্য কোনো স্বার্থ দাবি করেন, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ লিখিত আপত্তি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি প্রাপ্ত না হইলে এই মর্মে অনুমান করা হইবে যে, উক্ত সম্পত্তির উপর কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কোনো দাবি বা স্বার্থ নাই এবং প্রবর্তক সংঘ প্রস্তাবিত বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে স্বাধীন থাকিবে। পরবর্তীকালে উত্থাপিত যেকোনো দাবি পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শিবম কুমার চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট, কলকাতা উচ্চ আদালত
মোবাইল: ৭৮৯০৫ ৩৮৫২৭

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা– সোনারপুর, জে. এল. নং ৩৬, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৮ নং ওয়ার্ডের অধীন মৌজা হরিনাভি, এল আর ৪, ১১২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৮৫৩, ৮৬৬ নং দাগের জমি বিক্রয় করিতেছি। যদি উক্ত সম্পত্তির মালিকানা লইয়া কাহারো কোন দাবিদাওয়া থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত ৮২৯১৭২৭৫৬০ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

DEBABRATA CHAKRABORTI, Advocate

● শ্রী ভোলানাথ খাঁর পক্ষে সজল ঘোষ ও দিলিপ খাঁর পক্ষে বিশ্বজিৎ ভঙ্গর উভয় আলিপুরে DSR-II রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল নম্বর 7345/2022 ও 1245/2026 এর 4421/2026 (আলিপুর DSR- II) নং দলিলবলে তুহিনকুমার মান্না 1 কাঠা 8 ছটাক জমি খরিদ করেন মৌজা- কৃষ্ণনগর, LR দাগ- 283, 284 ও LR খতিয়ান- 9822, 439 যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে কলকাতা ব্লকে B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন।

RAJ DEY, Advocate

● শ্রী কর্ণধর বর, কেনারাম বর, ধর্মদাস বর এর পক্ষে আমমোক্তার বিশ্বজিৎ ভঙ্গর আলিপুরে, DSR-II রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল নম্বর- 06939/2025 এর 16700/2025 (আলিপুর DSR-II) নং দলিলবলে গোপিনাথ বর 1 কাঠা জমি খরিদ করেন মৌজা-কৃষ্ণনগর LR দাগ- 273 ও LR খতিয়ান- 139, 93, 259 ও যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে 30 দিনের মধ্যে কোলকাতা ব্লকে B.L&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন

RAJ DEY, Advocate

● শ্রী ভোলানাথ খাঁর পক্ষে সজল ঘোষ, দিলিপকুমার খাঁর ও সখী বালা রং এর পক্ষে বিশ্বজিৎ ভঙ্গর উভয় আলিপুরে, DSR-II রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল নম্বর 7345/2022 ও 1245/2026 এর 3654/2026 (আলিপুর DSR-II) নং দলিলবলে অমিত মন্ডল 1 কাঠা জমি খরিদ করেন মৌজা- কৃষ্ণনগর LR দাগ-283, 284 ও LR খতিয়ান- 107, 439 যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে কলকাতা ব্লকে B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন।

RAJ DEY, Advocate

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আকবর আলি মল্লিক, আনসার উদ্দিন মল্লিক ও আনসুর মল্লিক মহাশয়গন তেলাড়ী মৌজায় এল.আর ১৫৪ নং খতিয়ানে এল.আর ১৩০৬ নং দাগে ২৩ শতক এবং এল.আর ২৩২৯ ও ২৩৩০ নং খতিয়ানে এল.আর ১২৮৭ নং দাগে ২০.৫০ শতক জমি একত্রে বিগত ইংরাজি ২৫/০৮/২০২১ তারিখে বজবজ এ.ডি.এ স.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪৩৩ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা বারাতলা নিবাসী সেখ আমিরকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তদপর উক্ত আমমোক্তার বলে আমার মক্কেল আমিরুল খাঁ ও মনিরুল খাঁকে বিগত ইংরাজি ২০/০৫/২০২৪ তারিখে বজবজ এ.ডি.এস.আর অফিসে ১৩১৯ নং দলিল মূলে তেলাড়ী মৌজায় এল.আর ২৩২৯ ও ২৩৩০ নং খতিয়ানে এল.আর ১২৮৭ নং দাগে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করেন তাহা সকলকে অবগত করাইলাম। Abhijit Ruidas (Adv)

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, কাশীপুর-দমদম সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত বুক নং-১, ভলিউম নং-৩৪, ৭৫ থেকে ৮৬ পৃষ্ঠায় নথিবদ্ধ,দলিল নং-০১৫২৭/১৯৯৬ হিসেবে চিহ্নিত ২৯শে মার্চ ১৯৯৬ সালের তারিখে সম্পাদিত একটি মূল 'হস্তান্তর দলিল' হারিয়ে গেছে। এই দলিলটি ১২৩/৭/৩/৩ (পূর্বতন ১২৩/৭/৩), গোপাল লাল ঠাকুর রোড, থানা-বরানগর, কলকাতা-৭০০০৩৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা (বরানগর পৌরসভা এলাকা)-য় অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রথমে প্রদীপ মাইতি ক্রয় করেছিলেন (এবং তাঁর কাছ থেকেই আমার মক্কেল, শ্রী মনোরঞ্জন পালের কন্যা-শ্রীমতি অঙ্কিতা পাল-উক্ত ফ্ল্যাটটি ক্রয় করেন)। উক্ত মূল স্বত্ব দলিলটি আমার মক্কেলের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে; এমতাবস্থায়, এই দলিলের হারানোর বিষয়টি জানিয়ে আমার মক্কেলের পিতা বরানগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন ০৩/০৬/২০২৬ তারিখে যার নম্বর ২৪২। যদি কোনো ব্যক্তি এই দলিলটি পেয়ে থাকেন কিংবা বর্তমানে তাঁর কাছে এটি থেকে থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্বক তিনি যেন এটি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত প্রদান করেন। আমার মক্কেল উক্ত স্বত্ব দলিল বা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিয়ে কখনোই অন্য কারো সাথে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করেননি, সুতরাং, এই বিষয়ে অন্য কারো কোনো দাবি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। সুদীপ্ত কুমার দাস আইনজীবী ৩এ, গারস্টিন প্লেস, ৩য় তলা,কক্ষ নং-৩০৪, কলকাতা-১ মোবাইল- ৯৪৩৩৭৪৫৭৩০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছি যে, আমার মক্কেল শ্রী Ganesh Dam. পিতা - মৃত নিতাই চন্দ্র দাম, সাং- ৪৪/১, যশোর রোড, বারাসাত, পোঃ + থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা পিন- ৭০০১২৪,তাহার নিজস্ব একটি দোকানঘর যাহা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তরগত বারাসাত থানার অধীন মৌজ বারাসাত দাগ নং ২৬১ জমির পরিমান ২ কাঠা ৪ ছিটাক জমির উপর প্রথম তলায় উক্ত দোকান ঘরটি তিনি AFJAL HOSSAIN S/O-SUJAYET HOSSAIN কে তিন বছরের চুক্তিতে দোকানঘরটি ভাড়া দিয়েছিলেন যাহার নাম নিউ সেনসেসান পার্লার যাহার মেয়াদ ০১/০১/২০২৫ হইতে ৩১/১২/২০২৮ পর্যন্ত কিন্তু আপনি ঠিকমত ভাড়া প্রদান না করিবার কারনে আমার মক্কেল আপনাকে তিনটি লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু বারংবার আপনি তাহা রিসিভ করিয়া পরবর্তীতে কোনরকম যোগাযোগ করিতেছেন না। আমার মক্কেল আপনার কাছে বিগত পাঁচ মাসের ভাড়া অর্থাৎ ৩১০০০ x ৫ = ১,৫৫,০০০/- একলক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা পাইবেন। আপনি ভাড়াও দিচ্ছেন না এমনকি দোকান খালি ও করিতেছেন না এবং কোন রকম সমস্যার সমাধানে আগ্রহী হচ্ছেন না। এইমর্মে তিনি বারাসাত থানায় একটি জি.ডি.ই করেন যাহার নম্বর ৪৪৮ তারিখ ০৪/০৬/২০২৬।

অতএব উক্ত দোকানঘর সম্পর্কিত কোন প্রকার লেনদেন, ভাড়া, হস্তান্তর করলে তা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী হইবে এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যদি দোকান এর ভাড়া পরিশোধ না করিয়া দেন তাহলে আমার মক্কেল তাহার ভাড়া দেওয়া দোকানটি একতরফা দখল লইবেন ও তালা খুলিয়া ঘর ফাঁকা করিবেন। পরবর্তীকালে কোন রকম দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না। যোগাযোগ নং-9748812734.

পুলক সরকার
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল সুদীপ দাস ও ডলি দাস,২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত)৩৪৬৪,৩৫৬৬ ও ৩৪৬৭ নং কোবালা দলিল মূলে ৬৭১/২০২৬ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, মৌজা - হরিনাভী (৩৬)এল আর ৮০৫ নং দাগে এল আর ৬৯৪,১৬৭০ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং MN/2026/11721,11729 ও 12452,উক্ত কেস তিনটেয় কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

● STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor), 11A, MIRZA GHALIB STREET KOLKATA-700087

NOTICE

To, Sri Arun Ghatak, S/O Lt. Krishnadhan Ghatak Residing at 8/3, Bakultala Lane, P.O.- Konnagar, P.S.-Uttarpara, District- Hooghly, Pin- 712235 Whereas, Bakul Sarkar, represented through her constitute attorney, viz. Shelly Saha has instituted a Revision Petition being No. SC/19/RP/56/2025 against you. Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-I of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 10th day of June, 2026 at 10:30 O'clock in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence. Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 3rd Day of June.2026. Sd/- Registrar-in-Charge State Commission, W.B.

● জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা আলিপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ৫ম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৩/২০২৬ (সাকসেশান সার্টিফিকেট) শ্রীমতী মৌসুমী বিশ্বাস স্বামী-স্বর্গীয় তাপস ওরফে তপেস চন্দ্র বিশ্বাস সাং- ১২এ/১৩/৩, পশুপতি ভট্টাচার্য্য রোড, থানা- বেহালা,কলিকাতা-৭০০০৩৪, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা। ......দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী ১২এ/১৩/৩, পশুপতি ভট্টাচার্য্য রোড, নিবাসী মৃত তাপস ওরফে তপেস চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ত্যাক্ত ৩৬,৬৩,৩০৬.৫১ টাকা, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, এ্যাকাউন্ট নং-১০৯৫৯০৪১৪৪৩, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিউ আলিপুর শাখা, পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত সাকসেশান সার্টিফিকেট মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা এক তরফা মতে শুনানী হইবে। অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার আলিপুর ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত দক্ষিন ২৪ পরগণা। 01.06.2026

বিজ্ঞপ্তি

জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মোকাম শিয়ালদহ, ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত এ্যাক্ট ৩৯, (সাকসেশন) কেস নং ৫৬/২০২৫

১. সীমা সমাদ্দার, স্বামী মৃত পঙ্কজ সমাদ্দার
২. প্রিয়া সমাদ্দার, উভয়ের সাং ১৩/৫২, রাজা মনীন্দ্র রোড বেলগাছিয়া, থানা- চিৎপুর কলকাতা- ৭০০০৩৭
৩. গৌরভ সমাদ্দার, সকলের পিতা মৃত পঙ্কজ সমাদ্দার, সাং ১৩/এইচ/৫২ রাজা মনীন্দ্র রোড বেলগাছিয়া, থানা চিৎপুর কলকাতা- ৭০০০৩৭।

.......................দরখাস্তকারীগণ

এতদ্বরা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, মৃত বিজয় গোপাল সমাদ্দার, পিতা- মৃত বদুনাথ সমাদ্দার, সাং ১৩/এইচ/৫২ রাজা মনীন্দ্র রোড বেলগাছিয়া, থানা চিৎপুর কলকাতা- ৭০০০৩৭ এবং মৃতা সুধারানী সমাদ্দার, স্বামী মৃত বিজয় গোপাল সমাদ্দার, সাং ২৯০/১, এল. এন. রোড রবীন্দ্রনগর, থানা- দমদম, সাউথ দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণ, পশ্চিমবঙ্গ, কোলকাতা- ৭০০ ০৬৫ মহাশয়/মহাশয়ার যৌথ বন্ধন ব্যাঙ্ক, গোরা বাজার শাখায় গচ্ছিত ২,১৬,৫৩৫/- (দুই লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) টাকা ও তাহার সুদ সমেত পাইবার জন্য অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেটের দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগন ব্যাতীত অপর কোন ওয়ানিশ নাই। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবুর মারফৎ উপরোক্ত আদালতে লিখিত আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে,
সেরেস্তাদার, বলরাম মৌলিক, 21/04/2026
District Delgate Court, Sealdah, 24 PGS (S)

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে মক্কেল শ্রী গৌতম কুমার পোদ্দার পিতা স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র পোদ্দার গত ইংরেজী ২৩.০২.২০২১ তারিখে বেহালা সাব রেজিষ্ট্রী রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কোবালা দলিল মূলে যাহা দলিল নং ০৩২৭৩৬/২১ কমবেশী ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি এবং শ্রী ওম প্রকাশ চৌধুরী, পিতা শ্রী সীতারাম চৌধুরী গত ইংরেজী ১৯.০৩.২০২১ তারিখে বেহালা সাব রেজিষ্ট্রী রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কোবালা দলিল মূলে যাহা দলিল নং ০৪৪৯৫/২১ কমবেশী ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি উভয়ের মৌজা পূর্ব্ববড়িশা, দাগ নং ৩৫২৮, খতিয়ান ৫৪৪, থানা-ঠাকুরপুকুর, জে.এল. নং ২৩ উক্ত দুইটি দলিল মূলে শ্রীমতী সুচিত্রা বিশ্বাস মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করিয়া লয়েন।

শ্রীমতী রানী বালা সাহা, স্বামী দেবব্রত সাহা পক্ষে নিযুক্ত অমমোক্তার শ্রী শতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট হইতে গত ইংরেজী ১০.০৭.২০১৮ তারিখে আলিপুর ডি, এস আর ২ নং রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৭৪৩৮/১৮ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন (যাহা ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে এআরএ কলকাতা আমমোক্তর দলিল নং ০৩৩৮১/০৬) এলআর ৩৫২৮ দাগে উক্ত জমি জমা স্থানীয় বিএল ও এলআরও অফিস কলকাতা-৭০০০১৩ অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

উত্তম হালদার
আডভোকেট
আলিপুর পুলিশ কোর্ট, কলকাতা-২৭
ডব্লবি/৯৩৭/০৭

নাম পদবি পরিবর্তন

● I Nirmal Kumar Ghosh S/o Late Gadadhar Ghosh R/o Vill-Susuna, P.O.-Tarasusuna, P.S.-Monteswar, Dist.-Burdwan, Pin-713145, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Ghosh as declared before the Notary Public at Burdwan Court vide affidavit no.1107 dated 07.07.2017 Nirmal Kumar Ghosh and Nirmal Ghosh both are same & one identical person

● I, tumpa banik kar wife of sadhan banik Date of birth 10/01/1979 residing at 2 No. Vivekananda Colony, Panihati, North 24 Parganas, Kolkata – 700114, have changed my name to tumpa banik vide affidavit dated 02/06/2026 at C.J.M.'s Court, 2 Bankshall Street, Kolkata – 700001

● I, Birendra Kumar Choudhary, S/o Puran Mal Choudhary, R/o 40 Narayan Chandra Sen Lane.Salkia/ Howrah-711106, have changed my name to Birendra Kumar Agarwal vide affidavit Sl no 16318/26 dated 29/05/2026.

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি GOBINDA MISTRI (আধার কার্ড নং: 8885 9478 1641, প্যান কার্ড নং: BFPPM9318J, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড নং: CSD1717917, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং: WB-23/20110130599), পিতা– কার্তিক চন্দ্র মিস্ত্রি, নিবাস: দক্ষিণ বন্দিপুর, গভর্নমেন্ট কলোনি, খড়দহ (পুরসভা), পোঃঅঃ– রহড়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১১৮, মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণি, ব্যারাকপুর সমীপে দায়ের করা ০৪.০৬.২০২৬ তারিখের হলফনামা নং ১১১ মোতাবেক এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, GOBINDA MISTRI ও GOBINDA MISIRI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ, আমি নিজে।

● আমি Tahamina Bibi W/O - Sekh Humaun ISLAM , residing at 169 Kowgachi ,Rajar bagan , P•O - Shyamnagar , P•S - Jagaddal (Basudebpur) , Dist - 24 Pgs , ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে (বিবাহের পূর্বে) ভুলবশতঃ আমার নাম Tuhusina Khatun রেকর্ড ছিল ও সঠিক নাম Tahamina Bibi । Tahamina Bibi ওTuhusina Khatun একই ব্যক্তি ও অভিন্ন , গত ০২/০৪/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষনা করা হইলো ।

● আমি, Anand Lal পিতা Ramesh Lal নিবাস 25, Netaji Pally, Palta,পোষ্ট :- Bengal Enamel, থানা:- 743122. গত 04/06/2026 তারিখে বারাকপুর কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট বলে জানাইতেছি যে আমার আধার কার্ডে (8054 7399 5114) আমার ও আমার পিতার পদবী Anand Mallick ও Ramesh Mallick হয়েছে। আমি Anand Lal ও Anand Mallick এবং আমার পিতা Ramesh Lal ও Ramesh Mallick এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Rojina Khatun Mondal, পিতা– Sajrat Mondal, স্বামী– Ismail Mondal, গ্রাম– পাল্লা, থানা– গোপালনগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনার স্থায়ী বাসিন্দা। বনগাঁ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেবিটবলে এইমর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার ছেলে Mikail Mondal, (পিতা– Ismail Mondal)– এর আধার কার্ডে ভুলবসত Mikail Ismail Mondal ছাপা হয়েছে। এছাড়াও আমার ছেলের Maharashtra State Board of Secondary এবং Higher Secondary Education Certificate–এ ভুলবসত Mondal Mikail Ismail ছাপা হয়েছে। Mikail Mondal, Mikail Ismail Mondal ও Mondal Mikail Ismail এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, Annie Bairagi Roy D/O Nishi Kanta Roy, resident of Kakdwip Subhas Nagar, P.O. Kakdwip, P.S. Harwood Point Coastal, South 24 Parganas, Pin – 743347, West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Annie Bairagi Roy to Annie Roy and henceforth I shall be known as Annie Roy in all purpose, vide affidavit no. 25 Dated 29 May 2026 sworn before the Notary Public at Alipore Judge's Court, Kolkata on 29 May 2026. Annie Roy and Annie Bairagi Roy both are same and one identical person

● I, SHAIKH NARGIS, W/o- Mujibar Rahaman Zamadar, D/o-Sirajuddin Shaikh, residing at Vill-Khodar Bazar, P.O+P.S- Baruipur, Dist- South 24 Parganas, Pin-700144, W.B. India, do hereby solemnly declare that my actual and original name is SHAIKH NARGIS. Shaikh Nargis and Nargis Zamadar is the same and one identical person indicating me only vide Affidavit no 259, dated: 02.06.2026 before the first class Judicial Magistrate at Baruipur Court, South 24 Parganas.

● আমি পাপ্পা সিংহ, পিতা- অরূপ সিংহ @ অরুন সিংহ, সাং সেনপুর শ্যামনগরপাড়া, পোঃ কালীরহাট, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, আমার ভোটার কার্ডে No. UPW1941624, আধার কার্ডে No. 771564865517 ও প্যান কার্ডে No. ESZPS4705P আমার পিতার নাম অরূপ সিংহ হইয়াছে। ০৫.০৬.২০২৬ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৭৩০০নং এফিডেভিটবলে আমার পিতা অরুন সিংহ ও অরূপ সিংহ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি সুতপা সাহা/ সুতপা শীল সাহা, স্বামী শ্রী সুমিত সাহা, বাসিন্দা– ৪জি, সমর সরণি, কাশীপুর, পি.এস. সিঁথি, কলকাতা – ৭০০০০২, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং অদ্য হইতে "সুতপা শীল" নামে পরিচিত হব, যা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাংকশাল কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর নিকট ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ১৪এসি ৭৪২১৫৪ নং হলফনামা দ্বারা ঘোষিত হয়েছে। সুতপা শীল, সুতপা সাহা, সুতপা শীল সাহা এবং সুতপা সাহা শীল এই সমস্ত নাম একই ও অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

● I, Mussarat Alam Siddique @ Musarrat Alam Siddique, wife of Faiyaz Alam, Resident of 58, Ripon Street, P.S. Park Street, Kolkata- 700016 do hereby declare that I have changed my name from Mussarat Alam Siddique @ Musarrat Alam Siddique to Musarrat Alam Siddiqui and henceforth I shall be known as Musarrat Alam Siddiqui in all purpose, vide Affidavit No. 67 sworn before the First Class Judicial Magistrate at Kolkata on 1st June, 2026. Mussarat Alam Siddique @ Musarrat Alam Siddique and Musarrat Alam Siddiqui both are same and one identical person.

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমার প্রকৃত নাম Chayna Mukhi, স্বামীর প্রকৃত নাম Shambhu Mukhi, প্রকৃত জন্ম তারিখ 03/05/1975, গ্রাম– বাবুয়া, পোস্ট+থানা– কোলাঘাট, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, ভুলবশত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের হেলথ কার্ডে আমার নাম China Mukhi এবং জন্ম তারিখ 10/06/1975 ও স্বামীর নাম Sambhu Mukhi হইয়াছে। 03/06/26 মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী তমলুক কোর্টে এফিডেভিট নং 9365 দ্বারা Chayna Mukhi, স্বামী Shambhu Mukhi, China Mukhi, স্বামী Sambhu Mukhi এবং Chayna Mukhi, স্বামী Sambhu Mukhi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সার্কল অফিস পুরুলিয়া, শশধর গাঙ্গুলি রোড, রাজাবাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১, ই-মেল: copuruliagad@pnb.bank.in

আর্কিটেক্ট ও ঠিকাদারদের তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন

সার্কেল অফিস পুরুলিয়া-এর এক্তিয়ারাধীন কম্পোজিট/সিভিল/ইন্টেরিয়র ও ফার্নিশিং/ওয়াটার প্রুফিং/ ইলেকট্রিক্যাল/এয়ার কন্ডিশনিং কাজের জন্য স্বনামধন্য এবং প্রতিষ্ঠিত আর্কিটেক্ট/আর্কিটেকচারাল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.pnbindia.in/Tender.aspx** দেখতে পারেন। যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থাগুলি চিফ ম্যানেজার, জিএসএডি, সিও পুরুলিয়া (মিঃ হিতেশ সোনোয়াল মোবাইল- ৯৮৫৯৯৩০৬৫২)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের copuruliagad@pnb.bank.in-এ মেইল করতে পারেন। সিল করা আবেদন পাঠানোর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা হলো চিফ ম্যানেজার, জিএসএডি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সার্কল অফিস পুরুলিয়া, শশধর গাঙ্গুলি রোড, রাজাবাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **১৯.০৬.২০২৬ বিকেল ৫:০০টা** পর্যন্ত। **-স্বা- সার্কল হেড**

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি: পরিচয়পত্র হারানো

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড দ্বারা ইস্যু করা কর্মীদের পরিচয়পত্র যার আইডি কার্ড নম্বর নিচে দেওয়া হয়েছে, তা নিখোঁজ এবং/বা হারিয়ে গেছে, যদি কেউ উক্ত পরিচয়পত্রগুলি খুঁজে পান, তবে তাকে উক্ত পরিচয়পত্রগুলি ম্যানেজার ডেট সার্ভিসেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার বিপি-৪, ডিএসএমজি -শেয়ার্ড সার্ভিসেস, জোন বি, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ১৩ তলা, সেক্টর ৫ সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১- এ ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অতএব, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সমস্ত গ্রাহকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত উক্ত আইডি কার্ড নম্বরধারী কোনো অননুমোদিত ব্যক্তিকে কোনো অর্থ প্রদান করবেন না।

ক্রম নং	এক্সিকিউটিভের নাম	আইডি নং
১	আশিষ কুমার সিং	২৬২৬০১৯
২	বিরাট সিং	২৬২৬০২৫

অনুগ্রহ করে আরও জেনে রাখুন যে, উক্ত আইডি কার্ডধারী কোনো ব্যক্তিকে কেউ যদি অর্থ প্রদান করেন তবে তিনি নিজের খরচ, ঝুঁকি এবং বিপদে তা করবেন এবং কোনো অর্থ প্রদানের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বাধ্য এবং/বা দায়ী থাকবে না।

তারিখ: জুন ০৬, ২০২৬ — ভবদীয় অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ডিজিটাইড সলিউশন লিমিটেড

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

পরিশিষ্ট IV, [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কল অফিস খড়্গপুর, এসএএম ডিপার্টমেন্ট, ফ্লোর নং ৪, এম এস টাওয়ার–২, এইচপি পেট্রল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট, ওটি রোড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৩০৫। ই–মেল: cokgpsam@pnb.bank.in

যেহেতু: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও এর ওপর সুদ সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	ক) প্রিয়রঞ্জন মাইতি, অন্নপূর্ণা সার ভাণ্ডার এর প্রোপ্রাইটর, গ্রাম–পান্নাগা, পোঃ পরগনা, থানা দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬ খ) শাখা অফিস: বেরামপুরা	আবাসিক একক বাড়ি, মাপ ০.০৩ একর, জে এল নং ২০৬, এল আর প্লট খতিয়ান নং ২৬৪, এল আর প্লট নং ১৪০, মৌজা পান্নাগা, অনিকোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা ডেবরা, জমির মাপ ১৮ ডেসিমেলের মধ্যে ৩ ডেসিমেল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪২৬। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– মালিকের ফাঁকা জমি; **দক্ষিণ**– পান্নাগা প্রাথমিক স্কুল; **পূর্ব**– সত্যরঞ্জন মাইতির জমি; **পশ্চিম**– পঞ্চায়েত রাস্তা।	ক) ১৯.০৩.২০২৬ খ) ০১.০৬.২০২৬ গ) ₹৭,২৭,১১২.৯৯ (সাত লক্ষ সাতাশ হাজার একশো বারো টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) তৎসহ তার উপর সুদ।

তারিখ: ০১.০৬.২০২৬
স্থান: খড়্গপুর

প্রমোদ কুমার মাঝি
চিফ ম্যানেজার তথা অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

Chola Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: 'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি–৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা–৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)–এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা অর্থাঙ্ক ও উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দখল নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নং : HE01KSN00000044974** **১. বরুণ কুমার বিশ্বাস (আবেদনকারী)** তেহট্ট নতুনপাড়া, তেহট্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১৬০ **২. সোহা ভ্যারাইটি ক্লথ অ্যান্ড গিফট কর্নার (সহ-আবেদনকারী)** গ্রাম- তেহট্ট পাড়া, নতুন পাড়া, থানা ও পোঃঅঃ- তেহট্ট মৌজা- তেহট্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১৬০ **৩. তনুশ্রী বিশ্বাস (সহ-আবেদনকারী)** তেহট্ট নতুনপাড়া, তেহট্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১৬০	সামান্য কমবেশি ৯ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ এবং এর উপরস্থিত আনুমানিক ২৮৩৫ বর্গফুটের মোট আচ্ছাদিত এলাকা (গ্রাউন্ড ফ্লোর ১৫৭৩ বর্গফুট, এবং ফার্স্ট ফ্লোর ১২৬২ বর্গফুট) বিশিষ্ট একটি দোতলা বিল্ডিং সহ উক্ত প্রেমিসেস যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– তেহট্ট, আর এস / এল আর দাগ নং ১১৩৪-এর অংশ, এল আর খতিয়ান নং ২৬৭০, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ১৭৫৩৫, জে এল নং ১০১, তেহট্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানাধীন, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৬০। **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– নিখিল বিশ্বাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ– পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডলের খালি জমি; পূর্ব– শ্যামসুন্দর বিশ্বাসের সম্পত্তি; পশ্চিম– শ্যামনগর তেহট্ট রোড।	ক) ০৯.০৩.২০২৬ খ) ₹২৬,৬১,৩৮৫.০০ (ছাব্বিশ লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশো পঁচাশি টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০২৬ **অনুযায়ী** এবং তার ওপর সুদ গ) **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ০৩.০৬.২০২৬

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

রসুলপুর শাখা
গ্রাম ও পোঃঅঃ– রসুলপুর, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১৫১

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ ও নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন যেটি ০৯.০৭.২০২৬ **তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ই–নিলাম উপায়ে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স নির্মলা জুয়েলার্স অ্যান্ড ডায়মন্ড** গ্রাম–বিনয়পল্লী, পোঃ রসুলপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১৫১ **মিঃ সঞ্জয় চৌধুরি (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা/জামিনদার)** পিতা সন্তোষ চৌধুরি, গ্রাম–বিনয়পল্লী, পোঃ রসুলপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১৫১ **শাখা: রসুলপুর**	**প্রপার্টি আইডি: IDIB50394786749** সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা সাহানুই, জে এল নং ১৩৩, আর এস এবং এল আর নং ১৪২৮, এল আর খতিয়ান নং ১৬৬৩, নিমো ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মহল্লা নতুন রাস্তা, গ্রাম বিষ্ণুপুর, পোঃ রসুলপুর, থানা মেমারি, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩১৫১, জমির মাপ ৬ শতক, মেমো নং 966/Conv/BL/MEM-1/15 কনভার্সন কেস নং ৮৩/১৫ অনুসারে বাস্তুতে শ্রেণীভুক্ত। চৌহদ্দি: উত্তর: ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ: মিন্টু বিশ্বাসের ফাঁকা জমি; পূর্ব: বিশ্বনাথ বিশ্বাস এবং চন্দ্রা ঘোষের সম্পত্তি; পশ্চিম: সিপুল বিশ্বাসের ফাঁকা জমি।	₹১০,৭৫,৮৫৪.০০ (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) তৎসহ ২১.১১.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) ₹১২,৯৬,০০০.০০ খ) ₹১,২৯,৬০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০ ঘ) আমাদের জানা নেই ঙ) প্রতীকী

(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ: ০৮.০৬.২০২৬ থেকে ০৬.০৭.২০২৬, কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা) (সংশ্লিষ্ট শাখায়)
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিসমূহ জমার শেষ তারিখ ও সময়: ০৮.০৭.২০২৬, বিকাল ৪টা পর্যন্ত
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://www.baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন (ই–মেল: support.baanknet@psballiance.com)। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–তে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com** মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।

সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।

https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

TENDER NOTICE

NIeT-07/E.O./2026,
(ID 2026_ZPHD_1026121_1)
NIeT-08/E.O./2026
(ID 2026_ZPHD_1026282)
NIeT-09/E.O./2026,
(ID 2026_ZPHD_1026293)

Tender is invited by the Ranibandh Panchayat Samity for different works. Details visit at Office or www.wbtenders.gov.in, www.bankura.nic.in

Sd/-
Executive Officer
Ranibandh Panchayat Samity
Ranibandh :: Bankura

Haldia Energy Limited

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Tender No. HEL/TL/T/01

Haldia Energy Limited (HEL) invites sealed bids from eligible domestic bidders for Strengthening/Replacement of corroded members and Protective treatment for Regular & River Crossing Tower structures and Protective treatment to Steel Piles for River Crossing Towers for life enhancement of 400 KV D/C Haldia-Subhashgram Transmission Line.

For scope of work, eligibility criteria and other terms and conditions of NIT, please visit our website: https://haldiaenergy.co.in

---

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & Collector,
Purba Medinipur (Dist. ICDS Cell)

CORRIGENDUM/RESCHEDULE NOTICE of E-Tenders

Sl No	Tender Notice No and Date	Description of Job	Rescheduled Last Date of uploading Tenders into E-Tender portal
1	234/IX-5/ICDS to 260/IX-5/ICDS, Dated-27.05.2026 for all 27 No. Tenders	Storing cum Carrying of dietary articles of ICDS and other materials at Project level.	**26.06.2026 up to 12.00 PM**
2	261/IX-5/ICDS to 264/IX-5/ICDS Dated 27/05/2026 for all 4 No Tenders	Lifting and Transporting of Rice from FCI/ DCFS Godown to ICDS Projects Godown of Purba Medinipur.	**01.07.2026 up to 12.00 PM**

Details of the e-Tendes and Tender Forms for all of the above e-Tenders may be downloaded from **https://www.wbtenders.gov.in from 16.06.2026 after 12.00 PM.** All standard Rules & Guidelines for e-Tenders is applicable. All other terms and conditions of the original tender documents shall remain unchanged.

By Order
Sd/-
DPO, ICDS, Purba Medinipur
& Member-Convenor, DLTC

DATE CORRIGENDUM

The Superintending Engineer, North Circle, MED invites e-Tender as per given NIeT within Cooch Behar Municipality. The tender details as given below:
01 of **SE(N)/MED/2026-27** Dated:- **12.05.2026** Tender Id: **2026_MAD_5013973_1.** Bid submission end date:-**12.06.2026 at 03:00 PM.** Details of e-NIT and Tender Documents may be downloaded from **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer,
North Circle, MED.

Haldia Energy Limited

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Tender No. HEL/SP/T/01

Haldia Energy Limited (HEL) invites sealed bids from eligible domestic bidders for Shore protection and other miscellaneous protective work at HEL Intake premises at Latpatia, Haldia, West Bengal, India.

For scope of work, eligibility criteria and other terms and conditions of NIT, please visit our website: https://haldiaenergy.co.in

---

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESORUCES DIVISION KOTA, DISTT. - BILASPUR (C.G.)
e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
(FIRST CALL)

System Tender No.192412/ NIT No.: 02/SAC/2026-27 Dated: 05.06.2026

Online Tenders are invited for the following works upto 30.06.2026 at 17.30 Hour

NIT No.	Tender System No.	Name of work	Probable Amount
02/SAC/26-27 Dt. 05.06.26	192412 (FIRST CALL)	CONSTRUCTION OF BHAISAJHAR LIFT IRRIGATION SCHEME UNDER BLOCK- KOTA DISTRICT-BILASPUR	341.67 Lakhs (Excluding GST) (Based on SOR 01.05.2025 with amendment 08.08.2025)

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal (https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 12.06.2026, at 17.31 Hours. (IST) onwards.

NOTE:- 1- All eligible/interested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-procurement portal (https://eproc.cgstate.gov.in) and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/ Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.
2- It is mandatory for the tenderer to use the certificate issued for Pre Bid Qualification (Valid upto 30.09.2026) in the year 2025 in this tender.
3. The Tenderer has to exclude GST in his financial proposal.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION, KOTA (C.G.)

G-262701250/2

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

বিষয়: দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে কোচিং ট্রেনগুলিতে বেটার অন বোর্ড হাউস কিপিং সার্ভিসেস (ওবিএইচএস)-এর জন্য পেশাদার হাউস কিপিং এজেন্সি নিয়োগের জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে পিসিএমই/এসইসিআর, "রিফর্মস ফর বেটার অন-বোর্ড সার্ভিসেস" এবং টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী উন্নত এবং উচ্চ মানের অন-বোর্ড হাউস কিপিং সার্ভিসেস প্রদানের জন্য যোগ্য এবং অভিজ্ঞ এজেন্সিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ইওআই আহ্বান করছে।

- ইওআই নির্ধারিত ফর্ম্যাট ব্যবহার করে সিল করা খামে, প্রযুক্তিগত অফারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সহ জমা দেওয়া যেতে পারে। ইওআই প্রস্তাবগুলি সোমবার থেকে শুক্রবার অফিস চলাকালীন ডিওয়াই সিএমই/ সিএইচজি এবং ডব্লিউএস/এসইসিআর, ফার্স্ট ফ্লোর, মেক, উইং, ওল্ড জিএম বিল্ডিং, বিলাসপুর ৪৯৫০০৪ (সি জি)-এ উপলব্ধ বাক্সে জমা দিতে হবে।
- ইওআই অফার এবং নথি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে: **http://secr.indianrailways.gov.in**
- ইওআই নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: **২৫.০৬.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**
- ইওআই বিড খোলা হবে: **২৫.০৬.২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘটিকায়।**

CPR/10/174 প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ বিলাসপুর

South East Central Railway @secrail

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites offline Tender for the work of - Temporary erection of basic Infrastructure (CIVIL PART) in the accommodation place for CAPF in connection with ensuing West Bengal Assembly Election 2026 at different places under Sonamukhi P.S under Bishnupur Division, P.W.D. in the District of Bankura. Short NIT No: 11 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Last date of submission of tender paper 06.06.2026 up to 2.00 pm. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in and also collected from this Office. Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.

অ্যাভান্সে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

AVANSE FINANCIAL SERVICES — ASPIRE WITHOUT BOUNDARIES

রেজিস্টার্ড অফিস: টাইমস স্কোয়ার বিল্ডিং, ই-উইং, ৪ নং ফ্লোর, মিত্তাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গামদেবী আন্ধেরি-কুরলা রোড-এর বিপরীতে, মারোল, আন্ধেরি ইস্ট মুম্বই ৪০০০৫৯ মহারাষ্ট্র।
কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস: ৪৪, মাদার টেরেসা সরণি, ২ নং ফ্লোর, সাকেত বিল্ডিং কলকাতা-৭০০০১৬

ব্যক্তিগত চুক্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৮) এর অধীনে]

প্রতি,
মেসার্স মুকেশ ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড,
মিঃ মুকেশ কুমার আগরওয়াল এবং সিকিউরড অ্যাসেটটিতে কোনো স্বার্থ দাবি করা সমস্ত ব্যক্তি, ৪০/৩, ৩নং ফ্লোর, মদন বিশ্বাস লেন, সালকিয়া, গোলাবাড়ি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬, ভারত।

অ্যাভান্সে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুযায়ী বাস্তবিকভাবে গ্রহণ করেছে।
এবং যেখানে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে বিক্রির চেষ্টা সফল হয়নি।
এই মর্মে **নোটিস** দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাভান্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড **সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস,** ২০০২ এর রুল ৮ (৮) অনুযায়ী নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা গরলগাছা, জে এল নং ৯০, আর এস নং ১৭৮২, তৌজি নং ০১, আর এস দাগ নং ১৫৩, এল আর দাগ নং ২০৩, আর এস খতিয়ান নং ১৫৯, এল আর খতিয়ান নং ৫৬ এবং ৮০০, থানা চণ্ডীতলা, জেলা হুগলি - ৭১২৭০৮-এ গরলগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত সম্পূর্ণ ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোর। **প্রস্তাবিত ক্রেতা:** মিঃ ব্রিজ মোহন মুন্দ্রা। **প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্য:** ₹১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা মাত্র)।
উপরোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যেকোনো ব্যক্তি যদি কোনো আপত্তি, দাবি, স্বার্থ, চার্জ, দায়, বা উচ্চতর প্রস্তাব থাকে, তবে তিনি এই নোটিস প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে তা জমা দিতে পারেন, অন্যথায় নিরাপত্তা সম্পদ প্রযোজ্য আইনের অধীনে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। বিক্রয়টি **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তাই", "যা কিছু আছে"** এবং **"কোনো প্রতিকার ছাড়াই"** ভিত্তিতে হবে।

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক,
অ্যাভান্সে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে (অ্যাভান্সে)

---

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নতুন দিল্লি-১১০০০১। ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
কলকাতা শাখা : ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী সমেত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩(১)-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর চ্যাপটার-III-এর ১৩(২) ধারাধীনে নোটিস

আমরা, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এখানে এর পরে 'পিএনবিএইচএফএল' হিসেবে উল্লিখিত) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর চ্যাপটার-III-এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নোক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলাম। ওই দাবি বিজ্ঞপ্তি আমাদের অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ রূপে আপনাদের সকলের প্রতি জারি করা হয়েছিল কারণ কিস্তি/সুদ প্রদান না করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/ ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক-এর নির্দেশিকা মোতাবেক আপনাদের অ্যাকাউন্টগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। ঋণের আসল ও সুদ ইত্যাদির কিস্তি প্রদান না করার কারণে আপনাদের খেলাপি হওয়ার বিষয়গুলি ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। পাশাপাশি, আমাদের এমত বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আপনারা ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলির পরিষেবা গ্রহণ করা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই কারণে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হল যা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারা মোতাবেকও প্রয়োজনীয়। এতদ্দারা নীচে লেখা আপনাদের সকলকে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক আজ পর্যন্ত বকেয়া সুদ ও চার্জ সমেত পিএনবিএইচএফএল-কে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেমনটা করতে আপনারা ব্যর্থ হলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের/ জামিনদারদের সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির দখল নেওয়া সহ এক বা একাধিক সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) মোতাবেক প্রযোজ্য সমুদায় বা যে কোনও দরকারি আইনি পদক্ষেপ পিএনবিএইচএফএল নেবে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যেখানে দরপত্র আমন্ত্রণ, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে আপনাদের স্বত্বাধীন সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে আপনাদের তরফে বকেয়া রাখা যাবতীয় অর্থাঙ্ক এবং তৎসহ পিএনবি এইচএফএল-এর তরফে করা বা করা হতে পারে এমন যাবতীয় খরচাপাতি, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত পুরোপুরি আদায় দিতে/পরিশোধ করতে পারেন। এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) ধারা মোতাবেক নীচে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করা থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ও শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং এনপিএর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক
HOU/ KOL/ 0822/ 1019618, শাখা অফিস: কলকাতা	**বিক্কি সাউ এবং মীনা সাউ, ২৭, বালি পুরসভা, অভয় গুহ রোড,** লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, **বিকল্প ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং সি-২, থার্ড ফ্লোর, গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, ২০/এফ নন্দন কানন, পূর্বের হোল্ডিং নং ২০/ডি এবং ২০/এফ নন্দন কানন, উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৩৩	নেই	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা, ৫ ছটাক, ৩১ বর্গফুট জমির প্লটের উপর নির্মিত গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে ৭৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাট নং সি-২ এর সমগ্র, মৌজা-কোতরং, জে এল নং ৮, আর এস খতিয়ান নং ৫১০, এল আর খতিয়ান নং ৩৬১৬/২, ৩৯০৩/১, ৩৮৪০/১, ১২১৪/১ এবং ৯৩৮৭, আর এস দাগ নং ৯২০, এল আর দাগ নং ৪৭৯৪/৫৪২৪ এবং ৫৪৩৭, হোল্ডিং নং ২০/এফ, নন্দনকানন (পূর্বের হোল্ডিং নং ২০/ডি এবং ২০/এফ, নন্দন কানন এর অংশে নির্মিত), থানা উত্তরপাড়া, ৭১২২৩৩, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩, জেলা হুগলি। চৌহদ্দি: উত্তর: ফ্ল্যাট নং সি১; দক্ষিণ: ফ্ল্যাট নং সি৩; পূর্ব: লিফট, সিঁড়ি এবং কমন লবি; পশ্চিম: পুর রাস্তা তারপর কমন খোলা জায়গা।	০৪.০৬.২৬ এবং ০৩.০৬.২৬	₹ ১৬,১৫,৬৭৮.০০ (যোল লক্ষ পনেরো হাজার ছশো আটাত্তর টাকা মাত্র) ০৪.০৬.২০২৬ **অনুযায়ী বকেয়া**
NHL/KOL/ 0224/ 222363, শাখা অফিস: কলকাতা	কৌশিক কর্মকার, আশাবরী ভট্টাচার্য এবং কৌশিক গ্লোবাল ফরওয়ার্ডিং এলএলপি, নিবাস ডোমজুড়, ষষ্ঠীতলা, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৫, বিকল্প ঠিকানা-আর এস ১০৬৬, দাগ ৭৫৬, খতিয়ান ১৬৯, জেএল ৩৩, ডোমজুড়, ষষ্ঠীতলা, ডোমজুড়, হাওড়া ৭১১৪০৫।	নেই	উপরিস্থিত ১২৫০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়ার পাকা দোতলা বিল্ডিং সহ সামান্য কমবেশি ৮.১২ ডেসিমেল বাস্তু জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার অবস্থান: মৌজা-ডোমজুড়, সি এস এবং আর এস দাগ নং ১০৬৬, সি এস খতিয়ান নং ১৩২১, আর এস খতিয়ান নং ১৩২০, এল আর দাগ নং ৭৫৬, এল আর খতিয়ান নং ১৬৯, জে এল নং ৩৩, শিট নং ১ এবং ২, ডোমজুড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া-৭১১৪০৫, এই দলিলের অংশে সংযুক্ত প্ল্যানে লাল কালির বর্ডার আরও বিশদে চিহ্নিত, চৌহদ্দি: উত্তর: দাগ নং ১০৬৬ (অংশ) সংবলিত জমি; দক্ষিণ: ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পূর্ব: অংশত দাগ নং ১০৮০, অংশত ৪৫১৭ এর জমি এবং তারপর ১২ ফুট গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা; পশ্চিম: দাগ নং ১০৬১ সংবলিত জমি।	০৪.০৬.২৬ এবং ০৩.০৬.২৬	₹ ৪৭,৫০,৫৬৮.৬০ (সাতচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকা মাত্র) ০৪.০৬.২০২৬ **অনুযায়ী বকেয়া**

স্থান: কলকাতা; **তারিখ:** ০৬.০৬.২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক, (মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড)

পंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট- উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮-এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২৪। ফোন: ০৩৩ ২৫৮৪ ৪১৬৯; ই-মেল: cs8291@pnb.bank.in

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ গঠনমূলক- প্রতিটি সম্পত্তির পাশে দখলের ধরন উল্লেখ করা আছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**-এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে নীচে লেখা তারিখে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিক্রি (**https://baanknet.com**) ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ: ২৩.০৬.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-বিক্রয়ের এই পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে: https://baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিক/ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ:
নির্মল ঝা, মোবাইল: ৯৫৩৪২৮৪৩৯৬ এবং শ্রী মণীশ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮৬৪৭৮৮, ই-মেল: cs8291@pnb.co.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম গ) প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির অবস্থান এবং বিবরণ	১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে বকেয়া পুনরুদ্ধারে সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড গুণক (লক্ষ টাকায়)	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্কের জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	ক) ১. আলমগির মোল্লা মেসার্স এ এম ফিশ-এর প্রোপ্রাইটর ২. হাফিজুর রহমান, পিতা- দীন মহম্মদ মোল্লা ৩. গোলাম হোসেন মোল্লা, পিতা- প্রয়াত বারিক মোল্লা খ) হাড়োয়া ব্রাঞ্চ গ) PUNBABA40415055	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত প্রায় ৭ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পাইকপাড়া, জে এল নং ৬৬, তৌজি নং ২৩, আর এস খতিয়ান নং ৫৭, হাল এল আর খতিয়ান নং ৮৪৭ (খাজনা রসিদ নং ৯১৫৩৬৯২ অনুযায়ী), সাবেক দাগ নং ২০৬, হাল এল আর দাগ নং ৭২, হাড়োয়া থানার অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস- দেগঙ্গা-তে বই নং ১, ভলিউম নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৩৯৭ থেকে ৪০২-তে নথিভুক্ত ১৯৯২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৬০১৩ অনুযায়ী সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী গোলাম হোসেন মোল্লা।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৭,৯৮,৭৪৪.৭৬ তৎসহ ০১.০১.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৩.৫০ লক্ষ খ) ₹১.৩৫ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	ক) বাবলু বিশ্বাস, পিতা- বিদ্যুৎ বিশ্বাস খ) শ্রী চৈতন্য কলেজ শাখা গ) PUNBABA40407309	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৮.২৫ শতক ডাঙ্গা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- উত্তর চাতরা, জে এল নং ৩, তৌজি নং ২০১৫, আর এস খতিয়ান নং ৭২৭, এল আর খতিয়ান নং ১২৫, এল আর দাগ নং ১২৭৬, থানা এবং এডিএসআর- বাদুড়িয়া, মহকুমা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও- বাদুড়িয়া-তে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫১ থেকে ৪৬০-তে রেজিস্টার্ড ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং ০০৬০০। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সৌমেন সরকার ও সুজিত বিশ্বাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- অমর মিস্ত্রির সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- নমিতা চক্রবর্তীর সম্পত্তি; পশ্চিম- আশিস মিস্ত্রির সম্পত্তি। **সম্পত্তির মালিকানা বাবলু বিশ্বাস-এর নামে।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৯,২৮,৫৫৫.৫০ তৎসহ ০১.০৪.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৬.৭০ লক্ষ খ) ₹১.৬৭ লক্ষ গ) ₹০.২০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	ক) ১. দেব কুমার রায়, পিতা- প্রয়াত অতুলকৃষ্ণ রায় ২. শ্রীমতী কাকলি রায়, স্বামী- দেবকুমার রায় খ) বনগাঁ শাখা গ) PUNBABA40368237	সামান্য কমবেশি ৩.৩০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চাঁপাবেড়িয়া, জে এল নং ১০৫, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এল আর খতিয়ান নং ১৮৬১, এল আর দাগ নং ১১৩৪, এডিএসআর- বনগাঁ। ২০১১ সালের দলিল নং I-০৬০০৮ অনুসারে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৮,২২,২৫৬.০০ তৎসহ ০১.০১.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৫.৭০ লক্ষ খ) ₹০.৫৭ লক্ষ গ) ০.১৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	ক) ১. আজগর মণ্ডল, পিতা- আবদুল সৈয়দ মণ্ডল ২. মেসার্স মণ্ডল এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: আজগর মণ্ডল ৩. মাসুরা বিবি, স্বামী- আবদুল সৈয়দ মণ্ডল খ) ব্যারাকপুর বার কোর্ট শাখা গ) PUNBABA40343544	**সম্পত্তি নং ১:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৫ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আয়েরা, জে এল নং ৭৫, তৌজি নং ২১৬৭, হাল তৌজি নং ১৪, রে সা নং ২৬৬, আর এস খতিয়ান নং ৮১৫, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৫ (জমির পরিমাপ ১ শতক) এবং আর এস/ এল আর দাগ নং ৫৪ (জমির পরিমাপ ৪ শতক), থানা, এডিএসআর, পুরসভা- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআর অফিস- হাবড়া সমীপে বই নং ১, ভলিউম নং ১৫০৮-২০১৬, পৃষ্ঠা নং ১৫২৯৭৭ থেকে ১৫২৯৯৬-তে নথিভুক্ত ২০১৬ সালের দান দলিল নং ১৫০৮০৬৯৬৬ অনুসারে সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী আজগর মণ্ডল।** **সম্পত্তি নং ২:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আয়েরা, জে এল নং ৭৫, তৌজি নং ১৪, এল আর খতিয়ান নং ১২৪, নতুন এল আর খতিয়ান নং ৭৭৭, এল আর দাগ নং ৫৪, থানা, এডিএসআর, পুরসভা- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআর অফিস- হাবড়া সমীপে বই নং ১, ভলিউম নং ৭০, পৃষ্ঠা নং ৭৭ থেকে ৮০-তে নথিভুক্ত ১৯৯১ সালের বিক্রয় দলিল নং ৬৫৩৯ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মাসুরা বিবি।** **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৭,৩৯,৮৫৫.০০ তৎসহ ০১.১২.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	সম্পত্তি নং ১ ও ২-এর জন্য: ক) ₹৫.০০ লক্ষ খ) ₹০.৫০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	ক) নুর ইসলাম মণ্ডল পিতা- প্রয়াত আবদুল আজিজ মণ্ডল খ) দেগঙ্গা শাখা গ) PUNBABA40471034	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং দাগ নং ১২৯৩, জে এস নং ১৮, এল আর খতিয়ান নং ৪১৫, জমির পরিমাপ- ০৮ ডেসিমেল, গ্রাম- গম্বীরগাছি (দক্ষিণপাড়া), পোঃঅঃ- রামনাথপুর, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা- গম্ভীরগাছি, নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পিন-৭৪৩৪২৩। এডিএসআর- দেগঙ্গা সমীপে রেজিস্টার্ড ১৯৮৪ সালের বিক্রয় দলিল নং ৮১৪৪ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বধারক মহঃ নুর ইসলাম, পিতা- মহঃ আবদুল আজিজ। **সম্পত্তির মালিক মহঃ নুর ইসলাম ওরফে নুর ইসলাম মণ্ডল।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৭,৬৭,৪৮৪.০০ তৎসহ ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৩.৪০ লক্ষ খ) ₹১.৩৪ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি-III, কলকাতা সমীপে এসএ/৪২৪/২০১৯ মীমাংসাধীন
৬	ক) ১. মিঃ প্রবীর আচার্য, পিতা- প্রভাস আচার্য ২. মিঃ হিরালাল ঘোষ, পিতা- মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ খ) নিউ ব্যারাকপুর শাখা গ) PUNB1Y954030243	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও- নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- জগদ্দল, মৌজা- আঠপুর, জে এল নং ১৬, আর এস দাগ নং ৩৯৯, এল আর দাগ নং ৭৬৯, আর এস খতিয়ান নং ৬০, এল আর খতিয়ান নং ২৪৯৪, জমির পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ০২ ছটাক ৭ বর্গফুট বা ১.৮৭ ডেসিমেল মাপের বাস্তু জমি, তৎসহ একটি দোতলা পাকা আবাসিক বাড়ি, উপরোক্ত জমিটি দানদলিল অনুযায়ী দান করা যেটি এডিএসআরও- নৈহাটি-তে বই নং I, ভলিউম নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ১২৩ থেকে ১৩২-তে নিবন্ধীকৃত ১৯৯১ সালের দলিল নং ২৫২৪ অনুযায়ী রেজিস্টার্ড। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- রামদেব ঘোষ; দক্ষিণ- রঘুনাথ ঘোষ; পূর্ব- ৮ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; পশ্চিম- সনৎ ঘোষ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী হিরালাল ঘোষ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৩,৫১,১৫৯.৫০ তৎসহ ০১.০৬.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১০.০০ লক্ষ খ) ₹১.০০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	ক) মিঃ প্রদ্যুৎ সরকার, পিতা- লক্ষ্মণ চন্দ্র সরকার খ) গোপালনগর শাখা গ) PUNBABA41361223	সামান্য কমবেশি ১৬.৫০ শতক জমির প্লট ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মথুরাপুর, জে এল নং ৯৩, থানা- গোপালগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এল আর খতিয়ান নং ১৫৯, দাগ নং ৪৮৮, দাগ নং সাবেক ৪৮৬, হাল দাগ নং ৪৮৮, এডিএসআর- বনগাঁ, দাগ নং সাবেক ৪৮৬, হাল দাগ নং ৪৮৮। ২০১১ সালের দলিল নং ৫৪৯২ অনুসারে সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৩,৭১,২৬৯.৬০ তৎসহ ০১.১০.২০১৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৬.৯০ লক্ষ খ) ₹০.৬৯ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	ক) প্রতাপ রাহা মেসার্স প্রীতম গারমেন্টস-এর প্রোপ্রাইটর খ) হাবড়া শাখা গ) PUNB1Y652335516	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১৮.৮৫ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কাশীপুর, জে এল নং ১৪৯, রে সা নং ২৬২, হাল তৌজি নং ১৪, হাল খতিয়ান নং ৮০৮/১, নতুন নিজ খতিয়ান নং ১১৩৪ (১৩.১২.২০১৩ তারিখের মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী), আর এস এবং এল আর খতিয়ান নং ৭৫২, কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা এবং এডিএসআর- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও- হাবড়া সমীপে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ২৯৭২ থেকে ২৯৯৬-তে রেজিস্টার্ড ২০০৯ সালের দান দলিল নং ০৩৯৪৩ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা প্রতাপ রাহা-র নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর; দক্ষিণ- দিরা বক্সের সম্পত্তি; পূর্ব- ভীম রাহার বাড়ি; পশ্চিম- অন্যের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৪,২৮,৯১৫.৯১ তৎসহ ০১.১১.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৭.৯০ লক্ষ খ) ₹০.৭৯ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি-III, কলকাতা সমীপে এসএ/১৭৫/২০২২ মীমাংসাধীন
৯	ক) ১. বিভাস বারুই মেসার্স পূর্ণিমা অ্যাকোয়া-র প্রোপ্রাইটর ২. পূর্ণিমা বারুই, স্বামী- রবি বারুই খ) হাড়োয়া শাখা গ) PUNBABA40364346	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৭ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: থানা- হাড়োয়া, এডিএসআরও- দেগঙ্গা, মৌজা- খাসবালন্দা, জে এল নং ১১০, দাগ নং ২২৪, খতিয়ান নং ৯৬৮, জমিটি এডিএসআর- দেগঙ্গা সমীপে রেজিস্টার্ড ১৯৯৪ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৯২০ (বই নং I, ভলিউম নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ২০৭ থেকে ২১৪-তে নথিভুক্ত) এবং ১৯৯৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ৭০৪ (বই নং I, ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯ থেকে ১৬-তে নথিভুক্ত) অনুযায়ী ক্রয় করা। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মালিকানাধীন জমি; দক্ষিণ- নীলিমা পাল; পূর্ব- মালিকানাধীন জমি; পশ্চিম- রানিবালা হালদার। **সম্পত্তির স্বত্বধারক পূর্ণিমা বারুই।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৯,৯২,০২৪.০৫ তৎসহ ০১.০৩.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹২৩.৩০ লক্ষ খ) ₹২.৩৩ লক্ষ গ) ₹০.২৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০	ক) ১. শ্রী শ্যামল গুহ, পিতা- প্রয়াত নিত্য রঞ্জন গুহ ২. কুমারী অঞ্জলি গুহ, পিতা- প্রয়াত নিত্য রঞ্জন গুহ খ) চাঁদপাড়া শাখা গ) PUNBABA40390802	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ১৯৯১ সালের দলিল নং ২০০, মৌজা- দিঘা, আর এস দাগ নং ১২৯৪, এলআর ১৫৯৭ এবং আর এস দাগ নং ১২৯৫, এল আর দাগ নং ১৫৯৮, খতিয়ান নং আর এস ৩৫৫/এলআর ৬৯৪। জমির মাপ ৫২ ডেসিমেল এবং স্বত্বাধিকারী শ্যামল গুহ ও কুমারী অঞ্জলি গুহ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১২,১৪,০০৫.০০ তৎসহ ০১.০২.২০১২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৩৮.২০ লক্ষ খ) ₹৩.৮২ লক্ষ গ) ০.৪০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১১	ক) ১. সুমিত কুমার ভট্টার ২. উষা দেবী ভট্টার স্বামী- প্রয়াত গৌরীশঙ্কর ভট্টার খ) শ্রী চৈতন্য কলেজ শাখা গ) PUNBABA40373128	একটি চারতলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি মোট ৪১৬ বর্গফুট মাপের দুটি দোকান তথা গুদামঘরের (যাদের মাপ যথাক্রমে ২৫১ বর্গফুট ও ১৬৫ বর্গফুট) [তিনজন দাতার থেকে ৩১২ বর্গফুট ও নিজ অংশভাগ রূপে ১০৪ বর্গফুট] সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হাবড়া বাজার, যশোর রোড, পোঃঅঃ ও থানা- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা- হিজলপুকুরিয়া, জে এল নং ৮০, আর এস নং ৩১২, এল আর খতিয়ান নং ৫১৮৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৮১৯। সম্পত্তির স্বত্বধারক উষাদেবী ভট্টার, ২০১৬ সালের দলিল নং I-৬৯৭৮ অনুযায়ী। ২৫১ বর্গফুট **দোকানের চৌহদ্দি:** উত্তর- প্রয়াত সোহনলাল তাপাড়িয়ার আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রশস্ত সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব- উষা দেবী ভট্টারের সম্পত্তি; পশ্চিম- প্রয়াত সোহনলাল তাপাড়িয়ার আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹২৫,২৪,৯৩৫.৩৫ তৎসহ ০১.০৩.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৩০.৫০ লক্ষ খ) ₹৩.০৫ লক্ষ গ) ₹০.৩৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১২	ক) ১. তাজমিরা বিবি, স্বামী- আবদুল গনি ২. আবদুল গনি, পিতা- প্রয়াত অম্বর আলি খ) সোহাইহাট শাখা গ) PUNBABA40419654	সামান্য কমবেশি ২ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বারুনি, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এল আর খতিয়ান নং ৩২, আর এস ও এল আর দাগ নং ১৮৮৯, জে এল নং ৩৮, তৌজি নং ১১, ২০১৫ সালের দলিল নং ১৫১০০৮১৯৩ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বধারক তাজমিরা বিবি।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৮,৮৯,৭৫৭.০০ তৎসহ ০১.০৭.২০১৭ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৭.০০ লক্ষ খ) ₹১.৭০ লক্ষ গ) ₹০.২০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৩	ক) বাসব গুচ্ছাইত মেসার্স তারা মা মুড়ি ফ্যাক্টরির প্রোপ্রাইটর খ) নীলগঞ্জ শাখা গ) PUNB3G453424150	নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ২৩.৮৯ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- তাবাবেড়িয়া, জে এল নং ৭৪, তৌজি নং ১৪৬, এল আর খতিয়ান নং ৭০৭ ও ৭২০, এল আর দাগ নং ১২৯৬ (পরিমাপ- ১০ শতক), ১২৯৭ (পরিমাপ- ৮.৮৯ শতক), ১২৯৫ (জমির পরিমাপ- ৫ শতক), বেরাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- আমডাঙা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫৬৪ থেকে ৫৮২-তে রেজিস্টার্ড ২০০৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ০১২৩৪ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা বাসব গুচ্ছাইত-এর নামে। দাগ নং ১২৯৫ (জমির পরিমাপ ০৫ শতক) সংবলিত **জমিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:** উত্তর- বিক্রেতা ও তার সহ-অংশভোক্তার সম্পত্তি; দক্ষিণ- ওয়াহাব গাজির সম্পত্তি; পূর্ব- বিক্রেতা ও তার সহ-অংশভোক্তার সম্পত্তি; পশ্চিম- ক্রেতা ও তার সহ-অংশভোক্তার সম্পত্তি। দাগ নং ১২৯৬ ও ১২৯৭ সংবলিত জমি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- ক্রেতা ও তার সহ-অংশভোক্তার সম্পত্তি; দক্ষিণ- নীলমণি কর্মকারের সম্পত্তি; পূর্ব- চালতার পত্নীর সম্পত্তি; পশ্চিম- ক্রেতা ও তার সহ-অংশভোক্তার সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৭,১২,৭৮৮.৭২ তৎসহ ০১.০৯.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹২৩.২০ লক্ষ খ) ₹২.৩২ লক্ষ গ) ₹০.২৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৪	ক) ১. মেসার্স তিজু শু হাউস প্রোপ্রাইটর: মিঃ শাহরিয়া আহমেদ, পিতা- রফিকুল আহমেদ ২. শাহিদা খাতুন (জামিনদার), স্বামী- শাহরিয়া আহমেদ খ) হাড়োয়া শাখা গ) PUNBABA40392590	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির (দোকান) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হাড়োয়া, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে এল নং ৬৫, তৌজি নং ৬৩১, হাল তৌজি নং ২৩, এল আর খতিয়ান নং ৮৯৭, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২২৫, জমির পরিমাপ- ০১ শতক বা ০.৬০৫ কাঠা বা ৪৩৫.৬ বর্গফুট, ২০১৩ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ১২৬৫৫ **অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিসেস শাহিদা খাতুন**-এর নামে। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- হাড়োয়া ব্রিজ রোড; পশ্চিম- আর এস পি নং ২২৬; উত্তর- সিরাজুল ইসলাম; দক্ষিণ- অন্যের দোকান। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৫,৯৪,৩৮৪.০০ তৎসহ ০১.০৭.২০১৭ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৮.১০ লক্ষ খ) ₹০.৮১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৫	ক) ১. তোয়েব আলি, পিতা- প্রয়াত মোকশেদ আলি ২. আকানুর রহমান (জামিনদার), পিতা- প্রয়াত মোকশেদ আলি খ) দেগঙ্গা শাখা গ) PUNBABA40444025	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৯৪, প্লট নং 'এফ', তৎসহ উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক, যার আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭০৬, প্লট নং 'বি', মৌজা- গম্ভীরগাছি, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে এল নং ১৮, রে সা নং ২৭০, হাল তৌজি নং ১১, এল আর খতিয়ান নং ৯২৯, হাল এল আর খতিয়ান নং ৯৩০, ডিআর অফিস- বারাসত, এডিএসআর অফিস- দেগঙ্গা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। এডিএসআর- দেগঙ্গা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১৪ সালের দলিল নং I-০১২৫ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহঃ তোয়েব আলি।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৫,০৯,৯২৬.০০ তৎসহ ১৮.০৬.২০১৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১০.৭০ লক্ষ খ) ₹১.০৭ লক্ষ গ) ০.১৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৬	ক) ১. মিঃ উত্তম দাস, পিতা- খোকন চন্দ্র দাস উত্তম ইলেকট্রিকের প্রোপ্রাইটর ২. খোকন চন্দ্র দাস খ) পানিহাটি শাখা গ) PUNBABA40393248	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৩২৫ বর্গফুট বা ১ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পানিহাটি, জে এল নং ১০, রে সা নং ৩২, তৌজি নং ১৭২ ও ১৭৯, আর এস খতিয়ান নং ১৩৭২, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ৮৯৭, নতুন খতিয়ান নং ২৪১১ (০১.০৮.২০১৪ তারিখের মেমো নং এম-১/১১৪২/বিএলআরও/বিকেপি-২/সোদপুর সংবলিত মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুসারে), দাগ নং ১১১৫/১৬৯৯, দলিলে লট নং 'বি' রূপে চিহ্নিত, হোল্ডিং নং ২৬১, নতুন হোল্ডিং নং ৩০৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পানিহাটি পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড, থানা- খড়দহ, এডিএসআর- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআরও- ব্যারাকপুরে বই নং I, ভলিউম নং ১১০, পৃষ্ঠা নং ১১ থেকে ১৬-তে নথিভুক্ত ২০০৭ সালের দান দলিল নং ৪১৭১ অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- মঙ্গলা সাহার সম্পত্তি; দক্ষিণ- লট 'এফ' সংবলিত সম্পত্তি; পূর্ব- লট 'সি' সংবলিত সম্পত্তি; পশ্চিম- লট 'এ' সংবলিত সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী খোকন দাস।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১০,৭১,০৬৮.০০ তৎসহ ০১.১০.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৩.৬০ লক্ষ খ) ₹১.৩৬ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৭	ক) ১. জাহানারা বিবি, স্বামী- নাজির দফাদার ২. নাজির দফাদার, পিতা- জামাত আলি খ) দেগঙ্গা শাখা গ) PUNBABA40315612	সামান্য কমবেশি ৪.০৩ ডেসিমেল জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সোহাই, জে এল নং ১৭, দাগ নং ১১৩১ ও ১১৩১/২২৬০, এল আর খতিয়ান নং ১৫৬৯, থানা- দেগঙ্গা, এডিএসআরও- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর- দেগঙ্গা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১২ সালের দলিল নং I-০২৫৭৩ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী জাহানারা বিবি।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹২,৪৭,৪৭৬.৫০ তৎসহ ০৮.০৬.২০১৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৯.৩০ লক্ষ খ) ₹০.৯৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. সম্পত্তির ওপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়ার দায় ব্যাঙ্ক নেবে না। যে কোনও ধরনের কর প্রদানের দায় কেবলমাত্র ক্রেতার ওপরেই বর্তাবে।

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: বারাসত

স্বাঃ- মিঃ নির্মল ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এক ছবিতে প্রধান ভূমিকায় তিন প্রযোজক

যিশু সেনগুপ্তর প্রযোজনায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ‘অভিমান’ আসছে বড়পর্দায়। যিশু তো আছেনই, সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে, যাঁরা দু’জনেই বাংলা ছবির প্রযোজকও। প্রসেনজিৎ, যিশু ও শুভশ্রীর সঙ্গে কথা বললেন অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অঞ্জনদা আর রূপমকে মাথায় রেখে এই ছবিতে রকস্টার হয়েছি

বললেন প্রসেনজিৎ

● যিশু সেনগুপ্ত যে ‘অভিমান’ ছবির প্রযোজক, সেখানে আপনি এবং শুভশ্রীও প্রধান ভূমিকায়। এক ছবিতে অভিনয় করলেন তিন প্রযোজক?

●● এটা একদম ঠিক কথা। সত্যিই তো আমি এবং শুভশ্রী প্রযোজকও বটে। যিশু এবং সৌরভ (দাস) নতুন করে প্রযোজনায় এল।

● তা হলে, টালিগঞ্জে ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙির দিনে প্রযোজকরা একজোট হতে পারেন?

●● সেদিক থেকে নিশ্চয়ই এটা একটা দৃষ্টান্ত। আমরা তো এই ছবির কাজ শুরু করেছি বেশ কয়েকমাস আগে। তখন তো টালিগঞ্জে নানারকম বিভেদের হাওয়া।

● প্রসেনজিৎ তো সেই বিভেদ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছেন?

●● হ্যাঁ, নিতে হয়েছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো বিশাল বড় নয়। সেখানে মিলেমিশে কাজ করলে তবেই তো ভাল বাংলা ছবি তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ‘অভিমান’ নিশ্চয়ই একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

● এই ছবিতে আপনি রকস্টারের ভূমিকায়। আকাশ চ্যাটার্জি। এ রকম গিটার হাতে, মাথার বড় বড় চুল ঝাঁকিয়ে কোনও ছবিতে এর আগে আপনাকে গানের দৃশ্যে পারফর্ম করতে দেখা যায়নি। দৃশ্যত কোথায় যেন রূপমের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এটা কি সত্যি?

●● একশো ভাগ সত্যি। এ রকম একটা চরিত্র, এ রকম পারফরমেন্স আমি কোনও ছবিতে আগে করিনি। ফলে, এর জন্যে অন্য রকম প্রিপারেশন নিতে হয়েছে আমাকে। বহু বছর আগে অঞ্জনদাকে মঞ্চে গাইতে দেখেছি। সুমনদাকেও। পরবর্তী কালে, আধুনিক সময়ে, রূপমের পারফরমেন্স দেখেছি। আমার এই চরিত্রটার মধ্যে একটা জীবনবোধ আছে। সেই জীবনবোধ থেকেই সে গান তৈরি করে। সে হাইলি সেন্‌সিটিভ। জীবনের ক্ষেত্রে আকাশ চ্যাটার্জি কম্প্রোমাইজ করে না। ফলে, আকাশ চ্যাটার্জিকে তৈরি করতে অঞ্জনদা থেকে রূপমের প্রতি আমার ঋণ থেকে গেছে। রূপমকে আ মি সে কথা বলেওছি। আকাশ চ্যাটার্জি কোনও ফরমায়েশি স্রষ্টা নয়। জীবনবোধের ভেতর থেকে না এলে সে গান লিখতে পারে না।

● গানের কথায় মনে পড়ছে, আপনি গৌতম ঘোষের ছবিতে লালন ফকির যখন করেন, তখন আপনার জীবনচর্চাটাই পাল্টে ফেলেছিলেন।

●● তা না হলে লালন ফকিরকে ধারণ করতে পারতাম না। এই আকাশ চ্যাটার্জিকে মডার্ন লালন ফকিরও বলা যায়। এবং এই ছবিতে সিরিয়াসলি ইনভল্‌ভ্‌ড থাকার জন্যে আমি সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে যে ছবি হচ্ছে, সেই ‘দাদা’তে একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করার যে অফার ছিল, সেটা করতে পারিনি। আমাকে তো আকাশ চ্যাটার্জি হয়ে উঠতে হবে। এবং শুরু থেকেই আই ডি (পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত) বলেছিল, আমি না করলে এই ছবি হবে না। যিশুও একই কথা বলেছিল।

● ‘অভিমান’ নামে হিন্দিতে বিখ্যাত ছবি আছে। বাংলাতেও এই নামে ছবি হয়েছে। তবুও, ছবির নাম ‘অভিমান’-ই রাখতে হল কেন?

●● একটা অন্য নামও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু একদিন সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। পরিচালক আই ডি, এই ছবির দুই প্রযোজক যিশু আর সৌরভ (দাস), আমরা সবাই মিলে বলেছিলাম। কিন্তু, শেষপর্যন্ত দেখলাম, ‘অভিমান’ ছাড়া এই ছবির অন্য কোনও নাম হতে পারে না।

● ছবির টিজারে বা আভাসে-ইঙ্গিতে এই ছবিতে ত্রিকোণ প্রেমের আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কাহিনিসূত্র নিয়ে এত গোপনীয়তা কেন?

●● এই গোপনীয়তাটা ছবির স্বার্থে। একটু রহস্য বা চমক থাকুক দর্শকদের জন্যে। দর্শকদের আগ্রহ যদি বাড়ে, তা হলে ‘অভিমান’ আরও বেশি করে মানুষের হৃদয়কে ছুঁতে পারবে।

অত সিরিয়াস হয়ে কী লাভ!

বললেন যিশু সেনগুপ্ত ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: বিপ্লব মৈত্র

● যিশু, আপনি এবং সৌরভ (দাস) নতুন প্রযোজনায় এলেন ‘অভিমান’ নিয়ে। আপনাদের প্রযোজনা সংস্থার নাম রেখেছেন ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’। এটা কি ‘জোকার’-এর সংলাপ থেকে বেছে নিয়েছেন?

যিশু: একদম তাই। ‘ব্যাটম্যান’ ইউনিভার্সের ‘জোকার’ চরিত্রটা আমার আর সৌরভের খুব পছন্দের। জোকারেরই বিখ্যাত ডায়ালগ ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ থেকেই আমরা প্রযোজনা সংস্থার নামটা রাখলাম।

● ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ কথাটা প্রযোজনার ক্ষেত্রে যেমন, আপনাদের জীবনেও কি একটা চালিকা-শব্দ?

যিশু: সেটা বলব না। কিন্তু...

শুভশ্রী: (যিশুকে থামিয়ে দিয়ে) আমি মনে করি, এটা যিশুদা আর সৌরভের জীবনেরও ‘মোটো’। আমি ওদের যতদূর জানি, তাতে মনে হয়, কোনও কিছুকে মারাত্মক সিরিয়াস ভাবে নিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করতে ওরা রাজি নয়।

যিশু: (হাসতে হাসতে) এটা তো ঠিকই, অত সিরিয়াস হয়ে কী লাভ? জীবন অনেক আশ্চর্য কিছু উপহার দেয়। সেটা তো কম প্রাপ্তি নয়।

● ‘অভিমান’-এ দেখা যাচ্ছে, তিনটি প্রধান ভূমিকায় তিন প্রযোজক। প্রসেনজিৎ, যিশু এবং শুভশ্রী।

শুভশ্রী: হ্যাঁ, ঠিকই। আমিও তো প্রযোজনা করছি।

যিশু: হ্যাঁ, (হাসতে হাসতে) আমি এক্ষেত্রে নবাগত।

● যিশুকে জিজ্ঞেস করি, অন্য দুই প্রযোজক ছবি তৈরির সময় কোনও সাজেশন দিলেন?

যিশু: ছবি শেষ হওয়ার পরে আশ্বাস পেয়েছি। যেমন শুভশ্রী বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। ওখান থেকেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, একদম চিন্তা করো না যিশুদা। রিলিজের ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমরা তো জানি। কোনও সমস্যা হবে না। বুম্বাদাও আশ্বস্ত করেছে। এটা বিরাট প্রাপ্তি।

● শুভশ্রী তো এর আগে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সঙ্গে ছবি করেছেন। কিন্তু এই ছবিতে অভিজ্ঞতা কেমন?

শুভশ্রী: আই ডি-র সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সত্যিই অন্য রকম। ‘গৃহপ্রবেশ’-এর সঙ্গে ‘অভিমান’-এর তফাত আছে মেকিংয়ে। তবে, আই ডি-র একটা সিগনেচার হচ্ছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আনরিয়েল ওয়ার্ল্ডকে মেশানো। এই দুটো জগৎকে নিয়ে উনি খেলেন, যা ইউনিক।

● প্রসেনজিতের সঙ্গে প্রথম কাজের প্রাপ্তি কী?

শুভশ্রী: বুম্বাদা প্রতিদিন চরিত্র হয়ে সেটে ঢুকতেন। তাঁর ডেডিকেশন, তাঁর ক্রাফ্ট অনবদ্য। শুটিংয়ের দিনগুলোয় বুম্বাদার এই ডেডিকেশন, এই নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরেছি।

● যিশুকে একটা শেষ প্রশ্ন। একসময় অনেকে রটিয়েছে, প্রসেনজিৎ তো যিশুকে চেপে রেখেছে। আপনি নিজের মতো করে তার প্রতিবাদ করেছেন। মতামত দিয়েছেন। এখন, প্রথম প্রযোজনায় এসেই প্রসেনজিৎকে ছবির নায়ক করলেন। এটা কি সেইসব রটনাকারীদের উত্তর দিতে?

যিশু: উত্তর-টুত্তর কিছু নয়। ওইসব কথাবার্তার তো উত্তর হয় না। আসলে, আকাশ চ্যাটার্জির চরিত্রটার জন্য বুম্বাদার চেয়ে ভাল অপশন ছিল না। ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে।

● ‘অভিমান’-এর গল্প নিয়ে এত গোপনীয়তা কেন?

যিশু: এটা তো ছবির স্বার্থেই দরকার। কেউ যখন বলছেন, এটা কি ত্রিকোণ প্রেমের ছবি, আমি বলছি, চতুর্থজন নেই কে বলল?

শুভশ্রী: ‘অভিমান’-এর সব রহস্য আগে ফাঁস করতে নেই। তাই গোপনীয়তা।

নন্দনে অপরাজিত

সদ্যপ্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের ছবি ‘অপরাজিত’ পুনর্মুক্তি পেল নন্দনে। ছবি প্রদর্শনের আগে পরিচালকের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা দিলেন পরিচালক-কন্যা ঐশী দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ও বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলি, অঞ্জনা বসু, উৎসব মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা ও বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র। শুক্রবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

কান উৎসবে দেবাদিত্যর ছবি

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কান চলচ্চিত্র উৎসবের মার্শে দ্যু ফিল্ম-এ ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার সেকশান এ দেখানো হলো ঝাড়খণ্ডের পটভূমিকায় তৈরি ছবি ‘পেড় চলতা হ্যায়’। পরিচালনা করেছেন ‘আটটা আটের বনগাঁ লোকাল’, ‘মিশন এভারেস্ট’ খ্যাত পরিচালক দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। রহস্যর মোড়কে ‘পেড় চলতা হ্যায়’ ধ্বংসের হাত থেকে প্রকৃতি বাঁচানোর কথা বলবে। পরিচালক দেবাদিত্যর কথায়, ‘পেড় চলতা হ্যায়’ কখনও শুধুমাত্র একটি ছবি হিসেবে ভাবা হয়নি। আমরা যে ভাবে বনভূমির সঙ্গে আচরণ করি, তার পরে সব ভুলে এগিয়ে যাই, সেটাই মূল গল্প। পটভূমি জঙ্গল তার লাগোয়া গ্রাম এবং বন বিভাগ। ঝাড়খণ্ডের পালামৌ ও লাটেহার জেলার জঙ্গলে শুটিং করার সময়ে বনকে কখনও লোকেশন বলে মনে হয়নি।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত এবং চৈতি ঘোষাল পরিচালিত ‘নেভারমাইন্ড’ ছবির পোস্টার প্রকাশিত হল মধ্য কলকাতার এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত চৈতি ঘোষাল, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ছবির সঙ্গীত পরিচালক রূপম ইসলাম এবং ছবির অভিনেতা অমর্ত্য রায়। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

কেনরা বैंক Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা-II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ফ্লোর নং ২, কলকাতা-৭০০১০৭

০৯.০৭.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:

নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখা ও রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগের ব্যক্তির নম্বর ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) পিতা- আবদুল মজিদ গাজি গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ কোহিনুর বিবি, স্বামী- মহঃ রফিকুল গাজি শাহজাহান গাজি, পিতা- মহঃ রফিকুল গাজি উভয়ের ঠিকানা: হরিশপুর, দক্ষিণপাড়া হরিশপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২	ক) ₹১,৮৪,৬৪৩.২৮ তৎসহ ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৭.০৩.২০২৬ গ) ১৯.০৫.২০২৬	মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১, মৌজা- হরিশপুর, জে এল নং ৪০, তৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া লিঙ্ক মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণ- জগদীশ গায়েনের সম্পত্তি; পূর্ব- মহিদুল গাজির সম্পত্তি; পশ্চিম- কার্তিক মণ্ডল ও মানিক গাজির সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২৮.০৫ লক্ষ খ) ₹২.৮১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৮১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) মেসার্স স্টার এন্টারপ্রাইজ গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ রাজ্জাক গাজি (ঋণগ্রহীতা), পিতা- রফিকুল গাজি, হরিশপুর, দক্ষিণপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ মহঃ রফিকুল গাজি (জামিনদার ও বন্ধকদাতা) পিতা- আবদুল মজিদ গাজি গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২	ক) ₹৩৬,৩৪,১৭৩.৭২ তৎসহ ২২.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৭.০৩.২০২৬ গ) ১৯.০৫.২০২৬	মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১, মৌজা- হরিশপুর, জে এল নং ৪০, তৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া লিঙ্ক মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণ- জগদীশ গায়েনের সম্পত্তি; পূর্ব- মহিদুল গাজির সম্পত্তি; পশ্চিম- কার্তিক মণ্ডল ও মানিক গাজির সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২৮.০৫ লক্ষ খ) ₹২.৮১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.৮১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৯.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৮.০৭.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’** ও **‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ০৮.০৭.২০২৬ **বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০১.০৭.২০২৬ থেকে ০৭.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

কেনরা বैंক Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা-II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ফ্লোর নং ২, কলকাতা-৭০০১০৭

১১.০৭.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:

নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখা ও রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগের ব্যক্তির নম্বর ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) অমিত কুমার দাস, পিতা- বিমল চন্দ্র দাস, গ্রাম- শিবহাটি, পোঃঅঃ- লবঙ্গ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯২ প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল দাস, স্বামী- অমিত কুমার দাস, গ্রাম- শিবহাটি, পোঃঅঃ- লবঙ্গ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯২	ক) ₹৬,০০,০৯১.৮৩ তৎসহ ০৫.১২.২০২৫ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৬.১২.২০২৫ গ) ২০.০২.২০২৬	অমিত কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। সামান্য কমবেশি ৬½ ডেসিমেল (নথি অনুসারে ৭ ডেসিমেল) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৩৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৮৯, নতুন এল আর খতিয়ান নং ১১৭২, মৌজা- লবঙ্গ, জে এল নং ১০৭, শায়েস্তানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এডিএসআরও এবং থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দেবদাস দাসের জমি; দক্ষিণ- পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব- জি বি দাসের বাড়ি; পশ্চিম- অনিল দাসের বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৯.৮০ লক্ষ খ) ₹১.৯৮ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৯৮ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, ট্যাংরা কলোনি শাখা (১৭১৯) খ) শ্রী সুমিত কুমার দে, পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ দে, গ্রাম- চাঁপাবেড়িয়া, পোঃঅঃ- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ, প্রযত্নে: প্রোপ্রাইটর শ্রী সুমিত কুমার দে, ২৪৭/ই, চাকদহ রোড, বি বি ব্যানার্জি রোড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ সুমিত কুমার দে, হোল্ডিং নং ২৪৭/ই, বি বি ব্যানার্জি রোড (বনগাঁ-চাকদহ রোড), চাঁপাবেড়িয়া, বনগাঁ, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির প্রাইমারি স্কুলের বিপরীতে, পোঃঅঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ পার্থপ্রতিম দে, পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ দে, গ্রাম- চাঁপাবেড়িয়া, পোঃঅঃ- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫	ক) ₹২২,৩৯,০৫৬.১০ তৎসহ ৩১.০১.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ২১.০৫.২০২৫ গ) ২৮.০৭.২০২৫	সুমিত কুমার দে (প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। আর এস দাগ নং ১৩০০, এল আর দাগ নং ৩২৪৯ সংবলিত ১৮.৫০ শতক; আর এস দাগ নং ১২৯৯, এল আর দাগ নং ৩২৪৮ সংবলিত ০.৫০ শতক এবং আর এস দাগ নং ১২৯৭, এল আর দাগ নং ৩২৪৬ সংবলিত ৩৯.০০ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চাঁপাবেড়িয়া, জে এল নং ১০৫, খতিয়ান নং ৪৬৯, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা; তৎসহ ১(১১/১০৯) শতক মাপের জমি, যার আর এস দাগ নং ১২৯৬, এল আর দাগ নং ৩২৪৫, মৌজা- চাঁপাবেড়িয়া, জে এল নং ১০৫, খতিয়ান নং ৩৮৩, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মোট জমি ৫৯(১১/১০৯) শতক, তৎসহ এর উপরিস্থিত একটি তিনতলা বাড়ি। **আর এস দাগ নং ১৩০০, এল আর দাগ নং ৩২৪৯ সংবলিত জমির (১৮.৫০ শতক মাপের) চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- পিডব্লুডি রোড; দক্ষিণ- নির্মল দাস ও বিমলা মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব- দাগ নং ১২৯৯; পশ্চিম- শঙ্কর দে’র সম্পত্তি। **আর এস দাগ নং ১২৯৯, এল আর দাগ নং ৩২৪৮ সংবলিত জমির (০০.৫০ শতক মাপের) চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- পিডব্লুডি রাস্তা; দক্ষিণ- বিমলা মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব- ডলিরানি দে’র সম্পত্তি; পশ্চিম- দাগ নং ১৩০০। **আর এস দাগ নং ১২৯৭, এল আর দাগ নং ৩২৪৬ সংবলিত জমির (৩৯.০০ শতক মাপের) চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- কাকলি গায়েনের সম্পত্তি; দক্ষিণ- প্রবীর বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্ব- অমর বিশ্বাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- শঙ্কর দে’র সম্পত্তি। **আর এস দাগ নং ১২৯৬, এল আর দাগ নং ৩২৪৫ সংবলিত জমির [১(১১/১০৯) শতক মাপের] চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- দাগ নং ১২৯৭; পূর্ব- হরেকৃষ্ণ দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- কাকলি গায়েনের সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২২৫.০০ লক্ষ খ) ₹২২.৫০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৯ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২২.৫০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১১.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১০.০৭.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’** ও **‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ১০.০৭.২০২৬ **বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২/ ৮২৯১২২০২২০/ ৯৮৯২২১৯৮৪৮/ ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০২.০৭.২০২৬ থেকে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

গুকেশকে হারিয়ে দৌড়ে প্রজ্ঞা

নরওয়ে দাবায় রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের দাপট অব্যাহত। নবম রাউন্ডে দোম্মারাজু গুকেশকে হারান তিনি। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন প্রজ্ঞা (১৫)। শীর্ষে থাকা ওয়েসলি সো-র সঙ্গে মাত্র ০.৫ পয়েন্টের ব্যবধান তাঁর। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন বিবিসারা আসাউবায়েভা।

আফগান চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি শুভমানরা

নতুন টি২০ অধিনায়ক হয়তো শ্রেয়স

কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শ অধিনায়ক শুভমান গিলকে। মুল্লানপুরে। ছবি: পিটিআই

আজকালের প্রতিবেদন

আফগানিস্তানের টেস্ট অভিষেক ভারতের বিরুদ্ধেই। ২০১৮–এ বেঙ্গালুরুতে। যে টেস্ট ভারত দু'দিনের মধ্যে জিতেছিল ১০ উইকেটে। আজ, শনিবার দু'দল লাল বলের ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হচ্ছে মুল্লানপুরে। মাঝের ৭ বছরে আফগানিস্তান ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, ভারত ৬৭টি। যার ৪১টি টেস্টে দলে ছিলেন ঋষভ পন্থ। এর আগের ভারত–আফগানিস্তান টেস্টের সময় পন্থের টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকই হয়নি। ২০১৮–র সেই টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে এবারের দলে আছেন ভারতের লোকেশ রাহুল এবং আফগানিস্তানের হাসমাতুল্লাহ শাহিদি ও ব্যাটার রহমত শাহ। গোটা আফগান স্কোয়াডের টেস্ট শতরানের সংখ্যা ১১। আর ভারতের নতুন চেহারার টেস্ট দলের মোট শতরান ৩৯টি। সবমিলিয়ে দু'দলের টেস্টের অভিজ্ঞতায় বিস্তর ফারাক।

তবু ভারতের খচখচানি রয়েছে। সেটা হল, গত বছর শেষদিকে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টেস্টের সিরিজে ০–২ হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল ভারত। তারপর এটাই ভারতের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচে ভারতীয় ইনিংসে তিন নম্বরে সাই সুদর্শন নামবেন, শুক্রবার প্রাক্ টেস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে একরকম জানিয়েই দিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। আর দুই স্পিনার–অলরাউন্ডার মানব সুতার ও হর্ষ দুবের মধ্যে প্রথম জনের শনিবার টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা বেশি।

এদিকে, আগামী ইংল্যান্ড সফরে সাদা বলের সিরিজ ও জাপানে আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য শনিবারই ভারতীয় দল নির্বাচন হবে। টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের পদ খোয়ানো প্রায় নিশ্চিত। খুব সম্ভবত নতুন টি২০ অধিনায়ক হবেন শ্রেয়স আয়ার। আর ওপেনিং ব্যাটার হিসাবে বৈভব সূর্যবংশীর ভারতের সিনিয়র দলে টি২০–র মাধ্যমে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

আজ

একমাত্র টেস্ট

ভারত : আফগানিস্তান

(সকাল ৯–৩০)

স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার

বেঙ্গল টি২০ লিগ

যুবরাজের অর্ধশতরান

আজকালের প্রতিবেদন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের ব্যাপার নেই। সেই অর্থে বড় নামও নেই। বেঙ্গল টি২০ লিগের সূচনার অলিখিত বার্তা যেন একটাই ছিল। ক্রিকেটই হবে প্রতিযোগিতাটির মূল বিজ্ঞাপন। শুক্রবার বিনোদন জগতের তারকারা ছিলেন না ঠিকই। কিন্তু জৌলুস তা বলে কি কম ছিল? যে মঞ্চ আলো করে থাকেন সৌরভ গাঙ্গুলি, ঝুলন গোস্বামী, সেখানে অন্য জগতের তারকার উপস্থিতির দরকার কী? এদিন বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সের ভেতর বৃক্ষরোপণ করে সিএবি। সেখানেও সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির পাশেই দেখা গেল ঝুলন সহ অন্যান্য ক্রিকেট কর্তাদের।

বেঙ্গল টি২০ লিগের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে সব দলের অধিনায়কেরা মঞ্চে এলেন। বর্ণাঢ্য আলোয় ভাসল ইডেন। উদ্বোধনী ভাষণে সৌরভ বলেন, 'এই প্রতিযোগিতা বাংলার ক্রিকেটের আগামী প্রজন্মের উঠে আসার বড় মঞ্চ হতে চলেছে।' একইসঙ্গে কলকাতা ময়দানে টানা ম্যাচ আয়োজনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান মাঠকর্মীদের। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের কারণে ইডেন এবারের আইপিএলে শ্রেষ্ঠ পিচ এবং মাঠের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। পুরস্কারস্বরূপ বোর্ডের থেকে ৫০ লক্ষ টাকাও পেয়েছে সিএবি। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে সৌরভ গাঙ্গুলি সেই চেক তুলে দেন ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখার্জি ও তাঁর দলের হাতে।

উদ্বোধনী ম্যাচে টি২০ ক্রিকেটের ঝাঁঝ দেখা গেল না। অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়া মন্থর ব্যাটিং করল। শেষদিকে যুবরাজ কেসওয়ানির অর্ধশতরান এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সৌজন্যে ২০ ওভার শেষে ১৫৪/৬ স্কোরে পৌঁছোয় পুরুলিয়া। সর্বোচ্চ রান যুবরাজেরই, ৩৮ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকলেন তিনি।

শেষ প্রহরে যে তারকারা

বিশ্বকাপ মানেই নতুন তারার উত্থান। আবার কারও কারও ফুটবল জীবনের শেষ চ্যালেঞ্জ। কেউ, কেউ ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছেন অবসরের কথা। বিশ্ব ফুটবলের আরও চার 'উজ্জ্বল' নাম নিয়ে আজকালের বিশেষ প্রতিবেদন, যাঁরা হয়তো কেরিয়ারের ইতি টানবেন এবারই।

ক্যাসেমিরো

৩৪ বছরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গত একদশক ধরে ব্রাজিলের বড় ভরসা। ২০১১ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হলেও ২০১৪–র বিশ্বকাপে খেলেননি ক্যাসেমিরো। সেইসময় রিয়েল মাদ্রিদের হয়ে নিয়মিত ম্যাচ না খেলায় স্কোলারির দলে ছিলেন না। ২০১৮–র বিশ্বকাপে অভিষেক হয়। শেষ দুটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৮ ম্যাচের সবকটিতেই পুরো সময় খেলেছেন। পেশাদার ক্লাব জীবনে ২১টি ট্রফিজয়ী ৩৪ বছরের ক্যাসেমিরো দেশের হয়ে ২০১৯ কোপা আমেরিকা জিতেছেন। ৮৫ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট। তাঁর হাতেই উঠতে পারে সেলেকাওদের অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড।

ভ্যান ডাইক

ডাচ রক্ষণের স্তম্ভ। তাঁর অধিনায়কত্বেই কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল নেদারল্যান্ডস। ২০১৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় ভার্জিল ভ্যান ডাইকের। ৯১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। অধিনায়ক হয়েছেন রেকর্ড ৭২টিতে। ছাপিয়ে গিয়েছেন ফ্র্যাঙ্ক ডি বোয়েরকে (৭১)। আর ৩টি গোল করলেই ডাচ ডিফেন্ডার হিসেবে রোনাল্ড কোম্যানকে (১৪) পিছনে ফেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড গড়বেন তিনি। ২০১৮ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল ডাচরা। ২০২২–এ বিশ্বকাপে অভিষেক হয় ভ্যান ডাইকের। সূত্রের খবর, বিশ্বকাপের পর দেশের জার্সি তুলে রাখবেন তিনি।

রডরিগেজ

২০১৪ বিশ্বকাপে স্বপ্নের অভিষেক হামেস রডরিগেজের। ৫ ম্যাচে ৬ গোল করে প্রথম কলম্বিয়ান হিসেবে গোল্ডেন বুট জেতেন। প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভলিতে দর্শনীয় গোল করে ফিফা পুসকাস সম্মানও (বছরের সেরা গোল) পেয়েছিলেন। ২০১৮ বিশ্বকাপে খেললেও গোল পাননি। গত বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় কলম্বিয়া। কলম্বিয়ার হয়ে ১২৪ ম্যাচে ৩১ গোল করেছেন। দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় দুইয়ে ৩৪ বছরের রডরিগেজ। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নিরিখে ডেভিড ওসপিনার (১৩০) পরে আছেন। ২০২৪ কোপা আমেরিকার সেরা ফুটবলার হন তিনি।

মানে

সেনেগালের আক্রমণভাগের প্রধান অস্ত্র। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পদার্পণ সাদিও মানের। জাতীয় দলের হয়ে ১২৬ ম্যাচে ৫৫ গোল করে সেনেগালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। ছাপিয়ে যান হেনরি কামারাকে (৩১)। ২০১৮ সালে নিজের প্রথম বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচে ১টি গোল করেন। শেষ বিশ্বকাপে চোটের কারণে খেলতে পারেননি। ২০২১ সালে আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্সে চ্যাম্পিয়ন সেনেগালকে নেতৃত্ব দেন। এই প্রতিযোগিতার শেষ দুটি সংস্করণেই সেরা ফুটবলার হয়েছেন। আগেই জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানবেন। সামাজিক কাজের জন্যেও তাঁর সুনাম বিশ্বজোড়া।

বিশ্বকাপের আগে র‍্যাঙ্কিং শীর্ষে আর্জেন্টিনা

আজকালের প্রতিবেদন

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন রাতে। ওইদিনই প্রকাশিত হবে ফিফার নতুন র‍্যাঙ্কিং। আর বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে পৌঁছোবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগের র‍্যাঙ্কিংয়ে লিওনেল স্কালোনির দল ছিল তিনে। শীর্ষে থাকা ফ্রান্স নেমে যাচ্ছে তিনে। দুইয়েই থাকছে স্পেন। বৃহস্পতিবার রাতে প্রস্তুতি ম্যাচে ফ্রান্স হেরেছে আইভরি কোস্টের কাছে। প্রস্তুতি ম্যাচে স্পেন ড্র করেছে ইরাকের সঙ্গে। আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ১৮৭৪.৮১। স্পেনের ১৮৭৩.০১। ফ্রান্স ১৮৬৯.৪৩। নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে চার ও পাঁচে থাকবে যথাক্রমে ইংল্যান্ড (১৮২৫.৯৭) ও পর্তুগাল (১৭৬৩.৮৩)। ছয় থেকে দশে থাকবে যথাক্রমে ব্রাজিল, মরক্কো, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও জার্মানি।

ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে আর্জেন্টিনা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে। সম্ভবত এই ম্যাচে কোচ স্কালোনি খেলাবেন না লিওনেল মেসিকে। অল্প হলেও তাঁর ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। তাই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কোচ। সেক্ষেত্রে ১০ জুন সকালে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেন মেসি।

অন্য দিকে আজ গভীর রাতে প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিল মুখোমুখি হবে মহম্মদ সালার মিশরের। খেলা হবে ওহিওর ক্লেভল্যান্ডে। তবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না নেইমার। তিনি নিউ জার্সিতেই দলের ক্যাম্পে থাকবেন। মাঠে নয়, নেইমার আপাতত বেশি সময় কাটাচ্ছেন জিম সেশনেই। লক্ষ্য, দ্রুত ফিট হওয়া।

আজ খেতাব যুদ্ধে মিরা-মায়া

আজকালের প্রতিবেদন

মাঝে এক বছর বাদ দিয়ে ফের ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভ। বিশ্বের তিন নম্বর টেনিস তারকা ও এবার রোলাঁ গারোয় দ্বিতীয় বাছাই ২৯ বছরের জার্মান শুক্রবার পুরুষদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে ৭–৫, ৬–২, ৩–৬, ৬–৩ হারালেন ২০ বছরের চেক তরুণ জাকুব মেনসিককে। ২০২৪–এ ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে ওঠা জেরেভের এটি কেরিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল। তবে এখনও কোনও মেজর জেতেননি।

আজ রোলাঁ গারোয় মেয়েদের ফাইনালে অষ্টম বাছাই রুশ মিরা আন্দ্রিভা ও অবাছাই পোলিশ মায়া চোয়ালিনস্কা দ্বৈরথ। ১৯ বছরের টিনএজার মিরার সামনে ২০১৪–এ শারাপোভার পর প্রথম রুশ হিসাবে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। আর মায়া তো টেনিসের ওপেন যুগে মাত্র দ্বিতীয় মহিলা খেলোয়াড়, যিনি কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকে গ্র্যান্ড স্লাম সিঙ্গলস ফাইনাল খেলার বিরল নজির গড়েছেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ইতিহাসে প্রথম। রোলাঁ গারোয় মায়া এবার ন'টি ম্যাচে মাত্র একটি সেট হারিয়েছেন। তবে দু'জনের যে–ই চ্যাম্পিয়ন হোন, প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতবেন।

দুই কিংবদন্তি

বেঙ্গল টি২০ লিগের সূচনায় সৌরভ গাঙ্গুলি এবং ঝুলন গোস্বামী। শুক্রবার সন্ধেয় ইডেনে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]

[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং–IIIF/১৬, এএ–IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫ সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **নিউজোন পাওয়ার প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (CIN: U40106WB2008PTC123311), রেজিস্টার্ড অফিস সিএফ–৩৬৬, সল্টলেক সিটি সেক্টর–I, কলকাতা–৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিটিশনার

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'গুজরাট রাজ্য'–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং–IIIF/১৬, এএ–IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

নিউজোন পাওয়ার প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
সিএফ–৩৬৬, সল্টলেক সিটি সেক্টর–I, কলকাতা–৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
নিউজোন পাওয়ার প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ/-
কেওল ভরত গুড়কা
ডিরেক্টর
(DIN:10912241)

তারিখ: ৬ জুন, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (এসএআরবি), গুয়াহাটি

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ:
নাম: শ্রী.ক্রেহো আখিলি, প্রধান ব্যবস্থাপক
ই-মেইল আইডি: sbi.18399@sbi.co.in,
মোবাইল নম্বর: ৭০৮৫২৩৩২৬৩, ৮৮০৪১৫১৫৬০
ল্যান্ডলাইন নম্বর (অফিস): ০৩৬১২৬৫০৩২৮

শাখার ঠিকানা:
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ,
দ্বিতীয় তলা, সিগনেচার স্কোয়ার, এম.আর.ডি রোড,
বামুনিমৈদম, গুয়াহাটি – ৭৮১০২১।
ফোন: ০৩৬১২৬৫০৩২৮, মেইল: sbi.18399@sbi.co.in

পরিশিষ্ট – IV-এ
[বিধি ৮ (৬) -এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ রয়েছে, এবং সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটি মেসার্স বি.এস কনস্ট্রাকশন হাউস-এর কাছ থেকে **২২.১২.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রাপ্য **৮২,১৬,৬১৮.০০ টাকা + ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য পাওনা আদায়ের জন্য ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যে অবস্থায় আছে"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমার পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. সম্পত্তির আইডি: এসবিআইএন২০০০৬৯১১২০৩৪
সংরক্ষিত মূল্য ৫০,৮২,০০০ টাকা এবং বায়না মূল্য ৫,০৮,২০০.০০ টাকা।
সম্পত্তির মালিক: লেঃ প্রণব কুমার রায়, পিতা প্রয়াত বিষ্ণুপদ রায় "মডার্ন এনক্লেভ" নামক ছয় (জি+৫) তলা ভবনের ছয় তলায় "৫ডি" নম্বরের ৩ বিএইচকে আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায্য বন্ধক, বিক্রয় দলিল নং: ৬৫৪৪ তারিখ ১০.০৫.২০১৩ অনুসারে, পৌরসভার হোল্ডিং নং আরজিএম/এএস/৯২/বিএল-ডি/১০-১১, ভোলানাথ সরণি, ৯২ রাজারহাট রোড, চিনার পার্ক, কলকাতা- ৭০০১৫৭-এ অবস্থিত। উক্ত ফ্ল্যাটটির মোট সুপার বিল্ট-আপ জায়গার পরিমাপ: ১১২৫ বর্গফুট, যার সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ৯০ বর্গফুট পরিমাপের সারারাত গাড়ি রাখার জন্য একটি খোলা পার্কিং স্পেস রয়েছে।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার যথা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-এর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন: **https://sbi.bank.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others** এবং **https://baanknet.com**

তারিখ: ০৩.০৬.২০২৬
স্থান: গুয়াহাটি
স্বাক্ষর/- অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা: বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখা

স্বর্ণঋণ নিলাম

এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের অলঙ্কার ঋণ অ্যাকাউন্টের দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের খেলাপের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের চূড়ান্ত বিবেচনার ভিত্তিতে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কলকাতা– বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখা প্রাঙ্গণে ২৪.০৬.২০২৬ (বুধবার) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত** অথবা পরবর্তীতে অন্য কোনও সুবিধাজনক তারিখে কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ঋণগ্রহীতার খরচে ব্যাঙ্কের দ্বারা উক্ত গচ্ছিত সম্পদগুলি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে, এই নোটিস প্রকাশ–পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য খরচ–সহ ঋণের অর্থাঙ্ক পরিশোধ করুন এবং অবিলম্বে আপনাদের গহনাগুলি ছাড়িয়ে নিন, অন্যথায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক দ্বারা সেগুলি নিলাম করা হবে। ব্যাঙ্ক উক্ত কর্মসূচির যে কোনও পরিবর্তন, বাতিল বা স্থগিত রাখার যাবতীয় অধিকার বহাল রাখে। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ ঋণের অর্থাঙ্কের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তা পুনরুদ্ধারের জন্য পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুগ্রহপূর্বক এটিকে চূড়ান্ত নোটিস রূপে গণ্য করবেন। আপনাদের অন্য কোনও লোন অ্যাকাউন্ট থাকলে, সেখানেও অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ (যদি থাকে) সমন্বয়ের অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।

১. গহনাগুলি 'যেখানে যেমন আছে' ভিত্তিতে এবং ঋণগ্রহীতা ও নিলামকারীর ঝুঁকিতে নিলাম করা হবে।
২. নিলাম হতে চলা গহনার গুণমানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী নয়।
৩. স্বর্ণঋণের বকেয়া মেটানোর পর কোনও অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা অন্য লোন অ্যাকাউন্টে (যদি থাকে) জমা করা হবে অথবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে (এসবি অ্যাকাউন্ট) জমা করা হবে।
৪. যদি ঋণগ্রহীতা মৃত বা নিখোঁজ হন এবং সেইসঙ্গে যাঁরা শহরের বাইরে বা বিদেশে বসবাস করছেন, তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে এই নোটিসটি প্রযোজ্য।
৫. নিলামে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই প্যান এবং আধার কার্ড দাখিল করতে হবে।
৬. সফল দরদাতাকে নিলামের দিনেই পুরো দরের অর্থাঙ্ক একসঙ্গে পরিশোধ করতে হবে এবং তাঁর নিজের সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও দায়িত্বে গহনাগুলি বুঝে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত দরদাতা কোনও কারণেই আমাদের ব্যাঙ্কের কাছে কোনও প্রকার দাবি জানাতে পারবেন না।
৭. ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সমস্ত বা যে কোনও গহনা নিলামে তোলার অথবা কোনও আগাম নোটিস ছাড়াই যে কোনও সময় নিলাম বন্ধ করার অধিকার বহাল রাখে।
৮. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও দর প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ব্যাঙ্কের থাকবে।
৯. ব্যাঙ্কের সুবিধার্থে ভবিষ্যতের যে কোনও তারিখে নিলাম বিক্রয় যে কোনও পর্যায়ে স্থগিত/মুলতবির অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে এবং কোনও ব্যক্তি এর জন্য কোনও আগাম নোটিশ বা অধিকারের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
১০. সফল দরদাতা যদি দরের অর্থাঙ্ক পরিশোধ না করেন ও/বা এমন কিছু করেন যার ফলে নিলাম স্থগিত/ মুলতুবির রাখা বা নতুনভাবে নিলাম ডাকার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটির কারণে নিলাম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোনও ক্ষতি হলে তিনি সেই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
১১. নীচের সারণিতে উল্লিখিত ন্যূনতম সংরক্ষণ মূল্য জিএসটি ব্যতীত। সর্বোচ্চ দরদাতাকে চূড়ান্ত দরের ক্রয়মূল্যের ওপর প্রযোজ্য হারে জিএসটি প্রদান করতে হবে।

ক্রম নং	শাখা	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	ঋণের তারিখ	০২.০৬.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া ঋণ (₹)	দফার ক্রম নং	দফার বিবরণ	মোট ওজন (গ্রাম)	নিট ওজন (গ্রাম)	জিএসটি ব্যতীত ন্যূনতম সংরক্ষণ মূল্য (₹)
১	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ	৭৯১৫৭৬৯১০৪	মাধবী রায়	স্বামী– শ্রী অরুণ কুমার রায়, ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, হাটখোলা, কলকাতা–৭০০০০৫	২২.১১.২০২৪	₹৭,৭৯,৬৯৯.০০	১এ	লকেট–সহ হেলি চেন ১টি	১৫৬.০১০	১৪২.৫০০	₹১৮,১৯,০০০.০০
২	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ	৭৯১৫৭৭৩৪০৫	মাধবী রায়	স্বামী– শ্রী অরুণ কুমার রায়, ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, হাটখোলা, কলকাতা–৭০০০০৫	২২.১১.২০২৪	₹১০,৩৬,৫১৫.০০	২এ	বেল সেট ১টি	৮০.১৪০	৭৩.৪০০	₹৯,৩৭,০০০.০০
							২বি	নিরেট চুড়ি ৮টি	৯৬.১২০	৮৮.০৫০	₹১১,২৪,০০০.০০
							২সি	বাউটি চুড়ি ২টি	৩০.৫৩০	২৭.৯৬০	₹৩,৫৭,০০০.০০
৩	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ	৭৯১৭০৭৭৩২৬	মাধবী রায়	স্বামী– শ্রী অরুণ কুমার রায়, ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, হাটখোলা, কলকাতা–৭০০০০৫	২৫.১১.২০২৪	₹৬,২৬,২৯৭.০০	৩এ	বাউটি চুড়ি ২টি	৮৬.৩৫০	৬৭.৪৮০	₹৮,৬৮,০০০.০০
							৩বি	বালা ২টি	৫৫.৪৮০	৪৭.১৬০	₹৬,০২,০০০.০০
৪	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ	৭৯১৭০৫৮৩১৫	মাধবী রায়	স্বামী– শ্রী অরুণ কুমার রায়, ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, হাটখোলা, কলকাতা–৭০০০০৫	২৫.১১.২০২৪	₹৭,০২,৭১৭.০০	৪এ	লকেট–সহ ফাঁপা চেন ১টি	২৩.০৭০	২১.১৪০	₹২,৭০,০০০.০০
							৪বি	ফ্যান্সি মিনা চেন ১টি (মপ)	৩৬.২০০	৩২.২৪০	₹৪,১২,০০০.০০
							৪সি	রিস্ট ব্যান্ড ১টি	৩৫.৪৮০	৩০.১৬০	₹৩,৮৫,০০০.০০
							৪ডি	লকেট ১টি	৫০.০২০	৪৫.০২০	₹৫,৭৫,০০০.০০
৫	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ	৭৯১৭০৬৬৭৮৮	মাধবী রায়	স্বামী– শ্রী অরুণ কুমার রায়, ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, হাটখোলা, কলকাতা–৭০০০০৫	২৫.১১.২০২৪	₹৭,১৫,২৬৫.০০	৫এ	মিনা গ্লাস মানতাসা ১টি	৭৭.১৭০	৬৮.৮৫০	₹৮,৭৯,০০০.০০
							৫বি	মিনা বালা ২টি	৫৫.০৯০	৩৭.৫১০	₹৪,৭৯,০০০.০০
							৫সি	নিরেট চুড়ি ২টি	২১.১৮০	১৮.০০০	₹২,৩০,০০০.০০
							৫ডি	নিরেট চুড়ি ১টি	৭.৮৭০	৬.৬৫০	₹৮৫,০০০.০০

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাক্ষাৎকারে আর্লিং হালান্ড

আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের মহাতারকা। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই নরওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা! ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এবং নরওয়ে জাতীয় দলের মুখ।

এমবাপে-দ্বৈরথ নিয়ে রোমাঞ্চিত

বিশ্বকাপে আপনার অভিষেক হতে আর হাতে গোনা ক'টা দিন। মাঠে নামার জন্য কতটা মুখিয়ে?

আর্লিং হালান্ড: এই রোমাঞ্চ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিশ্বকাপ! বিরাট বড় ব্যাপার। এর আগে আমি কখনও বিশ্বকাপে খেলিনি। ১৯৯৮ সালে নরওয়ে যখন বিশ্বকাপে খেলেছিল, আমার জন্ম হয়নি। এমনকী, শেষ যে বড় টুর্নামেন্টে নরওয়ে খেলেছে, সেই ২০০০ ইওরোর সময়ও আমি জন্মাইনি। তাই এবারই প্রথম দেশবাসীর সঙ্গে আমি বিশ্বকাপ অভিযান উপভোগ করব। যখন পেশাদার ফুটবল খেলা শুরু করি, স্বপ্ন দেখতাম একদিন বিশ্বকাপে আমার দেশ খেলবে। এবার সেই স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।

আপনি শুধু স্বপ্ন দেখেননি। সেই স্বপ্ন সত্যি করার জন্য যোগ্যতা পর্বে ১৬ গোল করেছেন!

হালান্ড: দলের সহযোগিতা না পেলে সেটা সম্ভব হত না। এত গোল করতে পেরেছি সতীর্থদের জন্যই। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন এবং ইতিহাসের অংশ হতে পারার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম।

ব্যক্তিগত ভাবেও আপনার কাছে এই বিশ্বকাপের গুরুত্ব আলাদা। ১৯৯৪-এর আমেরিকা বিশ্বকাপে আলফ-ইঙ্গে হালান্ড, আপনার বাবা খেলেছিলেন। এবার আপনি খেলবেন।

হালান্ড: এটা সত্যিই তৃপ্তির। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও। বাবা সবসময় বিশ্বকাপে খেলার গল্প বলেন। সেই বিশ্বকাপ ওঁর কাছে, দেশের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেকথাও বলেন। এবার যখন বিশ্বকাপ শেষ হবে, তখন আমিও বাবার কাছে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতে পারব।

এই নিয়ে কি তুলনা চলে?

হালান্ড: না, একেবারেই না। এটা পুরোপুরি উদ্‌যাপনের বিষয়। পরিবারের কাছে আনন্দের বিষয়। নরওয়ে শেষ বিশ্বকাপে খেলেছে ১৯৯৮ সালে। ২৮ বছর পর এবার আবার খেলবে। এমনিতেই আমার দেশের ফুটবল ইতিহাসে এটা একটা বিরাট বিষয়। বিশাল প্রাপ্তি। এতদিন আমার দেশের অনেক ছোটদের বিশ্বকাপের স্মৃতি ছিল। কিন্তু আমার সে স্মৃতি ছিল না। তাই সব অর্থে এই বিশ্বকাপ আমার কাছে রোমাঞ্চকর।

বিশ্বকাপে কঠিন গ্রুপে রয়েছে নরওয়ে। বাকি তিন প্রতিপক্ষ ফ্রান্স, সেনেগাল, ইরাক। গ্রুপ পর্ব পেরোনোর ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী?

হালান্ড: বিশ্বকাপ নিয়ে আগাম কে, কবে বলতে পেরেছে? হ্যাঁ, এটা ঘটনা, আমাদের গ্রুপের বাকি তিন দলের দুরন্ত ফুটবল-ইতিহাস রয়েছে। আমরাও নিজেদের ইতিহাস লিখতে চাই। হয়তো আমার কথাটা ক্লিশে শোনাবে। তবু বলছি, বিশ্বকাপের সব ম্যাচই কঠিন। আমরা শারীরিক, মানসিক এবং টেকনিকের দিক থেকে পুরোপুরি তৈরি হয়েই মাঠে নামব।

গ্রুপে আপনাদের শেষ ম্যাচ ফ্রান্সের সঙ্গে। এমবাপে বনাম হালান্ড, সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তুঙ্গে। কী বলবেন?

হালান্ড: ফুটবল এগারো বনাম এগারোর লড়াই। কোনও একজনের সঙ্গে অন্যজনের নয়। নরওয়ে খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। ফ্রান্স ফুটবলে সোনার সময় চলছে। ওরা ২০১৮-র চ্যাম্পিয়ন, ২০২২ সালে ফাইনালে খেলেছে। এমবাপে দুরন্ত ফুটবলার। কিন্তু সফল হতে গেলে ওরও সতীর্থদের সাহায্য দরকার। ফুটবলে পুরো দলের সাহায্য ছাড়া কোনও একজন সফল হতে পারে না। আমিও এমবাপের সঙ্গে এই ম্যাচটা নিয়ে রোমাঞ্চিত। তবে ফুটবলার হিসেবে আমার লক্ষ্য থাকবে সতীর্থদের সবরকম ভাবে সাহায্য করা।

৪৮ দলের লড়াই। গ্রুপ পর্বেই ছিটকে যাবে ১৬ দল। তাই নকআউটে যাওয়া মোটেই সহজ নয়।

হালান্ড: নিশ্চয়ই। তবে আমি এটা নিয়ে চিন্তিত নই। শুধু মাথায় রাখছি, গ্রুপ পর্বে তিন দলের বিরুদ্ধে আমাদের সেরাটা দিতে হবে। ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। নিজেদের দিনে কোন দল কেমন খেলছে, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। যা কিছু ঘটতে পারে। আমরা শুধু নিজেদের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি।

কোন কোন দল এবার শেষ পর্যায়ে যাবে মনে হয়?

হালান্ড: বেশ কয়েকটি দল এই দৌড়ে আছে। নিশ্চিত ভাবে ইওরোপ আর লাতিন আমেরিকার দলগুলো এগিয়ে থাকবে। কিন্তু আফ্রিকা আর এশিয়ার দেশগুলোও উঠে আসছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। যে দল সবচেয়ে কম ভুল করবে, তারাই ট্রফি জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

(পিএমজি)

বিশ্বকাপ সম্পর্কিত বিশেষ বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে এমবাপে, রোনাল্ডো, ভিনিসিয়াস এবং হালান্ড।

অপ্রত্যাশিতর বন্দনায় অনিশ্চয়তার উদ্‌যাপন

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ বাস্তবে ফুটবলের কোনও প্রতিযোগিতা নয়। বিশ্বকাপ হল ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে ফুটবলের দ্রোহ। চার বছর অন্তর পৃথিবী চেষ্টা করে একটি চিত্রনাট্য লিখতে। পরিসংখ্যানবিদেরা সম্ভাবনা কষেন। বিশ্লেষকরা শক্তির ভারসাম্য মাপেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষণা করে। টেলিভিশনের স্টুডিওতে আঁকা হয় সম্ভাব্য নকআউটের পথরেখা। যেন সবকিছু পূর্ব-নির্ধারিত। যেন ইতিহাসেরও একটি পূর্ব-লিখিত খসড়া আছে।

তারপর শুরু হয় বিশ্বকাপ। আর প্রথম বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সেই খসড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফুটবলের এই চিরন্তন অনিশ্চয়তাকেই কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে নাইকির নতুন বিশ্বকাপ বিজ্ঞাপন 'রিপ দ্য স্ক্রিপ্ট'। নামের মধ্যেই লুকিয়ে নেপথ্যের দর্শন। চিত্রনাট্য ছিঁড়ে ফেলার উৎসব। কারণ, বিশ্বকাপ এমন এক মঞ্চ, যেখানে পূর্ব-নির্ধারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ধোপে টেকে না, নিশ্চয়তা যেখানে অস্তিত্বহীন। নায়ককে কোনও পরিচালক বেছে নেন না, নায়ককে তৈরি করে বিশেষ কোনও মুহূর্ত, কোনও এক সাহসী পদক্ষেপ।

নাইকির ছ-মিনিটের এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল হলিউড স্টুডিও। ক্যামেরা চলছে, পরিচালক নির্দেশ দিচ্ছেন, প্রযোজকরা গল্প সাজিয়ে রেখেছেন। কে গোল করবেন, কে ব্যর্থ হবেন, কার হাতে উঠবে ট্রফি— সব যেন আগেই নির্ধারিত। ঠিক সেই সময়েই দেখা যায়, কিলিয়ান এমবাপে নির্ধারিত শটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিচালক তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কোন পথে এগোতে হবে, কীভাবে দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু, হঠাৎই তিনি থেমে যান। এক মুহূর্তের জন্য চারপাশের সব কিছুর দিকে তাকান। তারপর নির্দেশিত পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করেন। চিত্রনাট্যের প্রতি সেই প্রথম অবাধ্যতাই মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় গল্পের সামগ্রিক গতিপথ। ফুটবল আর পরিকল্পনার ভাষায় কথা বলে না। ঠিক সেখানেই জন্ম হয় বিদ্রোহ।

ফুটবলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সমস্ত ছকের বিরুদ্ধে এ যেন এক নীরব অথচ দুর্নিবার বিদ্রোহের ঘোষণা। যে বিদ্রোহে অস্ত্র নয়, কথা বলে কল্পনা। কথা বলে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস।

সেই বিদ্রোহের মুখ হয়ে ওঠেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে খুব কম খেলোয়াড়ই রয়েছেন, যাঁদের জীবন এতবার পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করেছে। বলা হয়েছে তাঁর সময় শেষ। বলা হয়েছে নতুন প্রজন্ম তাঁর সিংহাসন দখল করতে চলেছে। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ফিরে এসেছেন নতুন গল্প নিয়ে। সেই কারণেই 'রিপ দ্য স্ক্রিপ্ট'-এ রোনাল্ডো শুধুমাত্র একজন তারকা নন। তিনি এই দর্শনের প্রতীক।

রোনাল্ডো, এমবাপে ছাড়াই বিজ্ঞাপনে দেখা গেল ভিনিসিয়াস জুনিয়র, আর্লিং হালান্ড, জামাল মুসিয়ালা, ভার্জিল ভ্যান ডাইক, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ-সহ অসংখ্য ফুটবল তারকাকে। দেখা গেল রোনাল্ডিনহো, দিদিয়ের দ্রোগবা, জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচদের মতো প্রাক্তনীদেরও। ফুটবল দুনিয়ার বাইরের প্রতিনিধিত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। লেব্রন জেমস, কিম কার্দাশিয়ানরা নজর কাড়লেন। অবশ্য, এই বিজ্ঞাপনের প্রকৃত নায়ক কোনও ব্যক্তি নন। প্রকৃত নায়ক সেই অবাধ কল্পনাশক্তি, যা ফুটবলকে এখনও অপ্রত্যাশিত করে রাখে।

এই বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক সম্ভবত অন্যত্র। এটি আসলে আধুনিক ফুটবলের এক নীরব সমালোচনা। এমন এক সময়ে আমরা বাস করছি, যেখানে ফুটবলকে ক্রমশ ডেটা, অ্যালগরিদ্‌ম, হিট-ম্যাপ, এক্সপেক্টেড গোল এবং বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা হচ্ছে। যেন সৃজনশীলতারও একটি গাণিতিক সূত্র রয়েছে। নাইকির অবস্থান সেই ধারণার বিরুদ্ধেই।

মারাদোনার দৌড়, জিনেদিন জিদানের পুনর্জন্ম, ক্রোয়েশিয়ার উত্থান, মরক্কোর বিস্ময়— সবই এসেছে পূর্বাভাসের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে। ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নায়কদের নাম কখনও চিত্রনাট্যে লেখা থাকে না। সময় তাঁদের আবিষ্কার করে। আর ফুটবল তাঁদের কিংবদন্তিতে পরিণত করে।

ইরাকের বিরুদ্ধে গোলের পর ফেরান টোরেসের উচ্ছ্বাস।

আটকে গেল স্পেন, হার এমবাপেদের

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। তার আগে প্রীতি ম্যাচে চমক দিচ্ছে আন্ডারডগ দলগুলি। বৃহস্পতিবার ছিল অঘটনের রাত। একদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ ড্র করল স্পেন। অন্যদিকে, আইভরি কোস্টের কাছে ১-২ হেরে বসল ফ্রান্স। অন্য ম্যাচে, আলজেরিয়ার কাছে ০-১ হেরেছে নেদারল্যান্ডস।

চোটের কারণে ইরাকের বিরুদ্ধে লামিন ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস, পেড্রি ও দাভিদ রায়াকে বিশ্রাম দেন স্প্যানিশ কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। আমেরিকায় রওনা হওয়ার আগে ঘরের মাঠে এটাই ছিল স্পেনের শেষ ম্যাচ। গালিসিয়ার আবাকানা রিয়াজোর স্টেডিয়ামে ১৬ মিনিটে দানি ওলমোর অ্যাসিস্ট থেকে ফেরান টোরেসের গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। ২৭ মিনিটে মেরকাস ডস্কির গোলে সমতা ফেরায় ইরাক। এরপর ম্যাচে সিংহভাগ সময় তারা রক্ষণ আগলালেও বলার মতো তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি ইয়ামাল-হীন স্পেন।

ইয়ামালদের মতোই চোটের কারণে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি ফ্রান্সের ওসমান ডেম্বেলে ও ডেজিরে ডুয়ে। কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেস ওলিসে, অরেলিয়াঁ চুয়ামেনিদের প্রথম ৪৫ মিনিট খেলান কোচ দিদিয়ের দেশঁ। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে রায়ান চেরকির গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। ৫৩ মিনিটে গুয়েলা ডুয়ে ও ৮৪ মিনিটে আমাদ দিয়ালোর গোলে জয়ী আফ্রিকার দেশটি।

বাবাদের ব্যাটন এবার ছেলেদের হাতে

আজকালের প্রতিবেদন

১৯৯৮। বিশ্বকাপ ফ্রান্সের ঘরের মাঠে। স্বাভাবিকভাবেই ফরাসি সমর্থকরা স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বকাপ জেতার। স্বপ্ন পূরণের অন্যতম নায়ক জিনেদিন জিদান। যিনি আবার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচের মাত্র মাসখানেক আগে বাবা হয়েছেন। পুত্র সন্তানের নাম রেখেছেন লুকা। বাড়তি আনন্দ নিয়েই শুরু করেছেন বিশ্বকাপ অভিযান। প্রথম ম্যাচ ছিল ১২ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। সেদিন শুরু হওয়া জয়রথ ছুটেছিল ফাইনাল পর্যন্ত। ব্রাজিলকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফ্রান্স। ফাইনালে জোড়া গোল করে নায়ক হয়েছিলেন জিদান। নিজের জন্য স্মরণীয় করে রেখেছিলেন ১৯৯৮ সাল। সেই দলেই জিদানের সতীর্থ ছিলেন লিলিয়ান থুরাম। ফরাসি ডিফেন্ডার বিশ্বকাপে ভরসা দিয়েছিলেন দলকে। কিন্তু ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৪৬ মিনিটের মাথায় তাঁর ভুলে দল পিছিয়ে পড়ে। তারপরে তিনিই জোড়া গোল করে ফ্রান্সকে পৌঁছে দেন ফাইনালে। মজার বিষয়, ফ্রান্সের জার্সিতে ১৪২ ম্যাচ খেলা থুরামের আন্তর্জাতিক গোল এই দুটিই। তিনি যখন ঘরের মাঠে ট্রফি হাতে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন, তখন তাঁর ছেলে মার্কাসের বয়স মাত্র কয়েকমাস।

সেই বিশ্বকাপে হল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত। সেমিফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হারে টাইব্রেকারে। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এবং সেমিফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন ডাচ স্ট্রাইকার প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট। তাঁর ছেলে জাস্টিনের জন্ম এই বিশ্বকাপের পরের বছর। সেই '৯৮ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন আমেরিকার ক্লডিও রেয়না, আর্জেন্টিনার পাবলো পাজ, দিয়েগো সিমিওনেরা। এই বিশ্বকাপের চার বছর পর মার্কিন মিডফিল্ডার ক্লডিওর সন্তান জিওভানি জন্ম নেন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বর্তমান কোচ এবং প্রাক্তন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার দিয়েগো সিমিওনে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। সেই বিশ্বকাপের আর্জেন্টাইন স্কোয়াডে ছিলেন সেন্টার ব্যাক পাবলো পাজ। দিয়েগোর ছেলে জিউলিয়ানোর জন্ম ২০০২-এ। পাবলোর ছেলে নিকোর জন্ম আরও পরে, ২০০৪-এ।

জিনেদিন জিদান, লিলিয়ান থুরাম, প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট, ক্লডিও রেয়না, দিয়েগো সিমিওনে, পাবলো পাজের ফুটবলজীবন শেষ হয়েছে বহুদিন। তবে এবারের বিশ্বকাপে তাঁদের সন্তানরা সবাইকে আবার একসুতোয় বেঁধে দিয়েছে। বিশ্বকাপে বাবাদের উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যাবেন ফ্রান্সের মার্কাস থুরাম, হল্যান্ডের জাস্টিন ক্লুইভার্ট, আমেরিকার জিওভানি রেয়না, আর্জেন্টিনার জুলিয়ানো সিমিওনে, নিকো পাজরা।

জিনেদিন জিদান

আলফ-ইঙ্গে হালান্ড

লুকা জিদান

আর্লিং হালান্ড

বিশ্বকাপে বাবার ব্যাটন নিজের হাতে নিয়েছেন আমেরিকার ২৫ বছরের মিডফিল্ডার সেবেস্টিয়ান বারহল্টারও। তাঁর বাবা গ্রেগ বারহল্টার ২০০২ বিশ্বকাপে আমেরিকার জার্সিতে খেলেছেন। ২০২২ বিশ্বকাপে তিনি আমেরিকার কোচও ছিলেন। আসন্ন বিশ্বকাপের অন্যতম তারকা আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের এই গোলমেশিন ১৯৯৮ সালের পর দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে। তিনিও বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকাপ খেলার উত্তরাধিকার। তাঁর বাবা আলফ-ইঙ্গে হালান্ড দেশের হয়ে খেলেছিলেন ১৯৯৪ বিশ্বকাপ। এবারের বিশ্বকাপে হালান্ডের সতীর্থ, নরওয়ে মাঝমাঠের ভরসা ক্রিশ্চিয়ান থর্স্টভেট। তাঁর বাবা এরিক আবার ১৯৯৪ বিশ্বকাপে আলফ-ইঙ্গ হালান্ডের সতীর্থ ছিলেন। এবারের বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়া দলের লেফট ব্যাক লি টায়-সেওক। তাঁর বাবা লি ইয়ুলইয়ংও দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন। পর্তুগালের রাইট উইঙ্গার ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও রয়েছেন এই তালিকায়। তাঁর বাবা সার্জিও পর্তুগালের হয়ে ২০০২ বিশ্বকাপে গ্রুপের সব ম্যাচ খেলেছিলেন। এবারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের গোলরক্ষক আঙ্গুস গুন। তাঁর বাবা ব্রায়ান ১৯৯০ বিশ্বকাপের স্কটল্যান্ড দলে থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ পাননি।

এবার পাঠকের মনে হতেই পারে, এত ফুটবলারের কথা লেখা হল অথচ যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, সেই জিদান পুত্রের নাম এখনও এল না কেন! আসলে বাকি সবার থেকে লুকা জিদানের গল্পটা আলাদা। লুকা বাবার মতো ফ্রান্সের হয়ে নয়, বিশ্বকাপ খেলবেন আলজেরিয়ার হয়ে। কীভাবে? জিনেদিন জিদানের মা-বাবাও আসলে ছিলেন আলজেরিয়ার মানুষ। সেখানে যুদ্ধ শুরুর আগে ১৯৫৩-য় তাঁরা ফ্রান্সে চলে আসেন। লুকা অবশ্য প্রাথমিকভাবে ফ্রান্সের জাতীয় দলেই খেলতে চেয়েছিলেন। অনূর্ধ্ব ১৬-২০, বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। তারপর হঠাৎই ২০২৫ সালে নিজের দাদু-ঠাকুমার দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাওয়ায় এই গোলরক্ষক যোগ দেন আলজেরিয়ার জাতীয় দলে। জিদান-পুত্রর উঠে আসা রিয়েল মাদ্রিদের অ্যাকাডেমি থেকে। বিশ্বকাপের আগে শেষ দুটি প্রীতি ম্যাচে আলজেরিয়া একটিও গোল হজম করেনি। ড্র করেছে উরুগুয়ের সঙ্গে। হারিয়েছে হল্যান্ডকে। দুটি ম্যাচেই তেকাঠি সামলেছেন লুকা জিদান। বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে রয়েছে আলজেরিয়া। লিওনেল মেসি নিজের শেষ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করবেন তাঁদের বিরুদ্ধেই। গোটা বিশ্বের কাছে নিজেকে প্রমাণ করা তো বটেই, কিংবদন্তি বাবাকে গর্বিত করার এর চেয়ে ভাল সুযোগও আর পাবেন না লুকা জিদান।

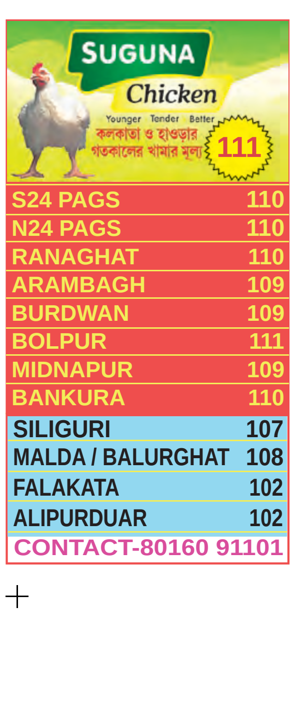

খেলার খুচরো

জিতল রামকৃষ্ণ

শিলিগুড়ি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে ফের জিতল রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সমিতি। ৩-১ গোলে হারাল অগ্রগামী সঙ্ঘকে। জয়ী দলের উইলসন টোপ্পো, সুজিত রায় ও খেলার সেরা অভিজিৎ থাপা ১টি করে গোল করেন। অগ্রগামীর রোহিত রায় ১টি গোল করে ব্যবধান কমান।

জয়ী এনবিআরসি

জলপাইগুড়ি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে জয়ী এনবিআরসি। ৫-১ গোলে হারায় ঘুঘুডাঙা এসসিসিসি-কে। এনবিআরসি-র হয়ে লব রায় ২, আর্থিক টোপ্পো ২ ও অনির্বাণ রায় গোল করেন। ঘুঘুডাঙার সৌরভ রায় ১টি গোল পান। খেলার সেরা জয়ী দলের আর্থিক টোপ্পো।

ফাইনালে ভারত

ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৮ এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে ভারত। সেমিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫-২ হারাল তারা। আশিস তানি পুর্তি একাই চার গোল করেন। অন্য গোলটি শাহরুখ আলির করা। পাকিস্তানের গোল মহম্মদ ফারহান ও উজের আহমেদের।

কয়েকদিন পরেই শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ

প্রস্তুত আজকাল

কাল, রবিবার প্রকাশিত হবে স্পেনের তরুণ তুর্কি লামিন ইয়ামালের সাক্ষাৎকার